শ্রীভাগবতধর্ম্ম গ্রন্থাবলী— ১১

শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবধর্ম্ম-সংরক্ষণী সভা

দ্বিতীয় খণ্ড

উত্তরপক্ষ-মীমাংসা

মহর্ষি শ্রীশ্রীবিশ্বম্ভরানন্দ দেবগোস্বামী

ভাষিত

তদীয় প্রপৌত্র শ্রীশ্রীগোপালকৃষ্ণানন্দ দেবগোস্বামী

কর্ত্তৃক প্রকাশিত

শ্রীপাট গোপীবল্লভপুর

আনুকূল্য—কুড়ি টাকা

শ্রীভাগবতধর্ম্ম গ্রন্থাবলী—১১

শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবধর্ম্ম-সংরক্ষণী সভা

দ্বিতীয় খণ্ড

উত্তর-পক্ষ মীমাংসা

(সভাপতির ভাষণ)

শ্রীশ্রীল রসিকানন্দ বংশাবতংস, বিশ্ববৈষ্ণবচূড়ামণি আস্তিক্যদর্শন,
বেদার্থতত্ত্বদীপিকা সুবিজ্ঞানরত্নমালা, হরিভক্তিসর্বস্ব,
শ্রীগোবিন্দ-পরিচর্যাদি গ্রন্থপ্রণেতা

মহর্ষি **শ্রীশ্রীবিশ্বম্ভরানন্দ দেবগোস্বামী** ভাষিত

তদীয় প্রপৌত্র শ্রীশ্রীগোপালকৃষ্ণানন্দ দেবগোস্বামী
কর্তৃক প্রকাশিত
কার্যকরী সমিতির অনুমত্যনুসারে
শ্রীপাট গোপীবল্লভপুর
বঙ্গাব্দ ১৩৯৮

আনুকূল্য— ১৬-০০

ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ

১। প্রকাশক—
শ্রীশ্রীগোপালকৃষ্ণানন্দ
দেবগোস্বামী
শ্রীপাট গোপীবল্লভপুর
পোঃ গোপীবল্লভপুর
জেলা—মেদিনীপুর
পিন— ৭২১৫০৬

২। শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরানন্দ
দেবগোস্বামী
শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্দির
নরপোতা
পোঃ তমলুক
জেলা—মেদিনীপুর
পিন—৭২১৬৩৬

৩। পাঠক ষ্টোর্স
শ্রীবাস অঙ্গন রোড
পোঃ নবদ্বীপ, নদীয়া

৪। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮, বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

মুদ্রণে—কুণ্ডু প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
মহাপ্রভুপাড়া
পোঃ নবদ্বীপ, নদীয়া (পঃ বঃ)

বিষয়সূচী

সভার সূচনা ১
সভার নিয়মাবলী ৪
সভ্যানির্বাচন ৭
প্রথম অধিবেশনের কার্য বিবরণ ১২
উপস্থিত সজ্জনবৃন্দ ১৩
সভার উদ্বোধন ১৬
মঙ্গলাচরণ ১
সভাপতি মহোদয়ের ভাষণ ২
বর্ণাশ্রম ধর্ম ৩
কর্মযজ্ঞ ৫
সাংখ্য, যোগ ৬
আশ্রম চতুষ্টয় ৬
দশবিধ সংস্কার ৮
সঙ্গ সংসর্গের দোষ-গুণে পরিবর্তন ৯
শ্রীভাগবতধর্ম ১০
বৈরাগ্য ১১
সাংখ্য যোগ, জ্ঞানবিজ্ঞান যোগ ১২
ভক্তি মহাযজ্ঞ ১৩
শ্রীভগবদ্ ভক্তি জীবী ১৬
পরব্রহ্ম তত্ত্ব, শক্তি তত্ত্ব ২০
বিশ্ব তত্ত্ব ২২
সংসার গতি ও সাধনপথ ২৩
প্রেমভক্তি ২৪
বিবেক-বৈরাগ্য ও যোগ ২৫
সাংখ্য যোগ ২৫
জ্ঞানযোগ, বিজ্ঞানযোগ ২৭
অবতার তত্ত্ব ২৮
আসুর স্বভাব ২৯
বৈরাগ্য, অষ্টাঙ্গযোগ ৩০
কর্মযোগ, দেবতাকাণ্ড ৩২
উপাসনাকাণ্ড ৩৫
স্মার্তপাক যজ্ঞ ৩৫
যজ্ঞ সমূহের তারতম্য ৩৭
গুণকর্মভেদে বর্ণভেদ ৩৮
সঙ্গসংসর্গ দোষে স্বভাব ভেদ ৪৬
মহদনুগ্রহ ও নিগ্রহ ফলে স্বভাব পরিবর্তন ৪৭
জাতিভেদ ৪৮
জন্মকর্মাধীনতার কারণ ৫১
ধ্যানযোগী, জ্ঞানযোগী বিজ্ঞান যোগী ৫২
ভক্তিযোগী ৫৩

বৈশেষিক ও ন্যায়দর্শন ৫৩
ভক্তি জন্মকর্মপাবনী ৫৪
কালভেদে স্বভাবভেদে ৫৫
পূজ্যপূজকভাব ৫৭
জ্ঞান পঞ্চবিধ ৫৯
বর্ণ পরিবর্তন ৬৪
ব্রহ্মচর্যাদি আশ্রম ৬৭
দ্বিজাতিব্রত ৬৮
ব্রাত্য ব্রতবর্জিত ৬৯
ভক্তিযজ্ঞ ৭০
বৈষ্ণব ও পঞ্চোপাসক ৭২
আসুরভাব ও দৈবভাব ৭৩
তন্ত্রোক্ত মার্গ ৭৩
শ্রীগুরুপদাশ্রয়ে দ্বিজত্বলাভ ৭৪
গুরুলক্ষণ ৭৫
তন্ত্রোক্ত মন্ত্রদীক্ষা ৭৫
বর্ণাশ্রম-পুষ্টিকাম দীক্ষা ৭৬
শ্রীভগবদ্ভক্তি-কাম দীক্ষা ৭৬
সম্পত্তি-কাম দীক্ষা ৭৭
শিষ্যলক্ষণ ৭৭
পরিত্যাজ্য শিষ্য ৭৮
শ্রীগুরুসেবাপ্রকার ৭৯
শাস্ত্র প্রমাণের তারতম্য ৮১
ভেক বা বেষাশ্রয় ৮২
শ্রীভগবৎশরণাপত্তি ৮২
বৈষ্ণব ৮২
শরণাপত্তি প্রতিজ্ঞা ৮৩
ফল্গু বৈরাগ্য ও যুক্ত বৈরাগ্য ৮৪
পতিত বৈষ্ণব ৮৭
বৈষ্ণব লক্ষণ ৮৯
জাতি বৈষ্ণব ৯১
বিশুদ্ধ বৈষ্ণবের অশৌচাভাব ৯৩
বিশুদ্ধ বৈষ্ণবের লক্ষণ এবং মাহাত্ম্য ৯৯
গৃহস্থ বৈষ্ণবজাতির দশাহাশৌচ ১০০
গৃহী এবং সংযোগী বৈষ্ণব এক নয় ১০৭
বৈষ্ণবের দাস উপাধি ১০৯
বিশুদ্ধ বৈষ্ণবের কর্ম প্রায়শ্চিত্ত নাই ১১০
বৈষ্ণবমতে বিবাহ ১৩১
স্মার্ত ও বৈষ্ণব প্রশ্নোত্তর ১৪১
চারিবর্ণেরই তুলসী মালা ধারণ কর্তব্য ১
বৈষ্ণববীয় শ্রাদ্ধবিধি ৯

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম সংরক্ষণী সভা

বালিঘাই, মেদিনীপুর।

---★---

সূচনা

মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত কাঁথি সব্‌ডিভিসনের নিকটবর্ত্তী বালিঘাই একটি ক্ষুদ্র গ্রাম; কিন্তু এই বালিঘাই এখন সমগ্র গৌড়ীয় বৈষ্ণব-জগতের লক্ষ্যস্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রায় তিন বৎসর অতীত হইল বালিঘাই উদ্ধবপুরে বৈষ্ণব-সমাজ সংস্কার-প্রয়াসী কতিপয় মাহাত্মার উদ্যোগে "গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-সমালোচনী" নাম্নী এক সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সেই সভা, সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধে যে সমস্ত সিদ্ধান্ত ও মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বৈষ্ণব সমাজের ও বৈষ্ণব-ধর্ম্মের ঘোর প্রতিকূল। বালিঘাই প্রভৃতি স্থানে বৈষ্ণব-সমাজের মধ্যে অবাঞ্ছিতভাবে প্রবিষ্ট মলিনতা দূর করিতে গিয়া পূর্ব্বোক্ত সমালোচনী সভার সংস্কারকগণ শুদ্ধ বৈষ্ণব-বিশ্বাস ধ্বংস করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মকে অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম ও জ্ঞানের আবরণে আবৃত করিবার অযথা চেষ্টা পাইয়াছেন। ইহাতে বৈষ্ণবধর্ম্মের গৌরব মাহাত্ম্য উদ্ভাসিত হওয়া দূরে থাকুক, বরং আরও কলঙ্কিত ও

সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহারা বিশুদ্ধ গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া নিজ নিজ কৃতিত্বের যেরূপ আস্ফালন করিয়াছেন, তাহা প্রকৃতই দৌরাত্ম্যময়। সমালোচনী সভা হইতে প্রকাশিত "প্রথম হুঙ্কার—পূর্ব্বপক্ষ নিরসন" নামক পুস্তক এবং বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ও তাঁহাদের শাস্ত্রের প্রতি সুতীব্র কটাক্ষপূর্ণ একখানি পত্র বাস্তবিকই দৌরাত্ম্যের প্রকৃষ্ট পরিচয় দিয়াছে।

এই "পূর্ব্বপক্ষ নিরসন" বর্ণিত সিদ্ধান্ত ও বক্তৃগণের মন্তব্য গৌড়ীয়-বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিরোধী বলিয়া প্রথমতঃ এই প্রদেশের কতিপয় ভক্তের ধারণা হয়। তাহারই ফলে শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ দাস ও শ্রীযুক্ত নারায়ণপ্রসাদ মাইতি প্রভৃতি ভক্তগণ উক্ত "নিরসন" পুস্তক এবং বক্তৃগণের মন্তব্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতের কতিপয় আচার্য্য ও পণ্ডিত সাধুজনের নিকট প্রেরণ করিয়া সদসং নির্দ্ধারণ জন্য প্রার্থনা করেন। তাহাতে সকলেই উক্ত "পূর্ব্বপক্ষ নিরসনের" সিদ্ধান্ত ও বক্তৃগণের মন্তব্য সমূহকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের একান্ত প্রতিকূল বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন এবং পত্র দ্বারা প্রত্যেক বিষয়ের সুসিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করেন। ইহাতে উক্ত মহাত্মাগণ বিশেষ উৎসাহিত হইয়া এই সভা সংস্থাপনের আয়োজন করেন।

তন্মধ্যে মকরামপুর নিবাসী বৈষ্ণবজনপ্রিয় শ্রীযুক্ত গৌরহরি দাস অধিকারী মহাশয়ের উদ্যম, উৎসাহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

তিনি সভা সংস্থাপনে অশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। এজন্য তিনি সমগ্র বৈষ্ণব-সমাজের ধন্যবাদের পাত্র। বিশেষতঃ, সাউরী-নিবাসী বৈষ্ণব-প্রবর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সীতানাথ দাস মহাপাত্র ভক্তিতীর্থ মহাশয়ের সুপরামর্শে ও সম্পূর্ণ সহায়তায় সভার অধিবেশন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও পরিপুষ্ট হইয়াছিল। বিদেশস্থ খ্যাতনামা ভক্তিশাস্ত্রকুশল ভগবদ্ভক্তগণের সম্মিলন তাঁহারই চেষ্টার ফল।

সে যাহা হউক, "উদ্ধবপুর-গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-সমালোচনী" সভার প্রচারিত সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ উদ্দেশ্যে এই "শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম-সংরক্ষণী" সভা সংস্থাপিত হইলেও ইহার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য উক্ত সমালোচনী সভার প্রতিযোগিতা নহে; কলি-পাবনাবতার শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রবর্তিত সুপবিত্র উদার ধর্ম্ম মতের বিশুদ্ধতা রক্ষা পূর্ব্বক তদ্ধর্ম্মের অনুশীলন ও প্রচারই এই সভার মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং বৈষ্ণব-ধর্মের আবরণে যেখানে যে কোন অভিনব সিদ্ধান্ত প্রচারিত হইবে, তাহার যথাসাধ্য প্রতিবাদ করাই এই সভার কার্য্য। এক্ষণে এই সভা চিরস্থায়িনী হইয়া যাহাতে নিরপেক্ষভাবে স্বীয় উদ্দেশ্য ও সেবাব্রত পালন করিতে থাকেন, শ্রীগৌরহরির চরণে ভক্তজনমাত্রেরই ইহাই কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা।

"গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম সংরক্ষণী সভার"

নিয়মাবলী

১। শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রতি যাহাদের আন্তরিক বা বাহ্যিক বিরোধ, তাদৃশ ব্যক্তিগণের অনুষ্ঠিত আচার ব্যবহার শোধন উদ্দেশ্যে ও কুপথগামীদিগকে সৎপথে আনয়নের নিমিত্ত এই সভা সংস্থাপিত। ফলতঃ অন্যাভিলাষ, কর্ম ও জ্ঞান এই আবরণত্রয় মুক্ত করিয়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর বিশুদ্ধ ধর্ম্মমত রক্ষা ও প্রচারই এই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য।

২। শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রচারিত ধর্মমতকে কেহ কোনরূপে আক্রমণ করিলে যতশীঘ্র সম্ভব তাহার প্রতিবিধানের চেষ্টা করা হইবে।

৩। সভায় শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর বিশুদ্ধ ভাগবতধর্ম্ম ভিন্ন তদ্বহির্ভূত কর্মকাণ্ড বা সহজিয়া, বাউল, সাঁই, দরবেশাদি উপসম্প্রদায়ের ধর্মমত কদাপি আলোচিত হইবে না।

৪। বিশুদ্ধ বৈষ্ণব সদাচার পরায়ণ ব্যক্তিমাত্রেই এই সভার সভ্য হইতে পারিবেন। শ্রীগৌড়েশ্বর সম্প্রদায়ের বহির্ভূত কোন উপ-সম্প্রদায়ী ব্যক্তিকে এই সভার সভ্যরূপে গ্রহণ করা হইবে না; তবে তাদৃশ ব্যক্তি আত্মশোধন প্রয়াসী হইয়া প্রার্থনা করিলে সভাপতি ও সভাচার্য্যগণের অনুমতিক্রমে বিবেচনা করা হইবে।

৫। সভ্যগণের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে বিশুদ্ধ ধর্ম্মমতের বিরুদ্ধচারী বলিয়া প্রকাশ পাইলে, তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে উপদেশ দানে তাঁহার আচার ব্যবহারের শোধন করা হইবে; তথাপি সে

ব্যক্তি তদ্রূপ আচরণ করিলে সভ্য-তালিকা হইতে তাঁহার নাম অপসারিত করা হইবে।

৬। সভার সভ্যগণের অভিপ্রায়ানুসারে সভার নিয়মাদি পরিবর্ত্তন ও সংগঠন করা যাইতে পারিবে। কিন্তু সে স্থলে অধিকাংশ সভ্যের মতই গ্রাহ্য হইবে।

৭। সাধারণ ও কার্য্যকরী সমিতি ভেদে এই সভার দুইটি বিভাগ। প্রতি বিভাগে ভগবদ্ভক্তিবিশিষ্ট কার্যকারক এবং সদস্য-গণ থাকিবেন। অধিবেশন-সংক্রান্ত কার্য্যাবলী নির্ব্বাহের ভার কার্য্যকরী সমিতির উপর। ভগবদ্ধর্ম্মপরায়ণ শ্রোতৃবর্গই সাধারণ সভার সভ্য।

৮। কার্য্যকরী সমিতির সভ্যগণের অভিপ্রায়মত নির্দ্দিষ্ট-কালে সাধারণ অধিবেশন হইবে।

৯। অধিবেশনের নিয়ম :—

(ক) সভাধিবেশনকালে সকল সদস্যের অভিপ্রায় মত শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর একান্তভক্ত ও মাননীয় কোন এক ব্যক্তি সভাপতি নির্ব্বাচিত হইবেন। তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্য সভার সুশৃঙ্খলা পরিদর্শন ও অধিকাংশ সদস্যের মতানুসারে আলোচ্য বিষয়ের নির্দ্দেশ এবং অনালোচ্য বিষয়ের প্রতিষেধ।

(খ) কার্য্যকরী সমিতির সভ্যের কর্ত্তব্য :—সভার মঙ্গল চিন্তা করিবেন, এবং অধিবেশনের পারিপাট্য বিধান ও উপযুক্ত বৈষ্ণব-ধর্ম্মাভিজ্ঞ সদাচারী ব্যক্তিকে বক্তা নির্দেশ করিবেন।

(গ) শ্রীমহাপ্রভুর বিশুদ্ধ ধর্ম্মমত শ্রবণ কীর্ত্তনই সভ্যগণের

একমাত্র কর্ত্তব্য। শ্রবণকারীর কর্ত্তব্য—কীর্ত্তনকারীকে বাধা না দেওয়া, কীর্ত্তনকারী বক্তার কর্ত্তব্য—বক্তৃতায় যেন ব্যক্তিগত কোন আক্রমণের ভাব প্রকাশ না পায়। সভ্যমাত্রেরই কর্ত্তব্য—সভাস্থলে ধূমপান, অপভাষা-প্রয়োগ ও শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্মের বিরুদ্ধভাব অভিব্যক্তি প্রভৃতি পরিবর্জন।

(ঘ) সভাপতি মহাশয়ের অনুমতি ব্যতিরেকে সভাতে কেহ কোন বিষয়ের প্রতিবাদ উত্থাপন করিতে পারিবেন না এবং সভার বিশৃঙ্খলতা উৎপাদন করিতে পারিবেন না।

(ঙ) বক্তার বক্তৃতায় সভার উদ্দেশ্য এবং বৈষ্ণবধর্ম্মের সম্বন্ধে প্রতিকূল ভাব প্রকাশ পাইলে সভাপতি মহাশয় তখনই তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে বাধ্য করিবেন।

১০। সভার ব্যয় নির্বাহার্থ অর্থসাহায্যকারী ব্যক্তিগণের নামধামাদি বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পুস্তকে প্রকাশিত হইবে এবং আয়ব্যয়ের হিসাবও প্রদত্ত হইবে।

১১। অধিকাংশ সভ্যের অভিমত হইলে অন্যত্রও সভার অধিবেশন হইতে পারিবে এবং সভার গঠন-প্রণালীরও পরিবর্ত্তন সাধন করা যাইতে পারিবে।

--)★(--

স্থায়ী সভাপতি শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম সংরক্ষণী সভার

মহর্ষি শ্রীশ্রীবিশ্বম্ভরানন্দ দেবগোস্বামী

শ্রীমদ্ রসিকানন্দবংশাবতংস বিশ্ব বৈষ্ণবরত্নমণি, আস্তিক্যদর্শন, বেদার্থতত্ত্বদীপিকা, সুবিজ্ঞান রত্নমালা, হরিভক্তিসর্ব্বস্ব, গোবিন্দপরিচর্য্যাদি গ্রন্থ প্রণেতা, শ্রীপাট গোপীবল্লভপুর।
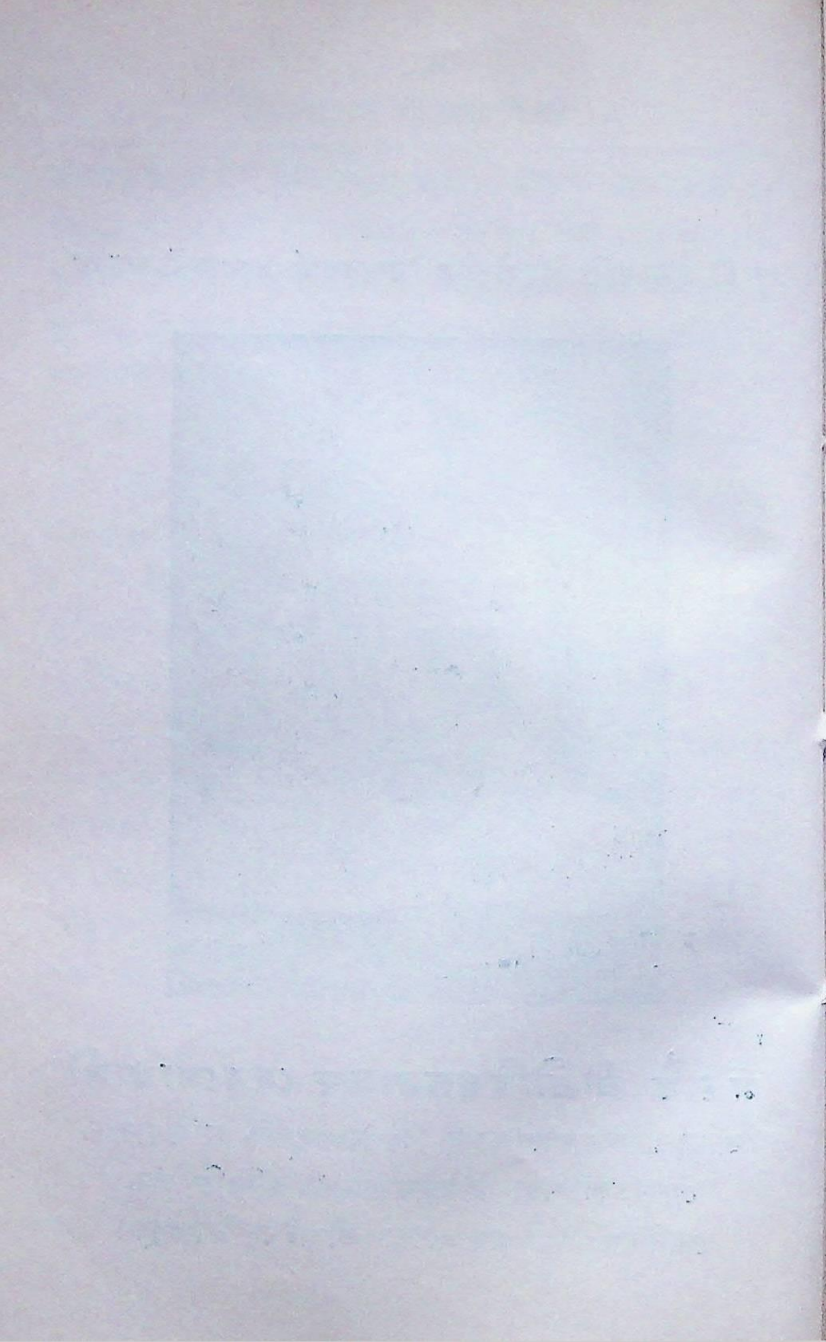
স্থায়ী সভাপতি—

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য ভাগবতপ্রবর

শ্রীল শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভরানন্দ দেবগোস্বামী মহোদয় (৬১ বর্ষীয়), শ্রীপাট গোপীবল্লভপুর।

আচার্য ও সহযোগী সভাপতি—

শ্রীবৃন্দাবননিবাসী শ্রীমন্ মাধ্বগৌড়েশ্বরাচার্য পণ্ডিতজনবরেণ্য পূজ্যপাদ **শ্রীল শ্রীযুক্ত মধুসূদন গোস্বামী সার্ব্বভৌম** মহোদয়। নলদ গ্রাম নিবাসী পণ্ডিত প্রবর প্রভুপাদাচার্য শ্রীল শ্রীযুক্ত হীরালাল গোস্বামী মহোদয়।

অভিভাবক—

পরিব্রাজকাচার্য পূজ্যপাদ শ্রীল শ্রীযুক্ত গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহোদয়।

সহকারী অভিভাবক—

সুরকুলরত্ন পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত অটলবিহারী মৈত্র বি. এল, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, পুরী।

ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত চৌধুরী সীতানাথ দাস মহাপাত্র ভক্তিতীর্থ,—সাউরী, মেদিনীপুর।

শ্রীযুক্ত নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী ভক্তিভূষণ, শ্রীযুক্ত চৌধুরী বরদাপ্রসাদ ভক্তিভূষণ দেবশর্ম্মা। ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত ভূঞা চৌধুরী কানুনগো বিলায়তী অক্ষয়নারায়ণ দাস বালিয়ার সিংহ মহাপাত্র গড়ভূঞা, বালিসাই।

ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত চৌধুরী ব্রজেন্দ্রনন্দন মহাপাত্র, পাঁচরোল।

সুরকুলনিধি পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায় সিদ্ধান্ত-ভূষণ। সুরকুলনিধি শ্রীযুক্ত রামসেবক চট্টোপাধ্যায় ভক্তিভৃঙ্গ, কলিকাতা। সুরকুলনিধি শ্রীযুক্ত ঝণ্টুলাল নায়ক, রামচন্দ্রপুর।

পৃষ্ঠপোষকাচার্য—

পূজ্যপাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর চূড়ামণি।
" " শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার বেদান্তরত্ন প্রভৃতি

পৃষ্ঠপোষক সভা-সমিতি—

শ্রীভাগবত ধর্মমণ্ডল, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যতত্ত্ব প্রচারিণী সভা, কলিকাতা।

শাস্ত্রসম্পাদক—

শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ রায় ভক্তিভূষণ, সাউরী, মেদিনীপুর।
শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মায়াপুর. নদীয়া।

বক্তৃবৃন্দ—

১। শ্রীমন্মাধ্বগৌড়েশ্বরাচার্য পূজ্যপাদ শ্রীল শ্রীযুক্ত মধুসূদন গোস্বামী সার্ব্বভৌম, শ্রীধাম বৃন্দাবন।
২। পূজ্যপাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ, সম্পাদক "শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ও আনন্দবাজার পত্রিকা"—কলিকাতা।
৩। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিমলাপ্রসাদ সিদ্ধান্তসরস্বতী, (৩৮ বর্ষীয়) শ্রীমায়াপুর শ্রীমন্দির, শ্রীনবদ্বীপ।
৪। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ ভক্তিতত্ত্ব বাচস্পতি—ত্রিপুরার রাজ-পণ্ডিত।
৫। পণ্ডিত শ্রীদোলগোবিন্দ বেদান্ত বাচস্পতি—বাঁকুড়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য পূজ্যপাদ পণ্ডিতপ্রবরের

১০০, ১০৫ বর্ষ বয়সে জয়ন্তী উৎসব

শ্রীরসিকমোহন বিদ্যাভূষণ

আবির্ভাব বাংলা ১২৪৫ মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশী
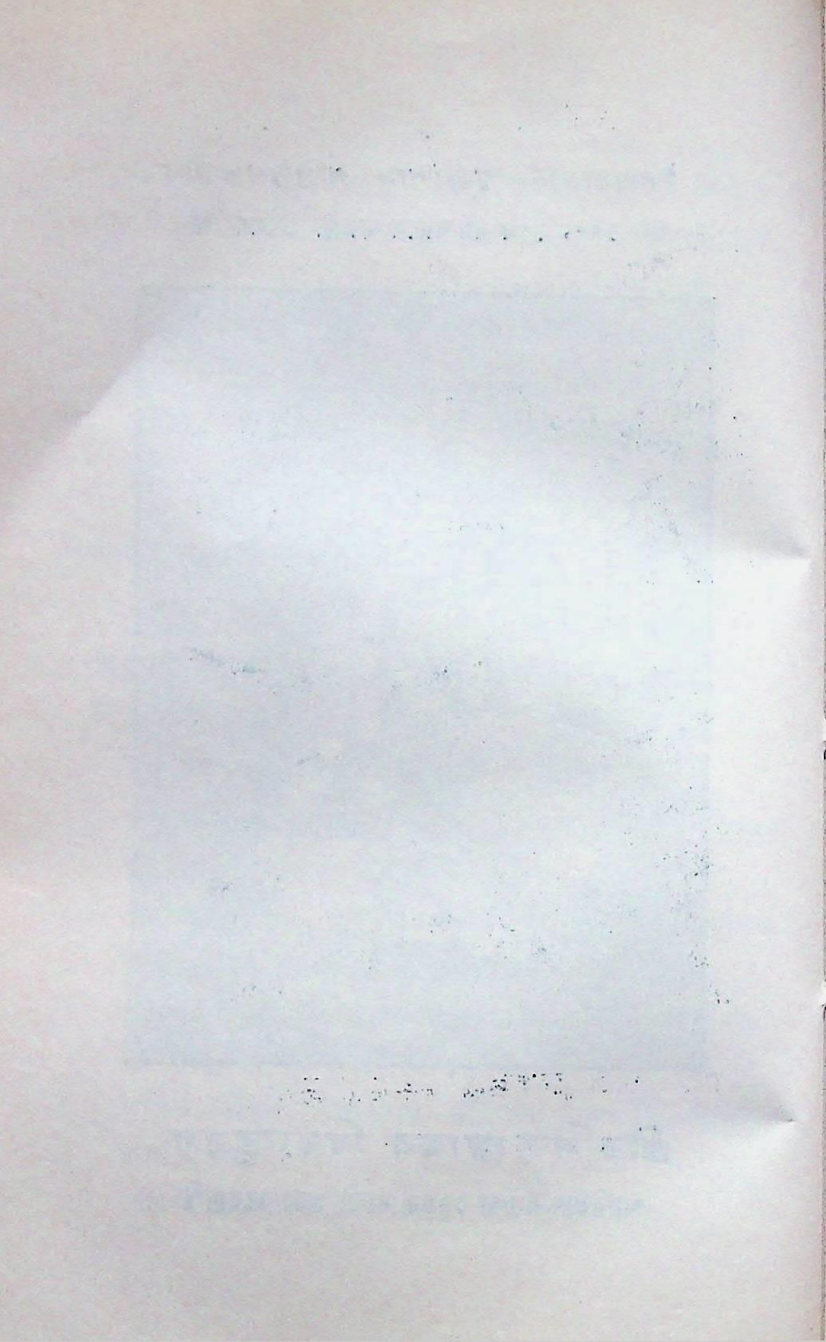
৬। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মধুসূদন দাস অধিকারী, "শ্রীবৈষ্ণব সঙ্গিনী" সম্পাদক—এটালী, হুগলী। ৭। পণ্ডিত শ্রীপদ্মনাভদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ। ৮। পণ্ডিত শ্রীগোপীনাথ দাস, শ্রীনবদ্বীপ।

কার্য্যকরী সমিতির সম্পাদক—

শ্রীযুক্ত গৌরহরি দাস অধিকারী, মকরামপুর।
,, দুর্গাচরণ দাস, বালিঘাই।
,, নারায়ণপ্রসাদ দাস, উদ্ধবপুর।
,, রাধাকৃষ্ণ মাইতি, চিরুলিয়া।
,, গজেন্দ্রনাথ ভুঞা, ছোট নলগেড্যা।

সহকারী কার্য্যকরী-সম্পাদক—

শ্রীযুক্ত ধ্রুবচরণ মাইতি, গড়বর্ত্তানা।
,, ঝড়েশ্বর বেরা, ইচ্ছাবাড়ী।
,, নীলকণ্ঠ দাস, নিমকবাড়।

পৃষ্ঠপোষক সভ্য—

শ্রীযুক্ত বাবু দিগম্বর দাস অধিকারী, আসদা জমিদার।
,, ফকিরদাস ধাওয়া জমিদার, বালিঘাই বাজার,
,, নেত্রমোহন দে নায়েব, ছত্রিগড়।
,, ,, বৈকুণ্ঠনাথ দাস, জমিদার ঘাটুয়া।
শ্রীযু বাবু অক্ষয়নারায়ণ পাল, হেডমাষ্টার বালিঘাই বাজার।

শ্রীযুক্ত বাবু উমাচরণ পণ্ডা গোস্বামী, ছত্রাই।
,, ,, জয়নারায়ণ পণ্ডা গোস্বামী, পলাসি।
,, ,, জগন্নাথ দাস জমিদার বারঙ্গা।
,, ,, পঞ্চানন কর, ডুব্‌দা।
,, মোহন্ত মৃত্যুঞ্জয় দাস অধিকারী, মহেশপুর।
,, চৌধুরী প্যারীমোহন দাস, জমিদার পাঁচরোল।
,, বাবু দীনবন্ধু রায় প্রভৃতি।

সাধারণ সভ্য—

সর্বশ্রী রঘুনাথ গারু। শীতলপ্রসাদ বর। মধুসূদন বর।
,, রুদ্রনারায়ণ দাস অধিকারী গোস্বামী, উদ্ধবপুর।
,, রাধাচরণ দাস অধিকারী, এরেন্দা।
,, লালমোহন দাস কবি, গোকুলপুর।
,, কার্ত্তিকচন্দ্র দাস, সাত শতমাল।
,, মধুসূদন দাস, জাহালদা।
,, নীলমণি গোস্বামী, হানামাণ্ডী।
,, শশীভূষণ দেব অধিকারী, কিশোরপুর।
,, কুঞ্জবিহারী দেব গোস্বামী, শ্রীপাট পাটপুর।
,, চন্দ্রমোহন দাসাধিকারী।
,, মদনমোহন দাস, তাজপুর।
,, বালকৃষ্ণ দাস গোস্বামী, ষড়রঙ্গ।
,, চৌধুরী বৈকুণ্ঠনাথ দাস অধিকারী জমিদার-ষড়রঙ্গ।
,, জনার্দ্দন প্রসাদ গিরি, তালুকদার।

সর্ব্বশ্রী হৃষীকেশচন্দ্র গিরি, তালুকদার ঐলান।

,, কৈলাসচন্দ্র দাস পণ্ডিত। লক্ষ্মীনারায়ণ মাইতি।

,, পদ্মলোচন পট্টনায়ক, সাং মোহনপুর।

,, রূপনারায়ণ মাইতি ডাক্তার।

,, শিবনারায়ণ মাইতি তালুকদার।

,, শ্রীনাথচন্দ্র দাস জমিদার।

,, উদয়নারায়ণ দাস সেকেণ্ড মাষ্টার, এগরা বাজার।

,, ভাগবতচন্দ্র মাইতি, খাটুয়া।

,, মহেন্দ্রনাথ পট্টনায়ক। ক্ষেত্রমোহন ভূঞ্যা। তারাপ্রসাদ পট্টনায়ক। প্রাণকৃষ্ণ কোঙর। পরমেশ্বর বাগ। গিরিশ্চন্দ্র সামন্ত। রামবল্লভ রাউল।

,, ব্রজকিশোর পট্টনায়ক, দাঃ বালিঘাই বাজার।

,, দ্বারকানাথ মাইতি, জমিদার খাগছা।

,, তারাপ্রসাদ দাস মহাপাত্র, জমিদার বর্ত্তনাগড়।

,, উমাচরণ গিরি চকদার, গুমগড়। শ্রীনাথচন্দ্র চণ্ড, সাউরী।

,, কৃষ্ণপ্রসাদ জানা, কুলটীকরী। দীনবন্ধু দাসাধিকারী মাপসিয়া।

,, বৃন্দাবনচন্দ্র দাস, রামপুর। প্রভৃতি।

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম্মের বিশুদ্ধি সংরক্ষণেচ্ছু ভগবদ্ভক্তমাত্রেই এই সভার সাধারণ সভ্য। সুতরাং সাধারণ সভ্য বহুসংখ্যক। অপ্রয়োজন ও বাহুল্য বোধে অধিক লিখিত হইল না।

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মসংরক্ষণী সভার

প্রথম অধিবেশনের

কার্য্য-বিবরণ।

শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪২৫

১৮৩৩ শক, ১৯৬৮ সংবৎ ১৯১১ খৃষ্টাব্দ
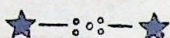
অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতু মুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দর-দ্যুতিকদম্ব-সন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥

কলিপাবনাবতার শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের কৃপাদৃষ্টিতে ও তদীয় ভক্তগণের পূর্ণানুগ্রহে গত ২২শে ভাদ্র (সন ১৩১৮ সাল—৮।৯। ১৯১১ খৃঃ) শুক্রবার শ্রীভাগবত পূর্ণিমা হইতে ২৪শে ভাদ্র (১০।৯ ১৯১১) রবিবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয় ব্যাপিয়া এই সভার প্রথম বার্ষিক বিরাট অধিবেশন মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। কার্য্যকরী সমিতির সম্পাদকগণের অদম্য উৎসাহ ও কার্য্যদক্ষতাগুণে সভার অনুষ্ঠান সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল। সভায় বহুতর বৈষ্ণবাচার্য্য পণ্ডিত ও সম্ভ্রান্ত ভদ্র মহাদয়গণকে আমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। এই সভার সংবাদ প্রায় দুইমাস পূর্ব্ব হইতে বিঘোষিত হওয়ায় শত সহস্র

লোকের বিশেষতঃ ভক্তবৃন্দের পরমোৎকণ্ঠা বৃদ্ধি করিয়াছিল, সকলেই নির্দিষ্ট দিনের অপেক্ষা করিতেছিলেন। নির্দিষ্ট দিনে বহু দূরদেশ হইতে বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবং বহু গণ্যমান্য ভদ্রলোক শুভাগমন করিয়া সভার শোভাবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে শ্রীমন্মাধ্বগৌড়েশ্বরাচার্য্য পরম পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত মধুসূদন গোস্বামী সার্ব্বভৌম মহোদয় কৃপা করিয়া শুভাগমন করেন। শ্রীধাম নবদ্বীপ মায়াপুর হইতে পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত বিমলাপ্রসাদ সিদ্ধান্ত সরস্বতী (৩৮ বর্ষীয়) মহাশয় ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোপীনাথ দাস মহাশয়, বাঁকুড়া—দামোদরবাটী নিবাসী বৈষ্ণব-দার্শনিক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামানন্দ ভাগবতভূষণ মহাশয় জেলা হুগলী—এলাটী হইতে "শ্রীবৈষ্ণবসঙ্গিনী বা ভক্তিপ্রভা" পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত মধুসূদন দাস অধিকারী মহাশয়, মেদিনীপুর—সাউরী নিবাসী ভাগবতবর শ্রীযুক্ত সীতানাথ দাস মহাপাত্র ভক্তিতীর্থ ও শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ রায় ভক্তিভূষণ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য ও বৈষ্ণব পণ্ডিতগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক সভায় যোগদান করেন। তদ্ভিন্ন যে সকল ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও সম্ভ্রান্তব্যক্তি কৃপাপূর্ব্বক সভায় শুভাগমন করিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত ও কৃতার্থ করিয়াছিলেন তন্মধ্যে কয়েকজনের নাম নিম্নে বিবৃত করা হইল।

শ্রীযুক্ত বাবু চৌধুরী প্রসন্নকুমার কর মহাপাত্র, জমিদার, এগরা
    "   " রমানাথ রায় ডাক্তার জমিদার গড়বৈঁচা।
    "   " ত্রৈলোক্যনাথ কর মহাপাত্র, আলমগিরি।

শ্রীযুক্ত বাবু উমাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় ডাক্তার, এগরা বাজার।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর চূড়ামণি।

পণ্ডিত প্রসন্ন কুমার বেদান্তরত্ন।

" বিশ্বনাথ মিশ্র, আলমগিরি।

" দ্বারকানাথ রায় জমিদার, মাধবপুর।

শ্রীযুক্ত কাশীনাথ মিশ্র, মুস্তফাপুর।

" গণেশচন্দ্র পাণ্ডা, মণিনাথপুর।

" সীতানাথ পাণ্ডা, সাউরী।

" শঙ্করনারায়ণ পাণ্ডা, বেলদা।

" উপেন্দ্রনাথ নন্দ, গোস্বামী।

" রুদ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, ঘাটুয়া।

" অম্বিকাচরণ ত্রিপাঠি, পাঁচরোল।

" শ্রীধরচন্দ্র নন্দ, গোস্বামী।

" গোবর্দ্ধনচন্দ্র মিশ্র, হেড পণ্ডিত এরেন্দা।

" গোবিন্দরাম ভট্টাচার্য্য।

" রুদ্রনারায়ণ সংপতি।

" ধ্রুবচরণ আচার্য্য, খেজুরদা।

" চন্দ্রকিশোর চক্রবর্ত্তী।

" ব্রজেন্দ্রনাথ রায়, বাসুদেবপুর।

" শ্রীনাথচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, বৈতাবাজার।

" রামবল্লভ ভট্টাচার্য্য।

" জয়নারায়ণ দীক্ষিত, জোড়থান।

সর্বশ্রী কৈলাসচন্দ্র পঞ্চাধ্যায়ী, রাজগাঁ।
,, নবীনচন্দ্র পাণ্ডা, কবিরাজ।
,, গঙ্গানারায়ণ মিশ্র, নায়েব, গড়হরিপুর।
প্রভৃতি বহু সংখ্যক ব্রাহ্মণ মহোদয়।

সর্বশ্রী দিগম্বরদাস অধিকারী, জমিদার, আসদা।
,, চৌধুরী প্যারীমোহন দাস জমিদার, পাঁচরোল।
,, গোপীনাথ দাস জমিদার, গড়হরিপুর।
,, জগন্নাথ দাস জমিদার, বারসা।
,, যজ্ঞেশ্বর দাস, কুঁদতেড়ী।
,, রাজীবলোচন দাস অধিকারী, এরেন্দা।
,, দীনবন্ধু দাস অধিকারী, মাপসিয়া।
,, কৃষ্ণপ্রসাদ দাস অধিকারী, ঘাটুয়া।
,, বৃন্দাবন দাস, রামপুর। ,, ভাগবতচন্দ্র দাস।
,, ধ্রুবচরণ দাস, বরিদা।
,, নৃসিংহচরণ দাস অধিকারী, গোকুলপুর।
,, নবকিশোর দাস, লস্করপুর।
,, ঘনশ্যাম দাস, ছোট নলগেড়্যা।
,, মোহন্ত মৃত্যুঞ্জয় দাস অধিকারী, মহেশপুর।
,, মদনমোহন দাস। ,, বৈদ্যনাথ দাস।
,, গঙ্গাধর দাস, তাজপুর।

ইত্যাদি বহু সংখ্যক বৈষ্ণব ও ভদ্রমহোদয়। প্রথমখণ্ডে দ্রষ্টব্য।

২২শে ভাদ্র, শুক্রবার দিবা ৪ টার সময় সভারম্ভ হয়। শ্রীশ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন দ্বারা সভার উদ্বোধন কার্য্য সম্পন্ন হইলে পর শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গঙ্গাধর চূড়ামণি সভাচার্য্য মহাশয়ের প্রস্তাবে শ্রীযুক্ত সীতানাথ ভক্তিতীর্থ মহাশয়ের অনুমোদনে শ্রীযুক্ত মধুসূদন গোস্বামী প্রভুপাদকে সভাপতি মনোনীত করা হয়। কিন্তু শ্রীগোস্বামীপাদ স্বীয় স্বভাবসুলভ উদারতা ও হরিভজনোচিত বিনয় নম্রতার বশবর্ত্তী হইয়া স্থায়ী সভাপতি মহাশয়কেই সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। তদীয় আদেশ-অনুসারে সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীপাট গোপীবল্লভ পুরের বৈষ্ণবাচার্যবর্য শ্রীল বিশ্বম্ভরানন্দ দেব গোস্বামী প্রভু সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সভার সূচনাতে সভাপতি মহাশয় 'পূর্ব্বপক্ষ-নিরসন' বর্ণিত সিদ্ধান্ত সমূহ সংক্ষেপে উল্লেখ করেন। সাধারণের অবগতির নিমিত্ত নিম্নে উদ্ধৃত হইল—১) গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত গৃহস্থভক্তগণ গুরুলক্ষণযুক্ত ব্রাহ্মণকেই গুরু করিবেন, স্বদেশে বা বিদেশে ব্রাহ্মণ গুরুর অভাব হইলে নিজ নিজ বর্ণপ্রধান ব্যক্তিকে গুরু করিবেন, ব্রাহ্মণ বিদ্যমানে শূদ্রকুলোৎপন্ন বৈষ্ণবগুরু হইতে পারেন না। ২) যিনি ব্রাহ্মণজাতীয় গুরু বিদ্যমান থাকিতে তাহাকে গ্রহণ না করিয়া অন্য জাতীয় বৈষ্ণব গুরুর উপাসনা করিবেন, তিনি নিষিদ্ধ-কর্ম-করণ জন্য পতিত হইবেন এবং সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত জন্য ১৮০টী প্রাজাপত্য ব্রতানুষ্ঠান, তদশক্ত পক্ষে ৪৮০ কাহন কড়ি দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, ইত্যাদি। প্রথমখণ্ড "পূর্বপক্ষ-মীমাংসা" গ্রন্থে বিস্তৃত আছে দ্রষ্টব্য।

উত্তরপক্ষ মীমাংসা

শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরের গৌরব-রবি
প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য মহর্ষি প্রভুপাদ পরমপূজ্যচরণ
অষ্টোত্তরশত ১০৮ শ্রীশ্রী বিশ্বম্ভরানন্দ দেব গোস্বামিকৃত

মঙ্গলাচরণম্

যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা
য আত্মান্তর্যামিপুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ॥

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্ব-সন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥

ভবভয়মপহন্তুং জ্ঞানবিজ্ঞানসারং
নিগমকৃদুপজহ্রে ভৃঙ্গবদ্‌বেদসারম্।
অমৃতমুদধিতশ্চাপায়য়দ্‌ভৃত্যবর্গান্
পুরুষমৃষভমাদ্যং কৃষ্ণসংজ্ঞং নতোঽস্মি॥

—•—

সভাপতি মহোদয়ের ভাষণ

মহোদয়গণ !

শ্রীবিষ্ণুর, শ্রীবিষ্ণু-ভক্তির এবং শ্রীবিষ্ণু-ভক্তের অবজ্ঞা শ্রবণ করিয়া প্রাণ বিদীর্ণ হইতেছে ; দুর্দ্দৈবদোষে বর্ত্তমান কালে ইহাই শ্রবণ করিতে হইল। যেকালে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সমাসময়িক পরম পণ্ডিত পরম ভাগবতগণ বিদ্যমান ছিলেন, সেই কালেই শ্রীনরোত্তম ঠাকুর গোস্বামী প্রভু এবং শ্রীশ্যামানন্দ দেব গোস্বামী প্রভু পরমাচার্য্য পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, সেকালে কেহ তাঁহাদের অবজ্ঞা করেন নাই। বর্ত্তমান তাঁহারা নিষিদ্ধ কর্ম্মকারীর মধ্যে পরিগণিত হইলেন। তদ্‌বংশীয় ব্যক্তিগণের কথা আর বলিতে কি আছে ?

যে সকল ব্যক্তি, বর্ণ কাহাকে বলে, আশ্রম কাহাকে বলে, ব্রাহ্মণ কাহাকে বলে, ক্ষত্রিয় কাহাকে বলে, বৈশ্য কাহাকে বলে, শূদ্র কাহাকে বলে ইত্যাদির কিছুই খবর রাখে না, তাহারা যে এ সকল নাম ধরিয়া চীৎকার আরম্ভ করে, ইহাই আশ্চর্য্য। সে যাহা হউক, হুঙ্কারকারীদের সিদ্ধান্ত বিষয়ে কিঞ্চিত বর্ণিত হইতেছে। যেরূপ ব্যাপার উপস্থিত, পূর্ব্বোক্ত **'আস্তিক্য দর্শন'** এবং **'বেদার্থতত্ত্বদীপিকা'** এই গ্রন্থদ্বয়ের প্রাকট্য ভিন্ন কোন ফল লাভ দেখিতেছি না। কিন্তু তাহা বহুকালসাপেক্ষ, বর্ত্তমান কেবল স্বল্পাক্ষরে আভাসমাত্র উল্লেখ করিতেছি।

(আস্তিক্য দর্শনাদি গ্রন্থসমূহ অধুনা প্রকাশিত)।

বর্ণাশ্রমধর্ম্ম এবং **শ্রীভাগবতধর্ম্ম** এ দুই ধর্মকে লক্ষ্য করিয়াই বাদানুবাদ চলিতেছে।

বর্ণাশ্রমধর্ম্ম—শুক্ল, রক্ত, কৃষ্ণ এই সকলকে বর্ণ বলা হয়। তৎসাম্য হেতু সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই গুণত্রয়কেও বর্ণ বলা হইয়া থাকে। তত্তদ্‌গুণবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের ভেদকেই বর্ণভেদ বলা হয়। "সত্ত্বং শুক্লং রজো রক্তং তমঃ কৃষ্ণমিত্যোচ্যতে।" শান্তি প্রভৃতি গুণদ্বারা সত্ত্বগুণযুক্ত ব্যক্তির, তেজঃপ্রভৃতি সত্ত্বরজোগুণযুক্ত ব্যক্তির, কাম প্রভৃতি গুণদ্বারা রজোগুণযুক্ত ব্যক্তির, শোক প্রভৃতি গুণদ্বারা রজস্তমগুণযুক্ত ব্যক্তির, ক্রোধপ্রভৃতি গুণদ্বারা তমোগুণযুক্ত ব্যক্তির নির্ণয় হইয়া থাকে। বিশেষ লক্ষণদ্বারাই এই সমস্ত গুণের পরীক্ষা করা হয়। উক্তরূপ গুণকর্ম্ম দ্বারাই চাতুর্বর্ণের সৃষ্টি এবং ব্যবহার হইয়া থাকে। এই বিষয় আরও ব্যক্তরূপে লিখিত হইতেছে। (ভাঃ ১১।২৫।২—৪)

মনুষ্য মাত্রের কর্ত্তব্য কর্ম ত্রিবিধ—ইহলোকে ও পরলোকে মঙ্গলসাধন জন্য ধর্মানুষ্ঠান, সমাজরক্ষা এবং দেহরক্ষা ইতি। স্ত্রী-পুত্রাদির রক্ষা দেহরক্ষার অন্তর্ভূত। এই ত্রিবিধ কর্ম্মানুরোধে অগ্রে মনুষ্য সমাজকে অর্থাৎ বেদানুগত সমাজকে যজ্ঞ-যুক্ত এবং যজ্ঞ বিবর্জ্জিত ভেদে ভাগদ্বয়ে বিভক্ত করা হয়। শ্রীগুরুর অনুগ্রহ-রূপ দ্বিতীয় জন্মলাভ হেতু যজ্ঞযুক্ত ব্যক্তিগণকে 'দ্বিজ' বলা হয়। যজ্ঞ-রহিত ব্যক্তিগণকে 'এক জাতি' বলা হয়। দ্বিজাতি মধ্যে যে সকল ব্যক্তি, জ্ঞানোপার্জ্জন বিষয়ে উৎসাহী হন, তাঁহারা যজ্ঞে মুখ্যাধিকারী হইয়া জ্ঞানবান হন। তাঁহারাই সমাজের জ্ঞাপক হইয়া থাকেন। সেই জ্ঞান দ্বারাই তাহারা দেহ রক্ষা করেন জ্ঞানের নামান্তর ব্রহ্ম, ব্রহ্মজীবী হেতু তাঁহারা "ব্রাহ্মণ" নামে খ্যাত

হন। দ্বিজাতির মধ্যে যে সকল ব্যক্তি, বলোপার্জ্জনোৎসাহী হন, তাঁহারা ব্রাহ্মণরক্ষণোপযুক্ত বল লাভের উদ্দেশ্যে মধ্যম ভাবে যাজ্ঞিক হন। অন্য বেদানুগত ব্যক্তিরও রক্ষক হন।

সেই রক্ষকতা দ্বারাই তাঁহারা জীবন রক্ষা করেন, রক্ষার নামান্তর ক্ষত্র, ক্ষত্রজীবী হেতু তাঁহারা 'ক্ষত্রিয়' নামে খ্যাত হন। দ্বিজাতি মধ্যে যাঁহারা ধনোপার্জ্জনোৎসাহী তাঁহারা ব্রাহ্মণাদি পোষণযোগ্য ধন লাভের উদ্দেশ্যে কনিষ্ঠ ভাবে যাজ্ঞিক হন। তৎপ্রভাবে ধনবান্ হইয়াও তত্তৎপোষক হন। সেই ধন বিনিময় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন, বিনিময়ের নামান্তর বিট্; "বিশা জীবতীতি বৈশ্যঃ"

যাঁহারা যজ্ঞোৎসাহবিহীন যজ্ঞবর্জ্জিত, তাঁহারা উক্ত যাজ্ঞিক-ত্রয়ের সেবক হন। দ্বিজাতি সেবাই তাঁহাদের ধর্ম্ম এবং বৃত্তি হয়, সেবার নামান্তর শুক্; "শুচা জীবতীতি শূদ্রঃ"।

অতএব যাঁহারা সত্ত্বগুণ প্রধান হেতু শান্তি প্রধান মুখ্য যাজ্ঞিক জ্ঞানবান জ্ঞাপক এবং ব্রহ্মজীবী হন, সেই সকল ব্যক্তিকে **ব্রাহ্মণ** বলা হয়। যাঁহারা সত্ত্ব রজঃ প্রধান হেতু তেজোযুক্ত মধ্যম যাজ্ঞিক বলবান্ রক্ষক এবং ক্ষত্রজীবী হন, সেই সকল ব্যক্তিকে **ক্ষত্রিয়** বলা হয়। যাঁহারা রজঃ প্রধান হেতু বিষয়কাম কনিষ্ঠ যাজ্ঞিক ধনবান্ পোষক এবং বিড়্জীবী সেই সকল ব্যক্তিকে **বৈশ্য** বলা হয়। যাঁহারা রজঃস্তম প্রধান হেতু সেবাপরায়ণ নিরুৎসাহী যজ্ঞবিবর্জ্জিত জ্ঞান-বল-ধন হীন সেবক এবং সেবাজীবী হন, সেই সকল ব্যক্তিকে **শূদ্র** বলা হয়।

যাহারা তমঃ প্রধান হেতু উক্ত প্রকার হইয়া নিকৃষ্ট সেবাজীবী হন, সেই সকল ব্যক্তি **অন্ত্যজ** চণ্ডালাদি নাম ধারণ করেন, এবং ক্রোধগুণ প্রধান হন। যাঁহারা অত্যন্ত তমোগুণ যুক্ত হন, তাঁহারা ম্লেচ্ছ নাস্তিক বা ধর্ম্মধ্বজী হইয়া থাকেন। ইহাদের হৃদয় মধ্যে ক্রোধ সহিত লোভ অতিশয় প্রবল হইয়া থাকে।

স্ত্রীগণ পতিনিরতা এবং তদীয় সেবাপরা হেতু প্রায় পতির স্বভাবাচার-পক্ষপাতিনী হইয়া থাকেন, এ হেতু তাঁহারা পতি সদৃশী হন।

দ্বিজাতিদিগের যজ্ঞবিধি জ্ঞানের প্রয়োজন হয়, সেই যজ্ঞ-বিধি জ্ঞানকে অধ্যয়ন বলা হয়। যজ্ঞের অভাবে এবং যজ্ঞের পূর্ণতা মানসে, মুখ্য যাজ্ঞিকগণকে অর্থ প্রদান করা হয়, তাহা 'দান' নামে প্রসিদ্ধ। অতএব দ্বিজ সকলের যজ্ঞ, অধ্যয়ন, দান, এই ত্রিবিধ কর্ম হয়।

শূদ্রের যজ্ঞাভাব হেতু, অধ্যয়নে প্রয়োজন হয় না, যাজ্ঞিক সেবাই ধর্ম্ম হইয়া থাকে।

পরমেশ্বরের তুষ্টিকর ব্যাপারকে যজ্ঞ বলা হয়। তাহা বহু প্রকার হইয়া থাকে। শ্রীগুরুদেব সমীপে, যজ্ঞের উপদেশ গ্রহণকে উপনয়ন বা দীক্ষা বলা হয়। ইহাই মুখ্য সংস্কাররূপ হয়। ইহার দ্বারাই দ্বিজত্ব লাভ হইয়া থাকে।

স্মার্ত্ত পঞ্চ মহাযজ্ঞ এবং বৈদিক অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ সকলকে 'কর্ম্ম-যজ্ঞ' বলা হয়। কর্ম্ম যজ্ঞে নানা নামরূপে বিশ্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনা হয়।

প্রকৃতি-পুরুষবিবেকরূপ 'সাংখ্যযজ্ঞে' মহাপুরুষাখ্য **বিশ্বসাক্ষী** পরমেশ্বরের উপাসনা হয়। অষ্টাঙ্গরূপ 'যোগ যজ্ঞে' পরমাত্মক সংজ্ঞক **বিশ্বপ্রেরক** পরমেশ্বরের উপাসনা হয়। মাহাত্ম্যানুভবরূপ জ্ঞান-যজ্ঞে বিশ্ব সৃষ্টি পালন সংহারকারী পরমেশ্বরের উপাসনা হয়। তদীয়ত্ব হেতু সর্ব্বত্র তদ্দর্শনরূপ বিজ্ঞান-যজ্ঞে পরব্রহ্মাখ্য সর্ব্বমূল শ্রীভগবানের উপাসনা হয়। শ্রদ্ধা বিশ্বাসময় ভক্তি-যজ্ঞে শ্রীভক্তবৎসল শ্রীভগবানের শ্রীবিগ্রহের উপাসনা হইয়া থাকে। এই সকল যজ্ঞ উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ হন এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব যজ্ঞের ফলস্বরূপ হইয়া থাকেন।

বৈরাগ্য-বিহীন ও শ্রীভগদ্ভক্ত্যঙ্গে শ্রদ্ধাবিশ্বাসবিহীন দেহাত্ম-বাদী সকলের সম্বন্ধে কর্ম্মযজ্ঞই শ্রেয়স্কর হন। বৈরাগ্য-যুক্ত ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে সাংখ্য-যোগ-জ্ঞান-বিজ্ঞান-যজ্ঞ ফলপ্রদ হন। শ্রীভগবদ্ভক্ত্যঙ্গে শ্রদ্ধাবিশ্বাসযুক্ত ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে শ্রীভগবদ্ভক্তিরূপ মহাযজ্ঞ শ্রেয়ঃ প্রদান করিয়া থাকেন। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সম্বন্ধে অন্যান্য বিষয় বলা হইতেছে।

যে প্রকার স্বভাব-ভেদে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয় হন, সেই প্রকার বাসনা-ভেদে ইহাদের **আশ্রম** চতুষ্টয় হইয়া থাকে। দ্বিজাতিগণ অধ্যয়ন-কাম হইয়া উপনয়নের পর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে গমন করেন। পরে বিষয়ভোগকাম হইলে গৃহস্থ হন। বৈরাগ্য কাম হইলে 'বাণপ্রস্থ' হন। নিষ্কাম হইলে ব্রাহ্মণ 'যতি' হইয়া থাকেন। ব্রাহ্মণের আশ্রম চতুষ্টয়ে, ক্ষত্রিয়ের আশ্রমত্রয়ে, বৈশ্যের আশ্রম-দ্বয়ে অধিকার; শূদ্রের সম্পূর্ণভাবে একমাত্র গৃহাশ্রমে অধিকার

হইয়া থাকে। উক্ত প্রকারে স্বভাব-বাসনা ভেদে বর্ণাশ্রম ভেদ হইয়া থাকে। তথাচ গীতায়াং শ্রীভগবদ্বাক্যং "চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ" ইতি।

ভাগবতে—"মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহঃ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্॥" ১১।৫।২

টীকা—পুরুষস্য বৈরাজস্য বেদানুগত মনুষ্য সমষ্ট্যভিমানিনঃ। ইত্যর্থঃ।

ব্রহ্মক্ষত্রিয়বিট্‌ শূদ্রামুখবাহূরুপাদজঃ। বৈরাজাৎ পুরুষাজ্জাতা য আত্মাচার লক্ষণাঃ। আত্মনো য আচারা মন্বাদি শাস্ত্র প্রতিপাদিতা স্তএব লক্ষণং জ্ঞাপকং যেষাং।" ইত্যাদি। (১০ ৭৫।২৫)

শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, আমি গুণকর্ম্ম বিভাগ দ্বারা চতুর্ব্বর্ণ ভাবের সৃষ্টি করিয়াছি, এ স্থলে 'আমি' বেদাদি শাস্ত্ররূপে-এইরূপ অর্থ স্বীকার করিতে হইবে।

শ্রীভাগবতীয় প্রথম শ্লোকের অর্থ। বৈরাজ পুরুষের মুখ, বাহু, উরু এবং পাদ হইতে সত্ত্বাদিগুণ সকল দ্বারা পৃথক্ পৃথক্‌রূপে আশ্রম সকল সহিত ক্রমে বিপ্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই বর্ণ সকল জাত হইলেন। বেদানুগত মনুষ্য সমষ্ট্যভিমানী পরমেশ্বর স্বরূপকে এস্থলে বৈরাজ-পুরুষ বলা হইয়াছে। মন্বাদি শাস্ত্রে এই স্বরূপকেই প্রজাপতি বলা হইয়াছে।

বিপ্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শূদ্র ক্রমে বৈদিক সমাজের জ্ঞাপক, রক্ষক, পোষক এবং সেবক হইয়া থাকেন। জ্ঞাপন, মুখের কার্য্য, অতএব জ্ঞাপকগণ, সমাজ পুরুষের মুখস্থানীয় হন, পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে

মুখজাতও হন। রক্ষণ বাহুর কার্য্য, অতএব রক্ষকগণ সমাজ পুরুষের বাহুস্থানীয় হন, পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে বাহুজাতও হন। উরু বলেই পোষণ হয়, এহেতু পোষণ উরুর কার্য্য। অতএব পোষকগণ সমাজ পুরুষের উরু স্থানীয় হন, পুত্র পৌত্রাদিক্রমে উরুজাতও হন। সেবকগণ নিকৃষ্ট হেতু সমাজ পুরুষের পাদ-স্থানীয় হন। পুত্র পৌত্রাদিক্রমে পাদজাতও হইয়া থাকেন। অন্যান্য কারণ, আস্তিক্য-দর্শনে লিখিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় শ্লোকের অর্থ। বৈরাজ পুরুষ হইতে জাত হইয়াছেন যে বিপ্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র, ইহারাই বিরাট্ পুরুষের মুখ, বাহু, উরু, পাদজাত হন, পূর্ব্ববৎ অর্থ। প্রশ্ন হইতে পারে, বিপ্র প্রভৃতিকে জানিবার উপায় কি? সেজন্য বলিতেছেন—

মন্বাদি ধর্ম্ম শাস্ত্রে বিপ্রের যে সকল আচার লিখিত হইয়াছে, সেই সকল আচার যে ব্যক্তির দেখিতে পাইবেন, সেই ব্যক্তিই বিপ্র, এইরূপে জানিবেন এই প্রকার মন্বাদি শাস্ত্রোক্ত ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যের এবং শূদ্রের আচার যে ব্যক্তিতে দেখিবে, আচার অনুসারে সেই ব্যক্তিকে সেই বর্ণরূপে জানিবে।

এস্থলে আরও সংশয় এই যে, কর্ম্ম-যজ্ঞাধিকার লাভের জন্য গর্ভাধানাদি দশবিধ সংস্কার হইয়া থাকে। শুক্রশোণিত সংযোগের পূর্ব্বে গর্ভাধান, গর্ভাবস্থায় অন্য সংস্কারদ্বয়, (পুংসবন এবং সীমন্তোন্নয়ন) জন্মমাত্র জাতকর্ম, অতি শৈশবে নামকরণ, বহির্নিষ্ক্রামণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, কর্ণবেধ, গর্ভাষ্টমেঽব্দে ব্রাহ্মণের উপনয়ন হয়। তদনন্তর ব্রাহ্মণকে বর্ণোচিত অধ্যয়ন

যজনাদি কার্য্যে নিযুক্ত করা হয়। গর্ভজাত বালক কিরূপ স্বভাবাচারযুক্ত হইতে পারে তাহা জানা যায় না। সুতরাং কি প্রকারে বর্ণোচিত সংস্কার করা যায়, কি প্রকারে বা বর্ণোচিত কার্য্যে নিযুক্ত করা যায়? পশুপক্ষী প্রভৃতি পিতৃ মাতৃ স্বভাবাচার অনুসারে স্বভাবাচারযুক্ত হয়। এই দৃষ্টান্তে এস্থলেও পিতৃ-মাতৃ স্বভাবাচার অনুসারে স্বভাবাচার হইতে পারে, এই অনুভবে পিতার এবং মাতার পরীক্ষানন্তর গর্ভাধানাদি দশ সংস্কার করা হয় এবং বর্ণোচিত অধিকারে নিযুক্ত করা হইয়া থাকে। ইহাকেই জাতি-ভেদ বলা হয়।

সঙ্গ, সংসর্গ, (একত্র আহারাদি) নিজের কর্ম্ম, সেবা, উপদেশ, মহদপরাধ, মহদনুগ্রহ এই সকলদ্বারা পিতৃ-মাতৃ-স্বভাবা-চারের বৈলক্ষণ্য হইয়া থাকে। অতএব জন্মানুসারে বর্ণোচিত কর্ত্তব্য কর্ম্মে নিযুক্ত, পরে যদি সেই ব্যক্তির অন্য বর্ণোচিত কার্য্য-নিষ্ঠতা দেখা যায়, তবে সেই ব্যক্তিকে পিতৃ-মাতৃ-প্রাপ্ত বর্ণ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া নিজ স্বভাবাচারানুগত বর্ণে নিযুক্ত করা হয়। যথা শ্রীভাগবতে সপ্তম স্কন্ধে একাদশাধ্যায় শেষে শ্রীযুধিষ্ঠির প্রতি শ্রীনারদ-বাক্য (৩৫)

"যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকং।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দিশেৎ॥"

যে পুরুষের বর্ণজ্ঞাপক যে লক্ষণ বলা হইয়াছে, সেই লক্ষণ যদি অন্য ব্যক্তিতে দেখা যায়, তবে সেই ব্যক্তিকে যে বর্ণের লক্ষণ দেখিবে সেই বর্ণে নিযুক্ত করিবে।

স্ত্রীগণের পতিপরতার অভাবে পিতৃ-মাতৃ-স্বভাব বিসদৃশ হইলে সঙ্করোৎপত্তি হয়। সঙ্করেও কর্ম্ম প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে।

উক্ত প্রকারে স্বভাবাচারানুসারে শাস্ত্রে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অতএব বর্ত্তমান সমাজে প্রচলিত যে বর্ণাশ্রম ভেদ তাহা প্রকৃত বর্ণাশ্রম ভেদ নয়, তাহা চর্ম্মাসন ভেদ মাত্র। ইহাকে নাট্যও বলিতে পারা যায় না; যে হেতু নাট্যে যথাবৎ অনুকরণ হইয়া থাকে। ইহা কেবল·· ······ স্বার্থ-সাধন জন্য তামাসা মাত্র।

কোন কোন ব্যক্তি বলিয়া থাকেন, 'প্রজাপতির মুখ হইতে যাঁহারা বাহির হইয়াছেন, তাঁহারাই ব্রাহ্মণ। যাঁহারা বাহু হইতে বাহির হইয়াছেন, তাঁহারা ক্ষত্রিয়। যাঁহারা উরু হইতে বাহির হইয়াছেন, তাঁহারা বৈশ্য। যাঁহারা পাদ হইতে বাহির হইয়াছেন, তাঁহারা শূদ্র। ইহারা যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন। কিন্তু নাম তাহাই থাকিবে' ইতি।

তাহা হইলে জাতি যায় কেন? এই সকল ব্যক্তিকে জানিব বা কি প্রকারে? জাল কি হইতে পারে না? সূর্য্যবংশে সোম-বংশে বহু ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণ হইলেন কি প্রকারে? বৈশ্য শূদ্রবংশ শাস্ত্রে বর্ণিত হয় নাই, তাহা হইলে আরও রহস্য বাহির হইয়া পড়িত। সে যাহা হউক, বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ সে বিষয়ে বিচার করিবেন। অতঃপর **শ্রীভাগবতাদি ধর্ম্ম** লিখিত হইতেছেন।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, বৈরাগ্যবর্জ্জিত এবং শ্রীভগবদ্ভক্ত্যঙ্গে শ্রদ্ধা-বিশ্বাসরহিত দেহাত্মবাদী সকলের ত্রিগুণানুগত স্বভাব ও

বাসনানুসারে বর্ণাশ্রম ভেদ হইয়া থাকে। বিষয়-বাসনাই দেহান্তঃকরণাদিতে আত্মজ্ঞানের পরিচয়প্রদ হয়। বিষয় বাসনা-ত্যাগকে **বৈরাগ্য** বলা হয়। শ্রীভগবৎ-কথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গানুষ্ঠানে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা দ্বারাও **বিষয়-স্নেহ** ত্যাগ লক্ষিত হয়। অতএব যে কাল পর্য্যন্ত বৈরাগ্যের অথবা ভগবৎ-কথা-শ্রবণাদিতে প্রগাঢ় শ্রদ্ধার আবির্ভাব না হয়, সেই কাল পর্য্যন্ত বর্ণাশ্রম ভেদে এবং তদনুগত ধর্ম্মে অধিকার হইয়া থাকে; বৈরাগ্যের বা ভগবৎ কথা-শ্রবণাদিতে শ্রদ্ধার উদয় হইলে পরে আর তত্তদ্ ভেদ এবং তত্তদ্ধর্ম্মাধিকার থাকে না। তথাচ শ্রীভগবদ্ বাক্যং একাদশ স্কন্ধে (২০।৯)—

"তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্বিদ্যেত যাবতা।
মৎ কথা শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥"

"কর্ম্মাণি বর্ণাশ্রম ধর্ম্মান্"—বৈরাগ্যের এবং ভগবৎ-কথাদি শ্রদ্ধার কোমলতা থাকা পর্য্যন্ত কিঞ্চিৎ কর্ম্মাধিকার হয়, বৈরাগ্যের এবং উক্ত ভক্তিতে শ্রদ্ধার গাঢ়তা হইলে বর্ণাশ্রম ত্যাগেও দোষ হয় না।

তথাচ শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী বাক্যম্ (হঃভঃবিঃ ১১।৭—১১)

"শ্রীকৃষ্ণভক্ত্যাসক্ত্যা তু সন্ধ্যোপাস্ত্যাদিকং তু যৎ।
পতেদ্ যদি ন পাতিত্যদোষাশঙ্কা কথঞ্চন॥
মৃদু-শ্রদ্ধস্য ভক্তস্য প্রৌঢ়তামনপেয়ুষঃ।
কিঞ্চিৎ কর্ম্মাধিকারত্বাৎ কর্ম্মাস্ত্যেতৎ প্রপঞ্চিতম্॥
প্রৌঢ় শ্রদ্ধস্য ভক্তস্য কর্ম্মস্বনধিকারতঃ।
পাতিত্যং ন ভবেদেব লেখনীয়ং তদগ্রতঃ॥"

এই সকল প্রমাণ বাক্যে বিষয় স্বীকার ও বিষয় ত্যাগের কোন উল্লেখ না থাকা হেতু স্বীকৃত বিষয় ব্যক্তিগণও উক্ত প্রকার বিরক্ত বা শ্রদ্ধাযুক্ত হইলে, অবশ্য শ্রৌত-স্মার্ত্ত-কর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারেন।

"সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্ব পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥" গী১৮।৬৬
তস্মাত্ত্ব মুদ্ধবোৎসৃজ্য চোদনাং প্রতিচোদনাং।
প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ শ্রোতব্যং শ্রুতমেবচ॥
মামেকমেব শরণ মাত্মানং সর্ব্বদেহিনাং।
যাহি সর্ব্বাত্মভাবেন ময়াস্যাং হ্যকুতোভয়ঃ। ভা ১১।১২।১৪

ইত্যাদি ভগবদ্ বাক্যেও **বিষয়-ত্যাগের** নিত্যতা দেখা যায় না। ইত্যাদি।

যে সকল ব্যক্তি বিরক্ত হন তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত **সাংখ্যযোগ জ্ঞান-বিজ্ঞানরূপ** যজ্ঞে অধিকারী হন। বিরক্ত হইলে, স্ত্রী-শূদ্রগণও এই সকল যজ্ঞে অধিকারী হন। শ্রীগুরুদেবের অনুগ্রহে প্রণবরূপ মহামন্ত্র লাভ হেতু, ইহাদের দ্বিতীয় জন্ম লাভ হয়। অতএব গুণাতীত হেতু সকলেই পরব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণরূপে স্বীকৃত হন। তত্ত্বোপদেশ লাভকেও উপনয়ন বা দীক্ষা বলা হয়। তদ্দ্বারাও দ্বিজত্ব হইয়া থাকে। দেহান্তঃকরণাদি ব্যাপার জনিত ভেদ ইহাদের সম্বন্ধে গ্রাহ্য হয় না। যেহেতু দেহান্তঃকরণাদি ব্যাপার দ্বারা লিপ্ত হন না। গীতার চতুর্দ্দশাধ্যায় দ্রষ্টব্য। যে সকল ব্যক্তি শ্রীভগবৎ-কথাদি-শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে প্রৌঢ়

শ্রদ্ধাযুক্ত হন, তাঁহারা শ্রীভগবদ্ভক্ত্যঙ্গানুষ্ঠানরূপ মহাযজ্ঞে অধিকারী হন। পূর্ব্ববৎ স্ত্রী শূদ্রগণও এই মহাযজ্ঞ প্রভাবে ব্রাহ্মণরূপে স্বীকৃত হন। অন্যান্য মাহাত্ম্যেরও প্রাকট্য হইয়া থাকে।

শব্দব্রহ্মনিষ্ঠ পরব্রহ্মনিষ্ঠভেদে ব্রাহ্মণ দ্বিবিধ হন। নির্গুণ ব্রহ্মনিষ্ঠ, লক্ষণ ব্রহ্মনিষ্ঠ ভেদে পরব্রহ্মনিষ্ঠও দ্বিবিধ হইয়া থাকেন। শ্রীভগবদ্ভক্ত্যঙ্গে শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তিগণ অর্চ্চনমার্গ এবং শরণাপত্তি মার্গ-ভেদে দ্বিবিধ হন। শ্রীভগবৎ-শরণাগত ব্যক্তিগণ, শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে শ্রীভগবন্নামাত্মক মন্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক ইচ্ছানুসারে কায়মনোবাক্য দ্বারা তদেকাশ্রিত হন। অর্চ্চন-মার্গাবলম্বী সকল শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে যথাবিধি শাস্ত্রোক্ত মন্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক শাস্ত্রানুসারে তদর্চ্চনাদি পরায়ণ হইয়া থাকেন।

উক্ত প্রকারে উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ সকলের অনুরোধে পূর্ব্বোক্ত জ্ঞাপক, রক্ষক, পোষক এবং সেবক সকল নানাবিধ হইয়া থাকেন। অর্থাৎ যে ব্যক্তি যে প্রকার যজ্ঞে উত্তমাধিকারী হন এবং যে প্রকার যজ্ঞ-তত্ত্বজ্ঞ হন, সেই ব্যক্তি সেই যজ্ঞ বিষয়ক জ্ঞাপক হইয়া থাকেন। ইহা যথাযুক্তরূপে জ্ঞাতব্য। কিন্তু এইসকল ভেদ দ্বারা কর্ম্মমার্গাবলম্বী ভিন্ন অন্য সকলের ভেদ স্বীকৃত হয় না। তথাপি অধস্তনের ইচ্ছায় ভেদ ব্যবহার হয়। উক্ত সিদ্ধান্ত দ্বারা সুবিজ্ঞ ব্যক্তিগণ কোন্ ব্যক্তি প্রকৃত শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, কোন্ ব্যক্তি কিরূপ বিষয়ের অধিকারী, তৎসমুদয় অবশ্য জানিতে পারিবেন।

তথাপি হুঙ্কারকারীদের তর্ক সকল বিচার্য্য হইতেছে। গুরুযোগ্য ব্রাহ্মণ থাকিতে অন্য বর্ণ গুরু কর্ত্তব্য নয়, ইহাই

শাস্ত্রসম্মত সিদ্ধান্ত হইতেছে। এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। কিন্তু দেখা উচিত ব্রাহ্মণ কাহাকে বলা হয়? তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে –

যে ব্যক্তি প্রাকৃত দেহাভিমানরহিত শ্রীভগবৎ-সেবকরূপ অপ্রাকৃত দেহস্থ অর্থাৎ তদভিমানী, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মনিরপেক্ষ, বিশুদ্ধ হরিভক্তি-পরায়ণ, সেই ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণরূপেই স্বীকৃত হইয়া আসিতেছেন। ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিকেই ব্রাহ্মণ বলা হয়, ইহাই সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত সিদ্ধান্ত।

জননেন্দ্রিয়েও কোন তারতম্য নাই, অস্থি চর্ম্মাদিতেও কোন তারতম্য নাই। একাল পর্য্যন্ত বর্ণাশ্রমাচারত্যাগী বিশুদ্ধ হরিভক্তই গুরুপদে নিযুক্ত হইয়া আসিতেছেন। ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রাভিমানী ব্যক্তিগণ কোন স্থানেই গুরুপদে নিযুক্ত হন নাই। শ্রীভগবত্তত্ত্বজ্ঞ বিশুদ্ধ শ্রীহরিভক্তই, ব্রাহ্মণরূপে স্বীকৃত হইয়া পূর্ব্বাচার্য্যগণ কর্ত্তৃক গুরুপদে নিযুক্ত হইয়াছেন। নিজ দেহবলে কোন ব্যক্তিই মন্ত্রদাতা গুরু হন নাই।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর, অদ্বৈত প্রভুর, শ্রীগদাধর পণ্ডিত প্রভুর, শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত প্রভুর এবং অন্যান্য আচার্য্যগণের পরিবার মধ্যে অর্থাৎ শিষ্যানুশিষ্যরূপ সম্প্রদায় মধ্যে ব্রাহ্মণবংশজাত গুরু, শত ভাগেরও এক ভাগ নয়। আর সকলেই ব্রাহ্মণের বংশজাত না হইয়াও বিশুদ্ধ হরিভক্ত হেতু, মূলাচার্য্যগণ কর্ত্তৃক মন্ত্রপ্রদান কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা কি শাস্ত্রবিধি দেখেন নাই, শিষ্যবৃদ্ধি লোলুপগণ এরূপ মনে করেন? বর্ত্তমান সমাজের

পুরীতে-ষড়ভুজ শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর নৃত্য

"দর্শনকারী ০:::০ মহারাজ গজপতি প্রতাপরুদ্র"

শ্রীচৈতন্যাত্মা শ্রীশ্রীরসিকানন্দ মুরারি প্রভু প্রণত গজরাজকে মন্ত্রদান করিতেছেন।

সুপ্রাচীন চিত্র—শ্রীশ্রীবিশ্বম্ভরানন্দ দেবগোস্বামী প্রভুর গ্রন্থাগার হইতে প্রাপ্ত। শ্রীপাট গোপীবল্লভপুর।
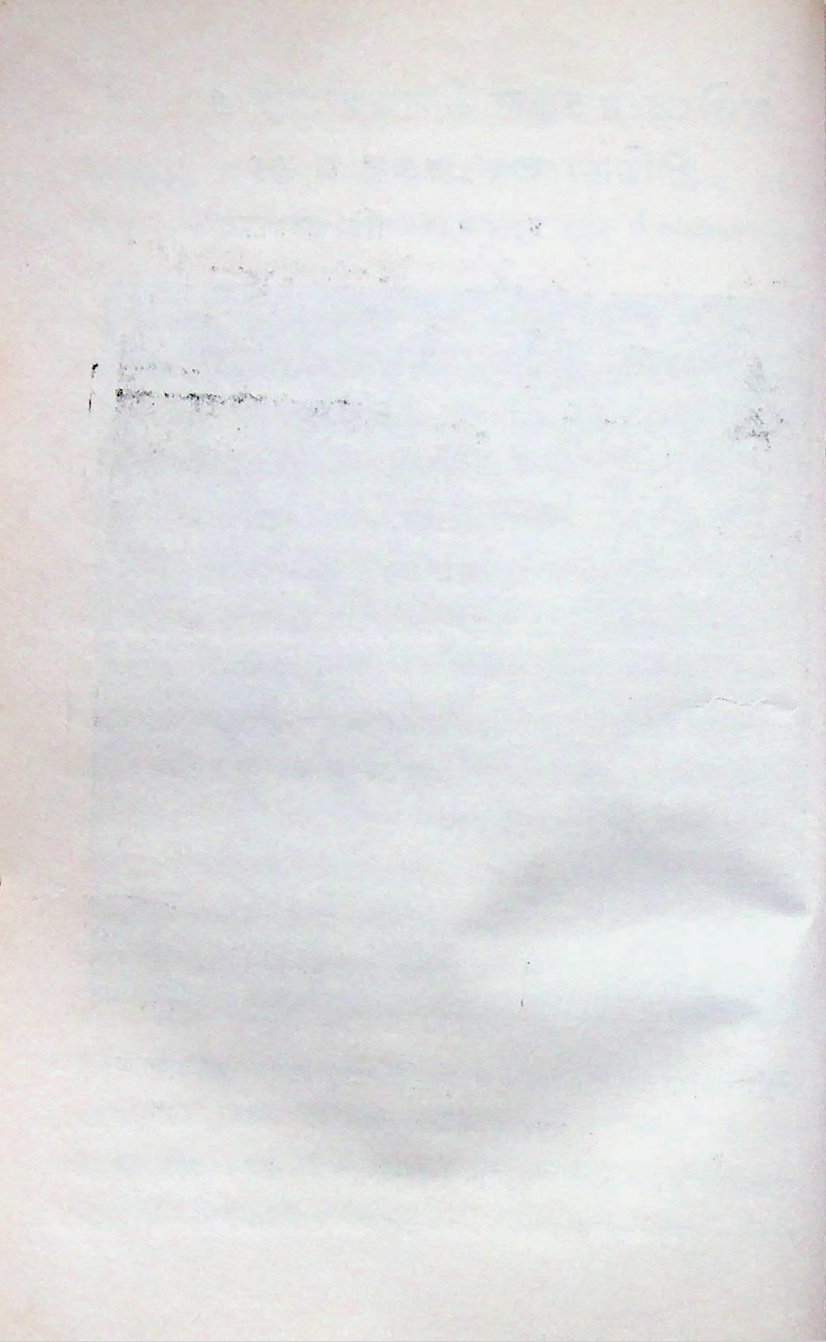
ধূর্ত্তগণ, তাঁহাদের বিশুদ্ধ হরিভক্তত্ব ধ্বংসের জন্য বহু চেষ্টা করিতে-ছেন, তাহাদের মনে করা উচিত যে, রক্ষক শ্রীভগবান্ আছেন।

শ্রীনরোত্তম ঠাকুর গোস্বামীপ্রভু, শ্রীশ্যামানন্দ-দেবগোস্বামী প্রভু, ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপরবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সত্য। কিন্তু শ্রীভগবত্তত্ত্বজ্ঞ এবং সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং বিশুদ্ধ হরিভক্তিপরায়ণ হওয়ায় শ্রীব্রজমণ্ডল মধ্যে স্বয়ং শ্রীভগবান্ ব্রজেন্দ্র-নন্দন স্বপ্নে এই দুই প্রভুকে পরমাচার্য্য হইয়া সর্বজনের উদ্ধার করিতে আদেশ করেন। নিজের উদার স্বভাবতা হেতু এই দুই প্রভু, আপনাকে অযোগ্য মনে করিয়া উক্ত কার্য্যে প্রবৃত্ত হন না। পরে এই দুই প্রভুকে উক্ত কার্য্যোদ্দেশে গৌড়োৎকলাদি দেশে প্রেরণ করিতে শ্রীজীবগোস্বামীর প্রতি শ্রীভগবানের আদেশ হয়। শ্রীজীব প্রভুর আদেশেই উক্ত দুই প্রভু, পরমাচার্য্যের পদ স্বীকার করেন। তাঁহারা মহা পাপও করেন নাই, তাঁহারা মুক্ত হেতু রক্ষাও পান নাই।

ইহা ঐতিহ্য প্রমাণে ও প্রাচীন গ্রন্থ প্রমাণে পরম সত্য হইলেও, শিষ্যবৃদ্ধি লোলুপ অর্থপিশাচগণের অবিশ্বাস যোগ্য হইতে পারে। সেইজন্য লিখিত হইতেছে, শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তি মহাশয়, শ্রীনরোত্তমঠাকুর গোস্বামী প্রভুর অনুশিষ্য ছিলেন। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয়, শ্রীশ্যামানন্দ দেব গোস্বামীপ্রভুর অনুশিষ্যের অনুশিষ্যের শিষ্য ছিলেন। এই দুই সুবিখ্যাত পণ্ডিত প্রবরকে কে না জানে? আধুনিক সকল পণ্ডিতগণই, এই দুই মহাশয়কে গুরুরূপে স্বীকার করিয়া থাকেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর এবং

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর এবং অন্য গোস্বামীপ্রভুর বংশমধ্যে বা পরিবার মধ্যে এরূপ সুবিখ্যাত ভক্তিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত একাল পর্য্যন্ত হন নাই। ইহা দ্বারাও কি নরাধমগণ, শ্রীনরোত্তমপ্রভুর এবং শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর মাহাত্ম্য অনুভব করিতে পারিতেছেন না। যে দুই প্রভুকে নরাধমগণ, শূদ্রাপবাদে হেয় মনে করেন, সেই দুইয়ের অনুশিষ্য হইয়াও উক্ত মহাশয়দ্বয় জগদ্‌গুরু স্থানীয় হইলেন। অন্য সুপ্রসিদ্ধ বংশ মধ্যে এবং পরিবার মধ্যে তাহা সম্ভব হইল না। ইহা দেখিয়াও কি নরাধমগণের পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে বিশ্বাস হইতেছে না?

শ্রীভগবত্তত্ত্বজ্ঞানই পূজ্যত্বের কারণ হইতেছে অন্য জননেন্দ্রিয় বা অস্থিচর্ম্মাদি কদাচ পূজ্যত্বের কারণ হইতে পারে না। নরাধমগণ, জননেন্দ্রিয়েরও পূজা করিতে পারেন, অস্থিচর্ম্মাদিরও পূজা করিতে পারেন, কিন্তু নরপূজ্যগণ শ্রীভগবত্তত্ত্বজ্ঞানের এবং শ্রীহরিভক্তিরই পূজা করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি শ্রীভগবত্তত্ত্বজ্ঞ, শ্রীভগবদ্ভক্তিপরায়ণ শ্রীভগবদেকাশ্রিত এবং শ্রীভগবদ্ভক্তিজীবী হন, তিনিই সর্ব্বতোধিক শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ। যেহেতু প্রধান যাজ্ঞিক, জ্ঞানবান্, জ্ঞাপক এবং জ্ঞানজীবীকেই ব্রাহ্মণ বলা হয়। অতএব, অব্রাহ্মণ গুরু হন নাই এবং ব্রাহ্মণ গুরুর বিদ্যমানে ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রাভিমানীও গুরু হন নাই। কিন্তু সামাজিক মালিন্যদোষে সকলের ধর্ম্মে দোষ প্রবেশ করিয়াছে এবং বৈষ্ণব-সমাজেও দোষ প্রবেশ করিয়াছে। সে দোষের মূল, বর্ণাশ্রম সমাজ। যথাযুক্ত বৈষ্ণব-সমাজ-সংস্কারে কোন ব্যক্তিরই আপত্তি হইতে পারে না।

পূর্বে পরীক্ষা দ্বারাই গুরুশিষ্য ভাব নির্ণয় করা হইত, শ্রীবৈষ্ণব-সম্প্রদায় চতুষ্টয়ের সুশাসনে গুরুশিষ্য লক্ষণ বংশগত হওয়ায় গুরুশিষ্য ভাবও বংশগত হইয়াছে। বর্ত্তমানে যদি কোন দোষ ঘটিয়া থাকে, তবে আচার্য্যগণ সভা করিয়া তৎসংস্কার করিতে পারেন।

পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তানুসারে সপরিকর শ্রীভগবদারাধন মহোৎসবাদিতেও বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ শ্রীভগবত্তত্ত্বজ্ঞ, শ্রীভগবদেকাশ্রিত, শ্রীভগবদ্ভক্তিজীবী ব্যক্তি শ্রীবিগ্রহ শালগ্রাম পূজাদিতে এবং তৎসমীপে অন্নভোগ প্রদানে শ্রেষ্ঠাধিকারী হন। তদভাবে কর্ম্ম-যজ্ঞ মিশ্রিত শ্রীভগবত্তত্ত্বজ্ঞ শ্রীভগবদ্ভক্তও তত্তদধিকারী হইয়া থাকেন। জ্ঞাপক-সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তি ব্যতিরেকে অন্যের দ্বারা পূজাদি কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে না। নিজে পূজাদি কার্য্য-নির্ব্বাহ, রক্ষক-পোষক-সেবক সম্প্রদায়ভুক্ত শ্রীভগবদ্ভক্তও করিতে পারেন। কিন্তু সদাচারানুসারে মহোৎসবাদিতে রক্ষক-পোষক-সেবক সম্প্রদায়ভুক্ত শ্রীভগবদ্ভক্তগণ, স্বয়ং শ্রীভগবৎ পূজাদি না করিয়া জ্ঞাপক-সম্প্রদায়ভুক্ত শ্রীভগবদ্ভক্ত দ্বারাই তাহা করাইয়া থাকেন।

বর্ণাশ্রমধর্ম্মমিশ্র শ্রীভগবদ্ভক্তগণ, শ্রীভগবৎ-প্রসাদান্ন দ্বারা শ্রাদ্ধাদি করিয়া থাকেন। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ শ্রীভগবদ্ভক্তগণ স্বীকৃত-বিষয় হইলেও, অর্থাৎ গৃহস্থবৎ থাকিলেও, শ্রৌত-স্মার্ত্ত ধর্ম্ম ত্যাগী হেতু শ্রাদ্ধাদি কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া থাকেন। যাঁহারা শ্রাদ্ধাদি করেন না, তাহারা মৃতদেহকে দাহও করেন, ইচ্ছানুসারে মৃতদেহকে মৃত্তিকামধ্যগতও করিয়া থাকেন। যেহেতু ইহারা শ্রৌত-স্মার্ত্তবিধি বাধিত নয়।

বর্ত্তমান সময়ে বৈষ্ণব-সমাজের দোষ বিচারে সকলেই পারদর্শী,, অন্যের বা নিজের দোষ একেবারেই ধর্ত্তব্য নয়। রাজপুত্র বানর বধ করিলে এক সহস্র মুদ্রা ব্যয়ের ব্যবস্থা, নিজের পুত্র বানর বধ করিলে, "মাকড় মারিলে ধোকড় হইল"।

বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মনিরপেক্ষ শূদ্রবংশজাত শ্রীভগবদ্ভক্তের কথা দূরে থাকুক, পূর্ব্বোক্ত শূদ্রাচারযুক্ত শ্রীভগবদ্ভক্তও দীক্ষিত এবং পূজা-বিধিজ্ঞ হইলে, শ্রীহরিভক্তিবিলাসোক্ত ব্যবস্থানুসারে শ্রীবিগ্রহ শালগ্রামাদি পূজা অবশ্য করিতে পারেন। শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর ইচ্ছানুসারেই শ্রীশ্রীমহাপ্রভু তাঁহাকে শ্রীগোবর্দ্ধনশিলা সমর্পণ করিয়াছিলেন কোন স্বার্থপর ব্যক্তির কর্ণে বলিয়া যান নাই যে, শূদ্র হেতু ইহাকে আমি গোবর্দ্ধন শিলা সমর্পণ করিলাম।

কুক্কুর মাংস পাক করিয়া যে ব্যক্তি ভক্ষণ করে, সে ব্যক্তি তাহা ত্যাগ না করিয়াও যদি শ্রীভগবানের নাম শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ ও তৎপ্রণামাদি পরায়ণ হন, তবে তিনি বিপ্রের সমুদয় কার্য্যের অধিকারী এবং তদ্বৎপূজ্য হন, সবনোপলক্ষণে ইহাই বিজ্ঞাপিত হইল॥ তথাচ শ্রীভাগবতে—(৩।৩৩ ৬-৭)

"যন্নামধেয় শ্রবণানুকীর্ত্তনাদ্ যৎ প্রহ্বনাদ্
যৎস্মরণাদপি ক্বচিৎ।
শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে, কুতঃ পুনস্তে
ভগবন্নু দর্শনাৎ। ইতি—

তবে এরূপ ব্যক্তির সবনাদিতে প্রবৃত্তি দেখা যায় না কেন?

প্রয়োজন নাই। সিদ্ধের সাধনে প্রয়োজন কি? সবনাদি সকল ধর্ম্ম, উক্ত প্রকার ভক্তিরই অন্তর্ভূত হইয়া থাকেন, এই অভিপ্রায়ে উত্তর শ্লোক প্রকট করিতেছেন। (সবন—সোমযাগ)

"অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্, যজ্জিহ্বাগ্রে
বর্ত্ততে নাম তুভ্যং।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা, ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃহ্ণন্তি যে তে॥

অতি আনন্দে অতি আশ্চর্য্যে বলিতেছেন, উক্ত রূপ শ্বপচ, সবনকারী হইতে অতি শ্রেষ্ঠ; তবে সবনে প্রবৃত্ত হইবেন কেন? যার জিহ্বাগ্রে তোমার নাম বর্ত্তমান হয়, (প্রাধান্যে এইমাত্র বলা হইল, অথবা ইহা উপলক্ষণ) যে সকল ব্যক্তি আপনার নাম-কীর্ত্তন করেন তাঁহারাই তপস্বী, তীর্থস্নানপর, যজ্ঞকারী ব্রাহ্মণাদির গুরু এবং পূজ্য, নিরন্তর সর্ব্ব বেদ অধ্যয়নকারী, তবে আর সবনে প্রয়োজন কি? ধূর্ত্তগণের ধূর্ত্ততানিরসন জন্য শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু অন্য পথে গমন করিয়াছেন।

উক্ত সিদ্ধান্ত দ্বারা হুঙ্কারকারিদের সকল তর্কের বিচার করা হইয়াছে। সুবিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বিচার করিয়া দেখিবেন। ব্রাহ্মণ সম্মানে কোন ব্যক্তির আপত্তি নাই। কিন্তু কে ব্রাহ্মণ, তাহা দেখা উচিত। যেন ব্রাহ্মণ সম্মানোদ্দেশে ·········· সম্মান না হয়। পত্র অতি বড় হইল।

আপনারা উক্ত সিদ্ধান্তের মর্ম্মানুসারে সভার কার্য্য পরিচালনা করিবেন। ইতি—

শ্রীবৈষ্ণবসেবাপর—শ্রীবিশ্বম্ভরানন্দ দেব গোস্বামী
বঙ্গাব্দ ১৩১৮ আষাঢ়।

(২)

মহোদয়গণ !

বেদ ও বেদানুগত শাস্ত্রসকলের সিদ্ধান্ত এইরূপ—

পরব্রহ্ম পরমাত্মা শ্রীভগবান্ অনন্ত কোটি শক্তি সমাশ্রয় হইলেও স্বসত্তানুভব পরমানন্দ পরিপূর্ণ হেতু তত্তৎশক্তি প্রাকট্যে নিরপেক্ষ ইহাই তাঁহার **পরব্রহ্মত্ব**

এরূপ হইলেও ভক্তবাৎসল্যগুণে স্বকীয় তটস্থ শক্তিস্থানীয় ভক্ত জীব সকলের প্রেমসেবা গ্রহণপূর্ব্বক তদনুগ্রহ বিধানে অতি ব্যগ্র হইয়া থাকেন। অতএব সচ্চিদানন্দস্বরূপ ঘন-বৈচিত্র্যা-অকানন্দ-প্রকাশ সুবিরাজিত বৈকুণ্ঠধামে অনন্ত ভক্তগণের নিজনিজ ভাবানুগত সেবা গ্রহণ করিয়া থাকেন, ইহাই তাঁহার **"ভগবত্তা"**। স্ববহির্ম্মুখবিষয়াসক্ত জীবগণের শাসনোদ্দেশে বহিরঙ্গামায়াশক্তিদ্বারা অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি পালন সংহার করিয়া থাকেন, ইহাই তাঁহার **"পরমাত্মত্ব"**।

শক্তিতত্ত্ব—যে শক্তি দ্বারা নানামূর্ত্তি প্রাকট্য বিহার স্থান বৈকুণ্ঠধামের আবির্ভাব হয়, সেই শক্তিকে **চিৎশক্তি** বলা হয়।

যে শক্তিদ্বারা ব্রহ্মাণ্ড সকল মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, সেই শক্তিকে **লীলাশক্তি** বলা হয়। সৃষ্টি-পালন-সংহার বিষয়ে নির্দিষ্ট সময়কে **কালশক্তি** বলা হয়। যে শক্তিদ্বারা মূল প্রকৃতি অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডরূপে এবং ব্রহ্মাণ্ড সকল মূল-প্রকৃতিরূপে পরিণত হন, সেই শক্তিকে **পরিণমন শক্তি** বলা হয়। যে শক্তিদ্বারা ব্রহ্মাণ্ড সকল যথাস্থানে অবস্থান করেন সেই

—শক্তি-তত্ত্ব—

শক্তি-তত্ত্ব (চিত্র সংখ্যা ২)
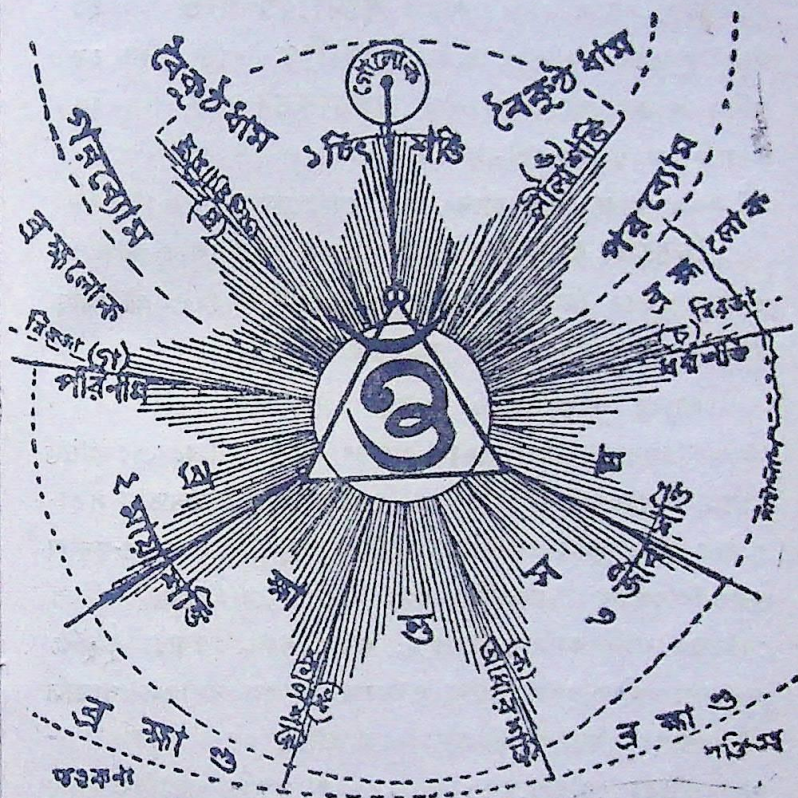
শক্তিকে **আধারশক্তি** বলা হয়। জীবগত প্রীতি-বৈরাগ্য বিবেক-যোগ প্রভৃতি ভাবকে **ধর্ম্মশক্তি** বলা হয়। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড প্রচারিত বেদাদি শাস্ত্রকে **আদেশ-শক্তি** বলা হয়।

জীব সকলে শক্তি সঞ্চারকে **শক্ত্যাবেশনশক্তি** বলা হয়। জীব সকলের শক্তিপ্রেরণকে **অন্তর্যামিত্ব** শক্তি বলা হয়। অখিল শক্তির আশ্রয়ত্বানুভবকে **স্বসত্তানুভব** শক্তি বলা হয়। ইত্যাদি অনন্তশক্তি শ্রীভগবানে নিত্যস্ববিরাজিত হইয়া থাকেন। এই সকল শক্তি শ্রীভগবানের অপ্রাকৃতচিত্তের ব্যাপার মাত্র হন।

চিত্তভেদ বা মনস্তত্ত্ব—জীব সকলের চিত্তরূপশক্তি অপ্রাকৃত ও প্রাকৃতভেদে দ্বিবিধ হন। যে চিত্তমধ্যে শ্রীভগবানের প্রীতিমাত্র প্রকটিত হন, সেই চিত্তকে অপ্রাকৃত বলা হয়।

জীবের প্রাকৃতচিত্তও নিবৃত্ত প্রবৃত্তভেদে দ্বিবিধ হয়। নিবৃত্ত চিত্তদ্বারা ব্রহ্মসাযুজ্যের অনুভব হয়। জীবের প্রবৃত্তচিত্ত বিশুদ্ধ অশুদ্ধভেদে দ্বিবিধ হয়। বিশুদ্ধচিত্তদ্বারা মহর্জনতপঃ সত্য-সংজ্ঞক লোকচতুষ্টয় লাভ হয়। জীবের অশুদ্ধচিত্তও সবল-দুর্ব্বল ভেদে দ্বিবিধ হয়। সবলচিত্ত দ্বারা মনোময় দেহে মনোময় বিষয় ভোগরূপ স্বর্গনরকাদি ভোগ হয়; অর্থাৎ সবল চিত্তদ্বারা ভূর্ভুবঃ স্বঃ এবং অতলবিতল সুতল তলাতল মহাতল রসাতল পাতাল এই দশবিধ লোক প্রাপ্তি এবং নরক প্রাপ্তি হয়। দুর্ব্বলচিত্ত-দ্বারা জীবের সৌরবিশ্বে ভৌতিক দেহ ধারণপূর্ব্ব ভৌতিক বিষয় ভোগ হইয়া থাকে।

বিশ্বতত্ত্ব—দৃশ্য ধ্যেয় জ্ঞেয় ভেদে বিশ্ব ত্রিবিধ হন। সৌর-

বিশ্বকে সৌরজগৎকে 'দৃশ্যবিশ্ব' বলা হয়। সূর্য্য এবং তদাকর্ষণে যে সকল জ্যোতিষ্ক পরিভ্রমণ করিতেছেন তাহাকে সৌর বিশ্ব বলা হয়। আমাদের অধিষ্ঠানভূতা পৃথিবীও জ্যোতিষ্কবিশেষ হন। সৌরবিশ্বও অনন্ত কোটি সংখ্যক হয়। পুরাণ বর্ণিত অনন্ত-কোটি ব্রহ্মাণ্ডকে 'ধ্যেয়বিশ্ব' বলা হয়, যেহেতু তাহা আমাদের নেত্রগোচর হয় না। অনন্ত কোটি ভেদবৎ প্রতীত অপরিচ্ছিন্ন শ্রীবৈকুণ্ঠধামকে 'জ্ঞেয়-বিশ্ব' বলা হয়। যেহেতু তাহা অস্তিজ্ঞান-মাত্রাত্মক হইয়া থাকে।

সংসার গতি—প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে পূর্ব্বোক্ত চতুর্দ্দশ লোক বিদ্যমান থাকেন। যে সকল জীব, বিষয়াকৃষ্ট হইয়া শ্রীভগবৎ-প্রীতি বিহীন হন, তাহাদের বিবেক বৈরাগ্য যোগবলও হ্রাস হইয়া যায়। তাহারা বাসনা ও কর্ম্ম-তারতম্যে স্বর্গ নরক ভোগ এবং দেব, মনুষ্য, তির্য্যক্ স্থাবরাদি নানাদেহ পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন, ইহাকেই জীবের **'সংসার'** বলা হয়।

"সাধনপথ"—সংসারী জীব সকল, বহু সৎকর্ম্মফলে মনুষ্য দেহলাভ পূর্ব্বক শ্রীভগবদ্ভক্ত সঙ্গলাভ করিলে, শ্রীভগবানে প্রীতি লাভ করেন। বিবেক, বৈরাগ্য এবং যোগ, ভৃত্যবৎ তদনুসরণ করিয়া থাকেন। শ্রীভগবৎ প্রীতিযুক্ত জীব সকল অনায়াসে শ্রীভগবৎ পাদপদ্ম-সমীপে গমন করেন। সংসার-ভয় তাহাদের নিকটেও গমন করতে পারে না।

শ্রীভগবদ্ভক্তসঙ্গাভাবে, বিবেক, বৈরাগ্য এবং যোগও আসুরভাবপ্রদ হইয়া থাকেন। শ্রীভগবদ্বহির্মুখ জীবগণ, বিবেক-

বৈরাগ্য-যোগযুক্ত হইলেও হিরণ্যকশিপু প্রভৃতিবৎ লোক-সংহারক হইয়া থাকেন। কদাচ শান্তি লাভ করিতে পারেন না, কদাচ তাহাদের মঙ্গল হয় না।

শ্রীভগবদ্ভক্তদ্বেষীসকল কদাচ শ্রীভগবদ্ভক্তি লাভ করিতে পারেন না, কেবল তাহারা দাম্ভিক মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকেন। অতএব শ্রীরসামৃতসিন্ধুগ্রন্থে শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুপাদ বলিয়াছেন— "ভাবোঽপ্যভাবতাং যাতি হরি-প্রেষ্ঠাপরাধতঃ" ইতি।

প্রীতি বা প্রেমভক্তি—সংসার দুঃখগ্রস্ত জীব সকলের পক্ষেই শ্রীভগবানে প্রীতিই তন্নিবারণের পরমোপায়স্বরূপ হন। অতএব শ্রীভগবানে প্রীতি-ধারণই সর্ব্বতোঽধিক মুখ্য শ্রীভগবদুপাসনা হইয়া থাকে। সেই শ্রীভগবৎ-প্রীতি, প্রথমাবস্থাতে ভাব নাম ধারণ করেন। ক্রমে উন্নতাবস্থা লাভ করিয়া প্রেম, স্নেহ, রাগ, অনুরাগ, মহাভাব নাম ধারণ করেন। রসভেদে উন্নতির তারতম্য হইয়া থাকে। উক্ত প্রেম, রস-বিশেষে প্রণয়ে এবং মানত্বেও পরিণত হন। এই শ্রীভগবৎ প্রীতি, স্থায়ীভাব নাম ধারণ করেন, এই স্থায়ীভাব বিভাবানুভাব-সঞ্চারীভাবযোগে 'রস' নাম ধারণ করিয়া থাকেন। শ্রীভগবন্নাম রূপ গুণ লীলাদির শ্রবণ কীর্ত্তন এবং স্মরণ, শ্রীভগবানের পরিচর্য্যা, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য এবং তাঁহাতে আত্মনিবেদন, তৎশরণাপত্তি, তদ্ভক্ত-সঙ্গ তদুপদেষ্টার সেবা ইত্যাদি সকল, শ্রীভগবৎ-প্রীতির আবির্ভাব বিষয়ে পরম মুখ্য সাধন হইয়া থাকেন। শ্রীভগবানের দর্শন সেবন বিষয়ে অনবচ্ছিন্নরূপা যে প্রগাঢ় লালসা, তাহাকেই

শ্রীভগবৎ-প্রীতি বলা হয়। এই শ্রীভগবৎ-প্রীতিই জীবের পরম পুরুষার্থ হইয়া থাকে।

বিবেক—যে সকল জীব, শ্রীভগবদ্ভক্তগণের অবজ্ঞা দোষে অতিশয় বিষয়াকৃষ্ট-চিত্ত হইয়া থাকেন, তাহাদের ভাগ্যে শ্রীভগবৎ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সাধন ভক্ত্যঙ্গ সকল, অতি দুর্ল্লভ হইয়া থাকেন। অতএব তাহাদের মঙ্গলের জন্য **বিবেক-বৈরাগ্য** এবং **যোগের** প্রয়োজন হয়। সাংখ্য, জ্ঞান, বিজ্ঞান ভেদে বিবেক ত্রিবিধ হয়।

সাংখ্যযোগ—শ্রীভগবানের গুণাতীত স্বরূপের সহিত তন্মায়াশক্তির ভেদ বিচারকে সাংখ্য বলা হয়। ইহাকে প্রকৃতি পুরুষ-বিবেকও বলা হয়। এই বিবেককালে শ্রীভগবানের সাক্ষিত্ব মাত্র গুণের গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাকে মহাপুরুষ বলা হয়।

শ্রীভগবান্ সর্ব্বসাক্ষী, জীব—দেহ মাত্র সাক্ষী, এই সাক্ষিত্ব মাত্রাংশে সাদৃশ্য গ্রহণপূর্ব্বক এই সাংখ্যমার্গে জীবকেও পুরুষ বলা হয়। প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই ত্রিবিধ গুণ হয়। এই গুণত্রয় সমভাবে থাকিলে, বিশ্বের প্রলয় হয়। রজোগুণের আধিক্য হইলে বিশ্বের সৃষ্টি হয়। সত্ত্ব গুণের আধিক্য হইলে, বিশ্ব প্রতিপালিত হয়। তমোগুণের আধিক্য হইলে, বিশ্বের সংহার হয়। সৃষ্টিকালে, প্রকৃতি গ্রাহক এবং গ্রাহ্য ভেদে দ্বিবিধা হয়। গ্রাহকের নাম ইন্দ্রিয়, গ্রাহ্যের নাম বিষয়। অন্তরেন্দ্রিয় বহিরেন্দ্রিয় ভেদে, ইন্দ্রিয় দ্বিবিধ হয়। চিত্ত, অহংকার বুদ্ধি, মনঃ এই ভেদে অন্তঃকরণ চতুর্ব্বিধ হয়। জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্ম্মেন্দ্রিয় ভেদে বহিরিন্দ্রিয় দ্বিবিধ। শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষুঃ, জিহ্বা, ঘ্রাণ ভেদে জ্ঞানেন্দ্রিয়

পঞ্চবিধ। বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ ভেদে কর্ম্মেন্দ্রিয়ও পঞ্চবিধ। স্থূল সূক্ষ্ম ভেদে বিষয় দ্বিবিধ হয়। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ ভেদে সূক্ষ্ম বিষয় পঞ্চবিধ। আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী ভেদে স্থূল বিষয়ও পঞ্চবিধ। সূক্ষ্ম বিষয়কে তন্মাত্রা বলা হয়। স্থূল বিষয়কে মহাভূত বলা হয়। মূল প্রকৃতিকেও পরমাত্মার অন্তঃকরণরূপে স্বীকার করা হয়। উক্ত প্রকারে, পঞ্চ অন্তঃকরণ, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ তন্মাত্রা, পঞ্চ মহাভূত ভেদে প্রকৃতির ভেদ, পঞ্চবিংশতি প্রকার হয়। পরমাত্মা, জীবাত্মা ভেদে পুরুষ দ্বিবিধ হন। প্রকৃতি পঞ্চবিংশতি ভেদ দ্বারা অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময় এই পঞ্চকোশ, এবং স্থূল, সূক্ষ্ম কারণ এই দেহত্রয় হইয়া থাকে। তাহাতে জীবাত্মা এবং পরমাত্মা অবস্থান করিয়া থাকেন। পৃথিবী, জল এবং অগ্নি দ্বারা অন্নময়, বায়ু আকাশ পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা প্রাণময়, মনোবুদ্ধি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা মনোময়, চিত্ত এবং অহঙ্কার দ্বারা বিজ্ঞানময়, মূল প্রকৃতি দ্বারা আনন্দময় কোষ হইয়া থাকে। অন্নময়, প্রাণময় কোষ দ্বারা স্থূল দেহ। মনোময় বিজ্ঞানময় কোষ লিঙ্গ-দেহ, আনন্দময় কোষ দ্বারা কারণ-দেহ হয়। উক্ত দেহত্রয় মিলিত হইয়া স্থাবর জঙ্গম দেহ হইয়া থাকে। স্থাবর দেহে অবয়ব সকলের পূর্ণতা না থাকায় ইন্দ্রিয় সকলের বিকাশ হয় না। কেবল সুষুপ্তিবৎ অবস্থান হইয়া থাকে। স্থূল-দেহের সাহায্যে এই সৌরবিশ্বে বিচরণ করা হয় এবং জাগ্রদাবস্থার অনুভব হয়। লিঙ্গ-দেহ দ্বারা ধ্যেয়-বিশ্বে বিচরণ, স্বর্গ নরকাদি ভোগ এবং স্বপ্নাবস্থার অনুভব

হয়। কারণ-দেহ দ্বারা প্রলয়কালে প্রকৃতিতে অবস্থান এবং সুষুপ্তি অবস্থার অনুভব হয়। ব্রহ্মসাযুজ্যের অনুভব কালে কারণ-দেহেরও বিলয় হয়। বৈকুণ্ঠ লোক প্রাপ্তি কালে অপ্রাকৃত অস্তি জ্ঞানময় লিঙ্গ দেহের আবির্ভাব হইয়া থাকে। প্রতি দেহে ভিন্ন ভিন্ন জীব অবস্থান করেন, পরমাত্মা সর্ব্বশরীরে এবং তদাধার বিশ্বে অবস্থান করিয়া থাকেন। তত্ত্ব সকলের নাম, সংখ্যা, লক্ষণ জ্ঞান পূর্ব্বক এক এক তত্ত্বের পরিত্যাগানন্তর জীবাত্মার সর্ব্ব ভিন্নত্ব এবং সাক্ষিত্ব জ্ঞান হয়। পরমাত্মা জীব সকল হইতে ভিন্ন এবং তদ্ব্যাপারের সাক্ষী হইয়া থাকেন। পরমাত্মশক্তি প্রকৃতি হইতে তচ্চিত্তরূপ মহত্তত্ত্বের, তাহা হইতে অহঙ্কারের, সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে অধিষ্ঠাতৃদেবগণের, রাজস অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয় সকলের, তামস অহঙ্কার হইতে ভূত সকলের সৃষ্টি হয়। বিপরীত ভাবে প্রলয় হইয়া থাকে। উক্ত রূপ বিবেককে **সাংখ্য** বলা হয়।

জ্ঞানযোগ—মায়াশক্তি-প্রভাব-প্রাকট্য দ্বারা, পরমেশ্বর পরমাত্মার ধ্যেয় দৃশ্য বিশ্বের যথাকালে সৃষ্টি-পালন-সংহার লীলা অনুভবকে **জ্ঞান** বলা হয়।

বিজ্ঞানযোগ—আশ্রয়াশ্রিত ভেদ বিচার পূর্ব্বক আশ্রিত হইতে আশ্রয়ের পার্থক্য জ্ঞানকে এবং আশ্রয় হইতে আশ্রিতের পারমার্থিক অপার্থক্য জ্ঞানকে **বিজ্ঞান** বলা হয়। যে প্রকার তরঙ্গ হইতে সমুদ্র ভিন্ন হইলেও, সমুদ্র হইতে তরঙ্গ ভিন্ন নয়।

পত্র শাখাদি হইতে বৃক্ষ ভিন্ন হইলেও, বৃক্ষ হইতে পত্র শাখাদি ভিন্ন নয়; তরঙ্গ সকল সমুদ্রের অন্তর্ভূত, পত্র শাখাদি

বৃক্ষের অন্তর্ভূত, পত্রশাখাদি নাশে বৃক্ষের বিনাশ হয় না, বৃক্ষের বিনাশে পত্রশাখাদির বিনাশ হইয়া থাকে। এইরূপ সকল শক্তি সকল শক্তি ব্যাপার হইতে, শ্রীভগবদগুণাতীত স্বরূপ ভিন্ন হইলেও তাহা হইতে সকল শক্তি, সকল শক্তির ব্যাপার ভিন্ন নয়। উক্ত প্রকার সিদ্ধান্তানুসারে পারমার্থিক দৃষ্টি দ্বারা শ্রীভগবদ্ গুণাতীত স্বরূপৈকাত্ম্য-দর্শনকে **বিজ্ঞান** বলা হয়।

অবতার তত্ত্ব—শ্রীভগবান্ গুণাতীত স্বরূপমাত্রে অবস্থান করিতে সমর্থ হইলেও ভক্তবশ হেতু তাহাতে অবস্থান করিতে পারেন না। ভক্তানুরোধে নিরন্তর ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যাদি গুণ সকলের প্রাকট্য করিয়া থাকেন। তথাপি প্রেমনেত্র-বিহীন অপূর্ণ জ্ঞানান্ধগণ, দিবান্ধ পেচকাদিবৎ শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যাদি নিত্য গুণ সকলের অনুভব করিতে না পারিয়া তাঁহাকে নির্বিশেষ স্বরূপে অনুমান করিয়া থাকেন। শ্রীভগবচ্চরণারবিন্দে অপরাধে এইরূপ দুরবস্থা হইয়া থাকে। শ্রীভগবৎ সমীপে অপরাধ হইতে শ্রীভগবদ্ভক্ত সমীপে অপরাধ, আরও গুরুতর হয়। শ্রীভগবান্ ভক্ত-মনোরথ পূরণের জন্য এবং ভক্তদ্বেষীর সংহার পূর্ব্বক, ভক্ত সংরক্ষণ জন্য কালে কালে, জন-নেত্র-গোচর হইয়া থাকেন।

সেই অখিলৈশ্বর্য্য-মাধুর্য্যের একমাত্রাধার শ্রীভগবৎ শ্রীবিগ্রহের সন্দর্শন করিয়া যে সকল ব্যক্তির পরমানন্দের উদয় হয়, এবং তাহাতে অপরিচ্ছিন্নতা জ্ঞান পূর্ব্বক চিদানন্দ-ঘনবৈচিত্র্যাত্মকতার অনুভব হয়, এবং তন্নিত্যদর্শনে অত্যন্ত লালসা হয়, ক্ষণমাত্র

অদর্শনে অতিশয় দুঃখ হয়, তাঁহারাই অপরিচ্ছিন্ন শ্রীভগবদ্ধামে নিজ বাঞ্ছিত রূপে শ্রীভগবান্‌কে পাইয়া থাকেন।

আসুর স্বভাব – সেই ভগবদ্বিগ্রহের সন্দর্শন করিয়া যে সকল ব্যক্তির আনন্দ হয় না, তাহাতে পরিচ্ছিন্নতা ভৌতিকাদি জ্ঞান হয়, অতএব হেয়তানুভব পূর্ব্বক তদর্শনেচ্ছাও হয় না, সেই প্রেমনেত্রবিহীন বিকৃত জ্ঞানান্ধব্যক্তিগণ, শ্রীভগবদ্দ্বেষ-পরায়ণ দৈত্য-দানব প্রভৃতি অসুর রাক্ষসগণের প্রাপ্যানুসারে নির্বিশেষ স্বরূপের অনুভব করিয়া থাকেন। যেহেতু তাহারাও প্রকারান্তরে দৈত্য দানবাদিবৎ শ্রীভগবদ্দ্বেষী হইয়া থাকেন। দৈত্য দানবগণ শ্রীবিগ্রহকে লক্ষ্য করিয়া তৎখণ্ড বিখণ্ডকরণ মানসে তাহাতে তীক্ষ্ণাস্ত্র সকলের প্রহার করিয়া থাকেন। ইহারাও তদ্বৎ তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া তন্মানসে তাহাতে তাহা হইতে অতি তীক্ষ্ণ কুতর্কাস্ত্রের প্রহার করিয়া থাকেন। অতএব ইহারা দৈত্যদানব হইতেও দূরে পরিবর্জ্জনীয় হন।

শ্রীভগবানের ত্রিগুণময়ী মায়া-শক্তি হইতে অতীত সচ্চিদানন্দ স্বরূপাভ্যন্তরে স্বরূপভূতচিৎশক্তি প্রকটিত সর্ব্ববস্তু সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে সুবিরাজিত আছেন, এরূপ হইলেও শ্রীভক্তগণের প্রেমনেত্রদ্বারা নিজাভিলষিত শ্রীভগবদ্বিগ্রহ তদ্ধামপার্ষদাদির অনুভব হইয়া থাকে। শ্রীভগবানের অচিন্ত্য শক্তিদ্বারা ভক্ত-প্রেমানুগত্যে অপরিচ্ছিন্ন বস্তু সকলও পরিচ্ছিন্নবৎ অনুভূত হইয়া থাকেন।

শ্রীভগবচ্চরণাম্বুজে পরিচ্ছিন্নতা দৃষ্টিরূপ অপরাধ থাকা হেতু প্রেমনেত্র বিহীন অপূর্ণজ্ঞানান্ধগণ, সেই ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-বিশিষ্ট

শ্রীভগবৎস্বরূপকে নির্বিশেষরূপে অনুভব করিয়া থাকেন। যদ্যপি শ্রীভগবন্মায়াশক্তির কার্য্য সকলও পারমার্থিক দৃষ্টি দ্বারা গুণাতীত সচ্চিদানন্দ শ্রীভগবৎস্বরূপ হইতে ভিন্ন নয়, তথাপি সেই সকল, দেশকাল-বস্তু-পরিচ্ছিন্ন হেতু তদ্বদুপাদেয় হন না। যেরূপ স্ফোটক বুদ্বুদাদি জল হইতে অপৃথক্ হইলেও সেরূপ উপাদেয় হয় না। অপরিচ্ছিন্ন হেতু চিৎশক্তি প্রকটিত শ্রীভগবদৈশ্বর্য্য মাধুর্য্যাদি জল হইতে অধিক উপাদেয় হিমকরকাদিবৎ সচ্চিদানন্দ স্বরূপমাত্র হইতে অধিক উপাদেয় হয় না।

বৈরাগ্য—অতঃপর বৈরাগ্য যোগাদি কথিত হইতেছে। পরিচ্ছিন্নতা বিকারবত্ত্বাদি দোষ দর্শন পূর্ব্বক শ্রীভগবৎ সম্বন্ধ বর্জিত মায়াশক্তি কার্য্য সকলের যে পরিত্যাগ, অথবা তাহাতে হেয়তা জ্ঞান, তাহাকে **বৈরাগ্য** বলা হয়। মুমুক্ষু ব্যক্তি সকলের মায়াময় বুদ্ধি দ্বারা শ্রীহরি সম্বন্ধি বস্তু সকলের যে পরিত্যাগ তাহাকে ফল্গু বৈরাগ্য বলা হয়। তাহা ভক্তগণের বাঞ্ছিত নয়। শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে নির্ব্বন্ধ স্থাপন পূর্ব্বক অনাসক্ত ভাবে যে অনিষিদ্ধ বিষয় স্বীকার, তাহাকে যুক্ত-বৈরাগ্য বলা হয়। ইহাই ভক্তগণের বাঞ্ছনীয়।

অষ্টাঙ্গযোগ—শ্রীভগবৎ শ্রীবিগ্রহে অথবা বিশুদ্ধ জীবান্তর্যামি স্বরূপের, অথবা তদীয় মায়াশক্তিময় বিশ্বরূপ প্রভৃতিতে যে চিত্তবৃত্তির নিরোধ, তাহাকে **যোগ** বলা হয়। যম নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি, এই অষ্ট প্রকার যোগের অঙ্গ হইয়া থাকেন। যে সকল ব্যাপার যোগের প্রতি-

বন্ধক তাহা হইতে নিবৃত্তি হওয়ার নাম 'যম'। যে সকল ব্যাপার যোগের অনুকূল, তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়ার নাম 'নিয়ম'। দেহের স্থিরীকরণের নাম আসন, প্রাণের স্থিরীকরণের নাম প্রাণায়াম। যম-নিয়ম দ্বারা কর্ম্মেন্দ্রিয় সকলের স্থিরীকরণ হইয়া থাকে। জ্ঞানে-ন্দ্রিয় সকলের স্থিরীকরণের নাম প্রত্যাহার। ধ্যেয় বস্তুতে চিত্তের স্থিরীকরণের নাম ধারণা। ধ্যেয়বস্তুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গে চিত্তের সঞ্চালন সংস্থাপন পূর্ব্বক চিত্তের বশীকরণের নাম 'ধ্যান'। ধ্যেয়া-কারে চিত্তের পরিণতিকরণ পূর্ব্বক ধ্যাতৃধ্যেয় বিভাগ পরিত্যাগের নাম 'সমাধি'। সংপ্রজ্ঞাত, অসংপ্রজ্ঞাত ভেদে, সমাধি দ্বিবিধ হয়। মায়াশক্তিময় বিশ্বরূপ প্রভৃতিতে, যে সমাধি, তাহাকে সংপ্রজ্ঞাত বলা হয়। বিশুদ্ধ জীবান্তর্য্যামি স্বরূপে সমাধিকে অসংপ্রজ্ঞাত বলা হয়। শ্রীভগবৎ-শ্রীবিগ্রহে সমাধি, উভয়মুখ হন।

নানা-মূর্ত্তিরূপে প্রকটিত শ্রীভগবৎ শ্রীবিগ্রহই শ্রীভগবানের অতিঅন্তরঙ্গস্বরূপ হন। তদীয় ধাম, পরিকর, বস্ত্র প্রভৃতি তাঁহার অন্তরঙ্গস্বরূপ হন। বিরজাসমুদ্র সংজ্ঞক তদীয় চিৎশক্তি মধ্যগত, অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের অপরিচ্ছিন্ন দর্শন, তাঁহার বহিরঙ্গবৎ অন্তরঙ্গ-স্বরূপ হন। তন্মধ্যগত তত্তৎ কিরণমালা দীপ্ত আকাশ স্থানে, তাঁহার গুণাতীত স্বরূপের প্রাকট্য হয়। মুক্ত্যভিমানি বিশুদ্ধ জীব সকলের অন্তর্যামী, তাঁহার গুণাতীত স্বরূপবৎ প্রতীত হন। প্রলয় জীবাধার প্রকৃতির আশ্রয় স্বরূপ, তাঁহার অব্যক্ত বহিরাঙ্গাশ্রয় স্বরূপ হন। সৃষ্ট্যাদিকারিণী প্রকৃতির অন্তর্য্যামি, তাঁহার ব্যক্ত বহিরঙ্গাশ্রয় স্বরূপ হন। অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড, তাঁহার বহিরঙ্গস্বরূপ

হন। অনন্তকোটি সৌর বিশ্ব, তাঁহার অতি বহিরঙ্গস্বরূপ হন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব স্বরূপ, ক্রমে অভ্যন্তরস্থ হন। পরপর স্বরূপ ক্রমে বহিঃস্থিত হইয়া থাকেন। পরম ভাগবত মহাযোগীন্দ্র সকল, উক্তরূপে অনুভব করিয়া থাকেন। সৃষ্টিকাল হইতেই দৈবাসুর সম্প্রদায় ভেদ প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। পরম ভাগবত সকলকে দৈব সম্প্রদায় এবং শ্রীভগবদ্বহির্মুখ সকলকে আসুর সম্প্রদায় বলা হয়। বিবেক বৈরাগ্য এবং যোগ কথিত হইলেন। এই সকল ভাবরূপ ধর্ম্ম, শ্রীভগবৎপ্রীতির অনুগত হইলে, দৈব ভাব নাম ধারণ করেন। শ্রীভগবানে শ্রীভগবদ্ভক্তিতে এবং শ্রীভগবদ্ভক্তগণে দ্বেষের গন্ধ মাত্র থাকিলে, এই সকল, আসুর ভাবে পরিণত হন।

কর্ম্মযোগ—যে সকল ব্যক্তি অজ্ঞান বাসনা-কাম কর্ম্ম দ্বারা অত্যন্ত আবদ্ধ এবং দেহাত্মবাদ যাহাদের অপরিহার্য্য, তাহাদের মঙ্গলের জন্য কর্ম্ম লিখিত হইতেছে। বিধিনিষেধ প্রেরিত কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সকলকে কর্ম্ম বলা হয়। কর্ত্তব্য এবং অকর্ত্তব্য রূপে কর্ম্ম দ্বিবিধ হইলেও, কর্ত্তব্য এবং অকর্ত্তব্য ভেদে কর্ম্ম বহু প্রকার হন। নানাদেব রূপ মহাপুরুষের যজন, যজ্ঞার্থে যোগ্যতা সম্পাদন, যাজ্ঞিক সমূহরূপ সমাজের রক্ষণ, যাজ্ঞিকরূপ দেহ বিশেষের রক্ষণ, এই চতুর্বিধ রূপে সেই কর্ম্ম সকলের ভেদ হইয়া থাকে।

দেবতা কাণ্ড—যজ্ঞার্থে নানাদেব স্বরূপ লিখিত হইতেছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, ভক্ত মনোরথ পূরণার্থে মাধুর্য্য প্রাধান্যে নিজ ধামে গোলোক-বৈকুণ্ঠে সুবিরাজিত, ঐশ্বর্য্য প্রাধান্যে পরব্যোম-

মধ্যস্থ মহাবৈকুণ্ঠে সুবিরাজিত, তত্তদ্ভক্তগণের জন্য নানা বৈকুণ্ঠে নানাবতার রূপে সুবিরাজিত আছেন। অভক্ত শাসনার্থে প্রকৃতির প্রেরকরূপে প্রথম মহাপুরুষ নামে, বিরাড়ন্তর্যামিরূপে দ্বিতীয় মহাপুরুষ নামে, ব্যষ্টিজীবান্তর্যামিরূপে তৃতীয় মহাপুরুষ নামে খ্যাত হইতেছেন। সেই তৃতীয় মহাপুরুষ, প্রকৃতির সত্ত্বগুণকে প্রেরণ করিয়া বিষ্ণুরূপে, ব্রহ্মাণ্ড মধ্যগত ভুবন সকলের পালন করেন। রজোগুণকে প্রেরণ করিয়া ব্রহ্মারূপে সৃষ্টি করেন। তমোগুণকে প্রেরণ করিয়া শিবরূপে সংহার করেন। সত্ত্বগুণের আশ্রয় হেতু, শ্রীবিষ্ণুরূপেই শান্তি প্রভৃতি শুভ ফল প্রদান করিয়া থাকেন। ব্রহ্মাও শিব রূপে তাহা করেন না। রজোগুণের তমোগুণের আশ্রয় হেতু, তত্তদ্রূপে রাজস তামস ফল সকল প্রদান করিয়া থাকেন; তথাচ শ্রীভাগবতে "সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতেগু‍র্ণাস্তৈর্যুক্তঃ পরঃ পুরুষ এক ইহাস্য ধত্তে। স্থিত্যাদয়ে হরি বিরিঞ্চিহরেতি সংজ্ঞাঃ শ্রেয়াংসি তত্র খলু সত্ত্বতনোর্নৃণাং স্যুঃ॥ ইতি। সেই শ্রীবিষ্ণু, প্রকৃতির গুণত্রয়াভিমানিনী হইয়া সিংহবাহিনী দুর্গারূপা হন। সেই দুর্গা সত্ত্বগুণমাত্রাভিমানিনী হইয়া বিষ্ণু পত্নী হন। রজোগুণমাত্রাভিমানিনী হইয়া ব্রহ্মপত্নীরূপা হন। তমোগুণমাত্রাভিমানিনী হইয়া শিবপত্নীরূপা হন। শিবপত্নী, দুর্গাধিষ্ঠিতা হইলে, গৌরী এবং বৃষভারূঢ়া হন। তাহা না হইলে, কালিকা শিবারূঢ়া এবং মহাকাল ভৈরবরতা হন। লক্ষ্মী এবং সাবিত্রী, তমোগুণ সম্বন্ধ রহিতা হেতু স্বতন্ত্রা হন না, পতির সহ পূজিতা হন। কেহ স্বতন্ত্র ভাবে পূজা করিলে, দুর্গাই তৎফল প্রদান করেন। তমো-

গুণ সম্বন্ধ থাকা হেতু দুর্গা এবং গৌরী স্বতন্ত্রা হন। তমোগুণময়ী হেতু কালিকা অতি স্বতন্ত্রা হন। গুণাভিমানিনী হেতু দুর্গা প্রভৃতি, গুণময়ফল প্রদান করেন, গুণাতীত ফল প্রদান করেন না।

জ্ঞান-শক্ত্যভিমানী গণেশ, এবং কালশক্ত্যভিমানী সূর্য্য, প্রায় শক্ত্যাবেশাবতার হন, এবং শক্ত্যাভিমানী হেতু গুণাতীত ফল প্রদান করেন না। ব্রহ্মাও কোন কল্পে শক্ত্যাবেশাবতার হন।

জীব বিশেষে শ্রীভগবৎশক্তির আবেশ হইলে, তাহাকে শক্ত্যাবেশাবতার বলা হয়। নারদের অভিশাপে ব্রহ্মা চতুর্মুখরূপে পূজ্য হন না, বিরাটরূপেই পূজ্য হইয়া থাকেন। ভৃগুর অভিশাপে মহাদেব, লিঙ্গরূপে পূজ্য হন। অন্য দেবগণ প্রায় শ্রীবিষ্ণুর বিভূতি হন। জীব বিশেষে ভগবানের অল্পশক্তির আবেশ হইলে, তাঁহাকে বিভূতি বলা হয়। ইন্দ্র, বর্ষণাধিপতি, দেবাধিপতি, পূর্ব্বদিকপাল এবং হস্তেন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা হন। ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নিঋ্ঋতি, বরুণ, বায়ু, কুবের, ঈশান, ব্রহ্মা এবং অনন্ত ইহারা দশ-দিকপাল হন। সূর্য্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু, কেতু, ইহারা গ্রহ হন। দিকপাল ও গ্রহ মধ্যে কেহ কেহ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা হন। শ্রীবিষ্ণু প্রদত্ত অধিকারানুসারে দেশ বিশেষের কাল বিশেষের, শক্তি বিশেষের, বস্তু বিশেষের অভিমানী এবং প্রেরক সকলকে, দেবগণ বলা হয়। বিস্তার ভয়ে আধিকারূপে দেবতত্ত্ব লিখিত হইল না। দেবগণ, ঋষিগণ, পিতৃগণ, মনুষ্য সকল, এবং সর্ব্ব প্রাণী, ইহারাই কর্ম্মময় যজ্ঞে যজনীয় ফল কথা, কর্ম্ম-ময় যজ্ঞে, মহাপুরুষোদ্দেশে সকল জীবেরই সমর্চ্চন হয়।

উপাসনা কাণ্ড- কর্ম্মময় যজ্ঞ, বৈদিক ও স্মার্ত্ত ভেদে, দুই প্রকার হয়। অপূর্ণ এবং পূর্ণ ভেদে বৈদিক যজ্ঞ, দ্বিবিধ হয়। অগ্নিহোত্র দর্শ পৌর্ণমাস, চাতুর্মাস্য এই সকলকে এবং ইষ্টি সকলকে অপূর্ণ যজ্ঞ বলা হয়। পিণ্ড পিতৃযজ্ঞ দর্শ পৌর্ণমাসাদির অন্তর্ভূত হয়, এবং আগ্রায়ণ যাগ্য, চাতুর্মাস্যের অন্তর্ভূত হয়। পশু সোম যাগকে পূর্ণ যজ্ঞ বলা হয়। পূর্ণ যজ্ঞও প্রকৃতি বিকৃতি ভেদে দ্বিবিধ হয়। যোড়শী, উকথ, পুরীষী, অগ্নিষ্টোম, আপ্তর্যাম, অতিরাত্র, গোসব, বাজপেয়, এই সকলকে প্রকৃতি-যজ্ঞ বলা হয়, এবং পূর্ব্ব-যজ্ঞ বলা হয়। মহাব্রত, সর্বতোমুখ, পৌণ্ডরীক, অভিজিৎ, বিশ্বজিৎ, রাজসূয়, অশ্বমেধ, বৃহস্পতিসব, আঙ্গিরস ইত্যাদি সকলকে বিকৃতি যজ্ঞ, এবং উত্তর-যজ্ঞও বলা হয়। সযূপ সকলকে ক্রতুও বলে।

স্মার্ত্ত পাক যজ্ঞ, সপ্ত প্রকার হয়। যথা, উপাসনা, বৈশ্বদেব, স্থালীপাক, আগ্রায়ণ, সর্পবলি, ঈশান বলি, অষ্টাষ্টকা, ইতি। প্রতিদিন কর্ত্তব্য স্মার্ত্ত মহাযজ্ঞ পঞ্চ প্রকার হয়, যথা, ব্রহ্মযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, মনুষ্য যজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ ইতি। বৈদিক স্মার্ত্তানু-সারে প্রতিদিবসে এই সকল কর্ত্তব্য হয়। যথা প্রাতঃকালে, সন্ধ্যা তর্পণ, উপাসনহোম এবং বেদ পাঠ। মধ্যাহ্নকালে সন্ধ্যা, বৈশ্বদেব অতিথি সৎকার এবং ভূতবলি। সায়ংকালে সন্ধ্যা এবং ঔপাসন হোম ইতি। যথাকালে নৈমিত্তিক কর্ম্ম সকল হইয়া থাকে, তাহা নানা দেবার্চ্চন, পার্ব্বণশ্রাদ্ধ প্রেতকৃত্য; একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ এবং সপিণ্ডীকরণশ্রাদ্ধ প্রভৃতি॥ উক্ত বৈদিকস্মার্ত্ত যজ্ঞসকল শ্রীভগবৎপ্রীতি লাভের উদ্দেশ্যেকৃত হইলে শান্তি প্রভৃতি দৈব ভাব

বর্দ্ধন পূর্ব্বক শ্রীভগবৎপ্রীতি লাভের সহায় হন। পূর্ব্ববৎ শ্রীভগবৎ-দ্বেষে শ্রীভগবদ্ভক্তিদ্বেষে শ্রীভগবদ্ভক্তদ্বেষে কৃত হইলে আসুর ভাববর্দ্ধক হন, তদ্দ্বারা চিত্ত নির্ম্মল হয় না। সকামভাবে কৃত হইলে পিতৃদেবাদিলোক প্রাপক হন। কিন্তু ঈর্ষা অসূয়া তিরস্কারাদি দ্বারা চিত্ত মালিন্য হইয়া থাকে। ভগবান্ বিষ্ণু সর্ব্বপ্রভু, সকল দেবগণ ঋষিগণ পিতৃগণ প্রভৃতি শ্রীভগবদ্ বিষ্ণুর ভক্ত, এইভাবে শ্রীভগ-বদর্চ্চনাবশিষ্ট দ্রব্য দ্বারা অথবা শ্রীভগবান বিষ্ণু সর্ব্বান্তর্য্যামী, নানা নাম রূপ দ্বারা শ্রীভগবদ্বিষ্ণুরই যজন হইতেছে, এই ভাবে উক্ত যজ্ঞ সকলকৃত হইলে এবং শ্রীভগবদাজ্ঞা প্রতি পালন বুদ্ধিতে তৎপ্রীতি কামনায় কৃত হইলে, তদ্দ্বারা দেব-ভাবের বৃদ্ধি এবং তৎপ্রীতি লাভ হইয়া থাকে। দেব ঋষি পিতৃ প্রভৃতিতে স্বতন্ত্র দৃষ্টি সংধারণপূর্ব্বক নানা কামনায় কৃত হইলে, অথবা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানুসন্ধানপূর্বক, অন্তর্যামি দৃষ্টি দ্বারা নিষ্কামভাবে কৃত হইলে, অথবা অন্যাকারেশ্বর দৃষ্টি দ্বারা শ্রীবিষ্ণুর অবজ্ঞা দ্বারা তত্তৎকৃত হইলে, আসুর ভাবেরই বৃদ্ধি হইয়া থাকে। তদ্দ্বারা প্রকৃত মঙ্গল হয় না। অতএব শ্রীভাগবতে—"ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন কথাসু চ। নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলং ॥ ১।২।৮ ১।৫।১২ নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুত ভাববর্জ্জিতং ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনং। কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে ন চার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যমঙ্গলং ইত্যাদি। ১২।১২।৫৩

যজ্ঞার্থ যোগ্যতা সম্পাদন প্রভৃতি, যে প্রকার যজ্ঞের অনুগত হন, সেই প্রকার ভাব ধারণ করিয়া থাকেন। শৌচাচার

রূপ কর্ম্ম সকলকে যজ্ঞার্থে যোগ্যতা সম্পাদন বলা হয়। যেহেতু সেই রকম শৌচাচারাদি কর্ম্ম সকল দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান বিষয়ে যোগ্যতা লাভ হইয়া থাকে।

অতঃপর যাজ্ঞিক সমূহরূপ সমাজের রক্ষণ এবং যাজ্ঞিক রূপ দেহবিশেষের রক্ষণ কথিত হইতেছে। যে ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ অধিকারী হইবেন, তিনি সাক্ষাৎ শ্রীভগবদ্ভক্তিরূপ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন।

আসুরভাবাবিষ্ট হেতু তাহাতে যিনি অসমর্থ হইবেন, তিনি সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শনরূপ বিজ্ঞান যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন।

ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে যিনি অসমর্থ, তিনি বিশ্বরূপ সমাধি পূর্ব্বক তদন্তর্যামি সমাধির অভ্যাসরূপ ধ্যান যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন।

তাহাতে যিনি অসমর্থ তিনি মহাপুরুষের বিশ্বভিন্নত্ব বিশ্ব-সাক্ষিত্বানুমানরূপ বিবেক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন।

যিনি দেহাত্মবাদী হেতু আপনাকে দেহেন্দ্রিয়ান্তঃকরণ হইতে ভিন্নরূপে দেখিতে পারেন না, তিনি মহাপুরুষেরও তদনুমান করিতে পারেন না, তাঁর কর্ম্ম-যজ্ঞ ব্যতিরেকে গত্যন্তর নাই, তিনি কর্ম্মযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন। সংশয় হইল, যজ্ঞবিধিজ্ঞান ব্যতি-রেকে যজ্ঞানুষ্ঠান হইতে পারে না, যজ্ঞবিধিজ্ঞাপক কে হইবে? রক্ষা ব্যতিরেকে যাজ্ঞিক সকলের বিনাশ হইতে পারে, রক্ষক কে হইবে? ধন ব্যতিরেকে যজ্ঞানুষ্ঠান এবং যাজ্ঞিক পোষণ হইতে পারে না, ধনোপার্জ্জন কে করিবে? সেবা ব্যতিরেকে যজ্ঞানুষ্ঠান রহিত হইবে, সেবা কে করিবে? এবং ইহাদের দেহ

রক্ষা কি প্রকারে হইবে?

অতএব বিধি হইল যিনি উত্তম যাজ্ঞিক হইয়া যজ্ঞবিধিজ্ঞ হইবেন, তিনি জ্ঞাপক হইবেন, জ্ঞানজীবী হইবেন, নাম ব্রাহ্মণ হইবে। যিনি মধ্যম যাজ্ঞিক হইয়া বলবান্ হইবেন, তিনি রক্ষক হইবেন, রক্ষাজীবী হইবেন, নাম ক্ষত্রিয় হইবে। যিনি কনিষ্ঠ যাজ্ঞিক হইয়া ধনবান্ হইবেন, ধনজীবী হইবেন, তিনি পোষক হইবেন, নাম বৈশ্য হইবে।

যিনি যজ্ঞ বর্জিত জ্ঞান-বল- ধন-হীন হেতু কনিষ্ঠতর হইবেন, তিনি সেবক এবং সেবাজীবী হইবেন, নাম শূদ্র হইবে।

পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ লিখিত হইয়াছে, তাহাতে সামান্য ভাবে গুণত্রয় পরীক্ষা লিখিত হইয়াছে। সেইজন্য বিশেষরূপে লিখিত হইতেছে। শ্রীভগবান বলিয়াছেন,— ভাঃ ১১।২৫।৭—

"পুরুষং সত্ত্বস যুক্তমনুমেয়াৎ শমাদিভিঃ।
কামাদিভিরজোযুক্তং ক্রোধাদ্যৈস্তমসাযুতং ॥"

শম প্রভৃতি গুণ এই সকল—১১।২৫।২

শমোদমস্তিতিক্ষেক্ষা তপঃ সত্যং দয়া স্মৃতিঃ।
তুষ্টিস্ত্যাগোঽস্পৃহা শ্রদ্ধা হ্রীদয়াদিস্বনির্বৃতিঃ॥

(দয়া দানং)

কাম প্রভৃতি গুণ এই সকল—

কাম ঈহা—মদ তৃষ্ণাস্তম্ভ আশীর্ভিদা সুখং।
মদোৎসাহো যশঃ প্রীতি র্হাস্যং বীর্যং বলোদ্যমঃ॥ ৩

ক্রোধ প্রভৃতি গুণ এই সকল—

"ক্রোধোলোভানৃতং হিংসা যাচ্ঞা দম্ভঃ ক্লমঃ কলিঃ।
শোক মোহৌ বিষাদার্ত্তী নিদ্রাশালীরসুত্তমঃ ॥ ৪

ফল কথা, আধ্যাত্মিক সুখলাভ বিষয়ে যে উৎসাহ, তাহাই সত্ত্বগুণের মুখ্য লক্ষণ। বৈষয়িক সুখলাভ বিষয়ে যে উৎসাহ, তাহাই রজোগুণের মুখ্য লক্ষণ। বৈষয়িক সুখলাভ বিষয়েও যে নিরুৎসাহ এবং অযোগ্যতা, তাহাই তমোগুণের মুখ্য লক্ষণ। সংক্ষেপেই ইহা জানা উচিত। শ্রীভগবান্ গীতা-শাস্ত্রে অর্জ্জুনের প্রতি গুণত্রয়ের লক্ষণ এইরূপ বলিয়াছেন—১৪ ৫

"সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতি-সম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ং ॥
তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশক মনাময়ং।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥"
রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণা-সঙ্গসমুদ্ভবং।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্ম্ম-সঙ্গেন দেহিনং ॥
তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্বদেহিনাং।
প্রমাদালস্য নিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারতঃ ॥ ইতি ॥

যজ্ঞ, শ্রদ্ধা, আহার, যজ্ঞ, তপঃ, দান, কর্ম্ম, ত্যাগ, জ্ঞান, কর্ম্ম, কর্ত্তা, বুদ্ধি, ধৃতি, সুখ এই সকলেরও সাত্ত্বিকাদি ভেদ বলিয়াছেন। গুণভেদ সকল দ্বারা ব্রাহ্মণাদি পরীক্ষা সামান্য ভাবে বলিয়া স্বভাবজাত কর্ম্মদ্বারা বিশেষরূপেও বলিয়াছেন, যথা—

"ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরংতপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাব-প্রভবৈর্গুণৈঃ ॥

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তি রার্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজং॥
শৌর্যং তেজোধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়ণং।
দানমীশ্বর ভাবশ্চ ক্ষত্র কর্ম্ম স্বভাবজং॥
কৃষি গোরক্ষবাণিজ্যং বৈশ্য কর্ম্ম স্বভাবজং।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজং॥" ইতি॥ ৪৪

শ্রীভাগবতে নারদ বলিয়াছেন—যে ব্যক্তিতে অবিচ্ছিন্ন রূপে সংস্কার সকল দেখা যায়, তিনি দ্বিজ। কিন্তু শূদ্রলক্ষণ যুক্তব্যক্তি সংস্কৃত হইলেও তাহাকে দ্বিজ বলা হইবে না, যেহেতু তমোগুণযুক্ত ব্যক্তিকে সংস্কার করিতে ব্রহ্মা বলেন নাই এবং যে ব্যক্তি তমোগুণযুক্ত, এবং যার পিতা এবং মাতা তমোগুণযুক্ত, সে ব্যক্তির যজ্ঞাধ্যয়নাদিতে এবং আশ্রমোচিত কার্য্যে অনধিকারী। যথা,—

"সংস্কারা যত্রাবিচ্ছিন্নাঃ স দ্বিজোঽজো জগাদ যং।
ইজ্যাধ্যয়ন দানানি বিহিতানি দ্বিজন্মনাং॥ ৭।১১।১৩
জন্ম-কর্ম্মাবতাদানাং ক্রিয়াশ্চাশ্রমচোদিতাঃ॥ ইতি॥

ব্রাহ্মণাদি লক্ষণও এইরূপ বলিয়াছেন—৭।১১।২১-৪

"শমোদমস্তপঃ শৌচং সন্তোষঃ ক্ষান্তিরার্জবং।
জ্ঞানং দয়াচ্যুতাত্মত্বং সত্যং চ ব্রহ্মলক্ষণং॥
শৌর্য্যবীর্য্যং ধৃতিস্তেজ স্ত্যাগশ্চাত্মজয়ঃ ক্ষমা।
ব্রহ্মণ্যতা প্রসাদশ্চ সত্যং চ ক্ষত্র লক্ষণং॥
দেবগুর্ব্বচ্যুতে ভক্তিস্ত্রিবর্গ পরিপোষণং।
আস্তিক্যমুদ্যমো নিত্যং নৈপুণ্যং বৈশ্য লক্ষণং॥

শূদ্রস্য সন্নতিঃ শৌচং সেবা স্বামিন্যমায়য়া।
অমন্ত্র যজ্ঞো হ্যস্তেয়ং সত্যং গোবিপ্ররক্ষণং॥ ইতি॥"

"ব্রাহ্মণ লক্ষণে অচ্যুতাত্মত্বগুণ দ্বারা, বৈশ্য লক্ষণে অচ্যুত ভক্তিরূপ গুণ দ্বারা, ক্ষত্রিয়েরও অচ্যুত পরত্ব সিদ্ধ হইতেছে, এবং ব্রহ্মণ্যতা দ্বারাও তাহা হইতেছে। অতএব, শ্রীবিষ্ণু-বহির্মুখ ব্যক্তিগণের দ্বিজত্ব হইতে পারে না, শূদ্রত্বই হইয়া থাকে। অতএব শাস্ত্রে শ্রবণ করা যায়, "সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে হ্যভক্তা জনার্দনে ইতি।"

"ভগবদ্ভক্তিহীনস্য জাতিঃ শাস্ত্রং জপস্তপঃ।
অপ্রাণস্যৈব দেহস্য মণ্ডনং লোকরঞ্জনং॥ ইত্যাদি॥

বিপ্রাদ্ দ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভ পাদারবিন্দ-বিমুখাৎশ্বপচং বরিষ্ঠং।
মন্যে তদর্পিত মনোবচনেহিতার্থং প্রাণং পুণাতি সকুলং
ন তু ভূরিমানঃ॥ ইত্যাদি ৭।৯।১০

অন্যথা হিরণ্যকশিপু, রাবণ প্রভৃতি অসুর, রাক্ষসগণও, ব্রাহ্মণ-রূপে পূজ্য হইতে পারেন।

সাধ্বী স্ত্রী লক্ষণ—৭।১১২৫

"স্ত্রীণাং চ পতিদেবানাং তৎ শুশ্রূষানুকূলতা।
তদ্বন্ধুষ্বনুবৃত্তিশ্চ নিত্যং তদ্ব্রতধারণং॥ ইত্যাদি॥"

উদ্ধব প্রতিও শ্রীভগবান্ ব্রাহ্মণাদি লক্ষণ এইরূপ বলিয়াছেন।
—১১।১৭।১৬

"শমো দমস্তপঃ শৌচং সন্তোষঃ ক্ষান্তি রার্জবং।
মদ্ভক্তিশ্চ দয়া সত্যং ব্রহ্ম প্রকৃতয়স্ত্বিমাঃ॥

এস্থানেও 'মদ্ভক্তি' শব্দ থাকা হেতু, শ্রীবিষ্ণু-বহির্মুখ ব্যক্তির অব্রাহ্মণত্ব জ্ঞাতব্য। ১১।১৭।১৭ ভাঃ

"তেজোবলং ধৃতিঃ শৌর্য্যং তিতিক্ষৌদার্য্যমুদ্যমঃ।
স্থৈর্য্যং ব্রহ্মণ্যমৈশ্বর্য্যং ক্ষত্র প্রকৃতয়স্ত্বিমাঃ॥
আস্তিক্যং দাননিষ্ঠা চ অদম্ভো ব্রহ্ম-সেবনং।
অতুষ্টিরর্থোপচয়ৈঃ বৈশ্য প্রকৃতয়স্ত্বিমাঃ॥

বিষ্ণু-বহির্মুখের অব্রাহ্মণত্ব হেতু, বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণ সেবাদ্বারা ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের লক্ষণরূপে শ্রীভগবদ্ভক্তি স্বীকৃতা হইল।

"শুশ্রূষণং দ্বিজগবাং দেবানাং চাপ্যমায়য়া।
তত্র লব্ধেন সন্তোষঃ শূদ্র প্রকৃতয়স্ত্বিমাঃ॥
অশৌচমনৃতং স্তেয়ং নাস্তিক্যং শুষ্কবিগ্রহঃ।
কামঃ ক্রোধশ্চ তর্ষশ্চ স্বভাবোঽন্ত্যেবসায়িনাং॥ ইতি।

নিষ্কাম, সকামভক্তি, জ্ঞান, বাসস্থান, কারক, শ্রদ্ধা, আহার, এবং সুখ এই সকলের ত্রৈগুণ্য বর্ণনদ্বারা শ্রীভগবান্ সামান্যভাবে ব্রাহ্মণাদি লক্ষণও বলিয়াছেন। ত্রৈগুণ্য লক্ষণদ্বারা ভক্ত লক্ষণও বলা হইয়াছে। এই সত্ত্বগুণ, রজোগুণ এবং তমোগুণকে, ক্রমে শুক্লবর্ণ, রক্তবর্ণ, এবং কৃষ্ণবর্ণরূপে স্বীকার করিয়া গুণভেদকেই বর্ণভেদ বলা হইয়াছে। তদনুসারে তত্তদ্গুণযুক্ত ব্যক্তিগণের ভেদ হইয়া থাকে, তাহাকেই বর্ণভেদ বলা হয়। সত্ত্বগুণ ব্রাহ্মণ লক্ষণ, সত্ত্বরজোগুণ মিশ্রতা ক্ষত্রিয় লক্ষণ, রজোগুণ বৈশ্য লক্ষণ, রজস্তমোগুণ মিশ্রতা শূদ্র লক্ষণ, তমোগুণ অন্ত্যজাদি লক্ষণ হইয়া থাকে। যেহেতু শান্তিগুণযুক্ত না হইলে, জ্ঞাপক

হইতে পারেন না, তেজোগুণযুক্ত না হইলে রক্ষক হইতে পারেন না। বিষয়কাম না হইলে, পোষাক হইতে পারেন না, শোকযুক্ত ব্যক্তিই সেবার উপযুক্ত, ক্রোধযুক্ত ব্যক্তি নিকৃষ্ট সেবকের উপযুক্ত হন। যজ্ঞ, অধ্যয়ন এবং দান, দ্বিজাতির ধর্ম্ম হয়; দ্বিজ সেবাই শূদ্রের ধর্ম্ম। ব্রাহ্মণের বৃত্তি, অধ্যাপন, যাজন এবং প্রতিগ্রহ। ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি, কর, দণ্ড, যুদ্ধ এবং উপকারলব্ধ। বৈশ্যের বৃত্তি, কৃষি, পশুরক্ষা, বাণিজ্য এবং ঋণদান। শূদ্রের বৃত্তি, একমাত্র দ্বিজসেবা হয়।

দ্বিজস্ত্রীগণের ঋতুকালে প্রথম সঙ্গম দিবসে গর্ভাধান সংস্কার হয়, স্পন্দনের পূর্ব্বে পুংসবন, গর্ভে থাকিতে সীমন্তোন্নয়ন, জন্মমাত্রে জাতকর্ম্ম, একমাস মধ্যে বা পরে শুভ দিবসে নামকরণ, তৃতীয় মাসে বা চতুর্থ মাসে বহির্নিক্রামণ, ষষ্ঠ মাসে অন্নপ্রাশন, প্রথম বৎসরে বা তৃতীয় বৎসরে চূড়াকরণ, অযুগ্ম বৎসরে ষট্‌কর্ণনা হইতে কর্ণবেধ, গর্ভাষ্টম বৎসরে ব্রাহ্মণের, গর্ভৈকাদশে ক্ষত্রিয়ের, গর্ভদ্বাদশে বৈশ্যের, উপনয়ন সংস্কার হইয়া থাকে।

এস্থলে সংশয় উপস্থিত হইলে, শাস্ত্রযুক্তি অনুসারে গুণ-কর্ম্মানুগত্যে ব্রাহ্মণাদি ব্যবহার করিতে হইবে। কিন্তু গর্ভাধানাদি উপনয়ন পর্য্যন্ত দশবিধ সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত না হইলে দ্বিজসকল বেদাধ্যয়নে অধিকারী হন না। বেদাধ্যয়ন না হইলে, যজ্ঞে অধিকারী হন না। নির্দিষ্ট সময়ে বেদারম্ভ না হইলে, কালবিলম্ব হইলে, সকল শাস্ত্রের অভ্যাস অসম্ভব হয়। কিন্তু তাহা কেবল উপনয়ন পক্ষে হইতে পারিত, গর্ভধানাদির পক্ষে তাহা হইতে

পারে না। সেই সকল সংস্কার যথাকালেই করিতে হইবে। শূদ্রের সংস্কার সকল হয় না, তাহা দ্বিজের হইয়া থাকে।

গুণকর্ম্মকে লক্ষ্য করিয়া যে সকল সংস্কার করিতে হইবে, তাহা গর্ভোদয়ের পূর্ব্বে, গর্ভে থাকিতে, জন্মমাত্রে. এবং অতি শৈশব এবং অষ্টম বর্ষে করিতে হইবে।

কি প্রকারে জানিব সেই বালক. ব্রাহ্মণ স্বভাবাচারযুক্ত হইবে? যাহাকে সংস্কারযুক্ত করা হইবে এবং যাহাকে সংস্কারহীন করা হইবে, কি প্রকারে জানিব সেই ব্যক্তি শূদ্র স্বভাবাচার হইবে?

দ্বিজাতি সংস্কারেও ভেদ আছে. ব্রাহ্মণের অষ্টম বর্ষে, ক্ষত্রিয়ের একাদশ বর্ষে. বৈশ্যের দ্বাদশ বর্ষে উপনয়ন হয় এবং বিধি-বৈলক্ষণ্যও আছে॥ কি প্রকারে জানিব, গর্ভজাত বালক সেই স্বভাবাচারযুক্ত হইবে? অনুসন্ধানে উপায় স্থির হইল—দেখা যায়. পিতৃ মাতৃ স্বভাবাচার অনুসারে, তাহা হইতে জাত বালকের স্বভাবাচার হইয়া থাকে। জন্মকাল হইতে ব্যাঘ্র শিশু আনিয়া হবিষ্যাশী করাইলেও সেই ব্যাঘ্রশিশু ছাগ ধরিয়া খাইবার চেষ্টা করে। মৃগ-শিশুকে জন্মকাল হইতে মাংস খাওয়াইলেও সে মাংসাশী হয় না। শুকসারিকাদির শাবককে পোষণ করিয়া পাঠ শিক্ষা করাইলে. সে পাঠ করিতে পারে। বক কাক প্রভৃতির শাবককে সেইরূপ পাওয়া যায় না। "ন ব্যাপারশতেনাপি শুকবৎ পঠ্যতে বকঃ।" অতএব বিধান করা হইল. যার পিতা এবং মাতা ব্রাহ্মণ স্বভাবাচারযুক্ত, তার পুত্র অবশ্য তৎস্বভাবাচারযুক্ত হইবে। এইরূপ নিশ্চয় করিয়া, তৎপুত্রকে তৎ সংস্কারে সংস্কৃত

করাইয়া শুদ্রাচারে নিযুক্ত করা হইবে। এইরূপ, শূদ্র স্বভাবযুক্ত স্ত্রী-পুরুষজাত, সংস্কারবিহীন হইয়া শুদ্রাচারে নিযুক্ত হইবে। ক্ষত্রিয়াদি জাতপক্ষেও এইরূপ।

সংশয় হইতে পারে, স্ত্রী সকলের স্বভাব কি প্রকারে জানা যাইবে? তাহা কথিত হইতেছে। যে বলে, আমার পুত্র যদি জ্ঞানবান্ না হইল, তবে তার প্রাণ ধারণের প্রয়োজন নাই, সে ব্রাহ্মনী। এইরূপ বল-পক্ষপাতিনী ক্ষত্রিয়া। ধন-পক্ষপাতিনী বৈশ্যা। যে বলে, আমার জ্ঞানে, বলে, ধনে প্রয়োজন নাই, পুত্র জীবিত থাকুক, সে শূদ্রা। ইত্যাদি স্বভাবাচার বিশেষের পক্ষ-পাতানুসারে, স্ত্রীসকলের পরীক্ষা হইয়া থাকে। এইরূপ নিযুক্তির পরে, যদি কোন ব্যক্তি, অন্য স্বভাবাচারযুক্ত হয়, তবে সেই স্বভাবাচারানুসারে, বর্ণভুক্ত হইবে। আর তাহাকে, পূর্ব্ব বর্ণে রাখা হইবে না। সংশয় হইতে পারে, পিতৃ-মাতৃ স্বভাবানুসারে যদি বালকের স্বভাব হয়, তবে অন্য স্বভাবাচারযুক্ত, কেন হইবে, তাহা কথিত হইতেছে।

দেশকাল ব্যবস্থাদির গুণ-দোষদ্বারা স্বভাব পরিবর্তন হয়। সন্ধ্যাকালে দিতির গর্ভোদয় হেতু, গর্ভজাত বালকদ্বয় অসুর হই-লেন ইত্যাদি।

এ-ভিন্ন সঙ্গ, সংসর্গ, উপদেশ, সেবা এবং নিজের কর্ম্ম এই সকলের গুণদোষদ্বারাও স্বভাব পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ বালক যদি শূদ্রের সঙ্গে থাকে, তবে তাহাতে শূদ্র স্বভাব সঞ্চার হয়। ব্রাহ্মণসঙ্গ দ্বারা শূদ্রপুত্রে ব্রাহ্মণস্বভাব সঞ্চার হয়।

একত্র ভোজন, এক শয্যায় শয়ন, সংযুক্ত হইয়া উপবেশন বা ভ্রমণ, হস্তে জলপান বা হস্তপৃষ্ট অন্ন ভোজন, রতি-ক্রীড়াদি এই সকলকে **সংসর্গ** বলা হয়। যে প্রকার সংসর্গ দ্বারা কুষ্ঠ, বসন্ত, বিসূচিকাদি শারীরিক রোগ সকল সংক্রামিত হয়, সেই প্রকার মানসিক রোগ কাম ক্রোধাদিও সংক্রামিত হয়। যেহেতু শরীরে এবং মনে একতা আছে। এই একতা হেতু অহিফেন প্রভৃতি উদরস্থ হইলেও মনের মধ্যে মত্ততা হয়। মনের মধ্যে পুত্রশোকাদি হইলেও শরীরে কৃশতা হইয়া থাকে। শরীরের সর্ব্বাংশ ছিদ্রময়, তাহা না হইলে ঘর্ম্ম নির্গত হইতে পারিত না। সেই সকল ছিদ্র দ্বারা এবং নাসিকা-বায়ু দ্বারা সর্ব্বদা শারীরিক দূষিত বাষ্প বাহিরে আসিতেছে, তাহা সংসর্গকারী ব্যক্তির শরীরে সেই সেই মার্গে প্রবেশ করে, এই প্রকার মানসিক ভাব সকলও এক শরীর হইতে অন্য শরীরে প্রবেশ করে। সেই বাষ্প, তৎস্পৃষ্ট অন্নজলাদিতেও প্রবেশ করে। যেহেতু সকল বস্তুই পরমাণুময় হেতু ছিদ্রময়। এ হেতু সকল বস্তু হইতে বাষ্প নির্গত হইয়া সকল বস্তুতে নিরন্তর প্রবিষ্ট হইতেছে, কিন্তু তাহা তারতম্যে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। শিথিল হেতু অন্নে যে প্রকার প্রবিষ্ট হয়, চিপীটকে, ভর্জ্জিত চিপীটকে বা জলে, সেরূপ প্রবেশ করে না। এই সকলে যেরূপ প্রবেশ করে, তণ্ডুলাদিতে সেরূপ প্রবেশ করে না। এ হেতু ব্রাহ্মণ, শূদ্রের হাতে অন্ন ভোজন করেন না, জল চিপীটক প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া থাকেন! চণ্ডালের স্বভাব অত্যন্ত দূষিত হেতু তাহার হস্ত স্পৃষ্ট হইলে,

তাহাও গ্রহণ করেন না, কিন্তু তণ্ডুল গ্রহণ করিতে পারেন, ইত্যাদি।

উপদেশ বিশেষ দ্বারা, আরও শীঘ্র স্বভাব পরিবর্তন হয়। সৎপিতৃমাতৃ জাত ব্যক্তি যদি অসদুপদেশ শ্রবণ করে, তবে সে ব্যক্তি অসৎ স্বভাবযুক্ত হয়, অসৎ পিতৃমাতৃ জাত ব্যক্তিও সদুপদেশ শ্রবণে সৎস্বভাব হয়। সেবা দ্বারা আরও শীঘ্র স্বভাব পরিবর্তন হয়। দীনতা স্বীকার করাই সেবা, তাহা উচ্ছিষ্ট-ভক্ষণ, পাদ-ধৌত জলপান, পাদমর্দ্দন, স্তুতি, প্রণাম, পূজাদি আজ্ঞা-বহন ইত্যাদিরূপে হইয়া থাকে। মহৎ-সেবা দ্বারা সৎস্বভাব লাভ হয়, নীচ সেবা দ্বারা অসৎস্বভাব প্রাপ্তি হয়। অতএব মহাপুরুষ সম্বন্ধীয় উক্ত কার্য্য সকল, অতি আগ্রহ পূর্ব্বক করা হয়, নীচ সম্বন্ধীয় উক্ত কার্য্য, অতি অবজ্ঞার সহিত পরিত্যাগ করা হয়। এই কারণে মহাপুরুষের উচ্ছিষ্ট পাদজল প্রভৃতি আগ্রহ পূর্ব্বক গ্রহণ করা হয়, নীচের উচ্ছিষ্ট পাদজল স্পর্শে স্নান করিতে হয়।

নিজকৃত কর্ম্মদ্বারাও স্বভাব পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। নিরন্তর সৎকর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা ক্রমে সৎ-স্বভাব লাভ হয়। তদ্বৎ অসৎ কর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা নিকৃষ্ট স্বভাব লাভ হইয়া থাকে।

কিন্তু মহদনুগ্রহ এবং মহদবজ্ঞা, হঠাৎ বিপরীত স্বভাব-সম্পাদন করিয়া থাকে। সাক্ষাৎ শ্রীভগবদ্বৈকুণ্ঠনিবাসী শ্রীজয় এবং বিজয়, সনকাদির অবজ্ঞা দোষে শ্রীবৈকুণ্ঠ ধাম হইতে নিপতিত হইলেন, এবং আসুর স্বভাব লাভ করিলেন। সেই হিরণ্যকশিপুর

পুত্র প্রহ্লাদ শ্রীনারদের অনুগ্রহে আসুর-ভাব ত্যাগপূর্ব্বক পরম-ভাগবত হইলেন।

এহেতু পিতৃমাতৃ স্বভাবানুসারে তজ্জাত বালককে সংস্কারযুক্ত বা সংস্কার-বিহীন করিয়া, পিতৃকর্ত্তব্য কর্ম্মে নিযুক্ত করা হয়। উক্ত সঙ্গসংসর্গাদি কারণে স্বভাব পরিবর্ত্তন হইলে, যে স্বভাব লাভ হইয়াছে, সেই স্বভাবোচিত বর্ণের কর্ত্তব্য কার্য্যে, পুনঃ নিযুক্ত করা হয়।

যে প্রকার নিজ নিজ স্বভাবাচার গ্রহণ পূর্ব্বক, পরস্পর গুণ-কর্ম্ম ভেদ স্বীকার করা হয়, সেই প্রকার তত্তৎপিতৃমাতৃ স্বভাবাচার গ্রহণপূর্ব্বক, তত্তদ্ব্যক্তির জন্মভেদ স্বীকার করা হয়। এই জন্মভেদকেই জাতিভেদ বলা হয়।

জন্মের নামান্তর জাতি। যে প্রকার গতি শব্দে গমন বোধ করা হয়, বৃদ্ধি শব্দে বর্দ্ধন বোধ করা হয়, স্থিতি শব্দে অবস্থান বোধ করা হয়, সেই প্রকার জাতিশব্দে, জনন বোধ করা হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ হইতে হইয়াছে জাতি যার, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ স্বভাবাচারযুক্ত ব্যক্তি হইতে হইয়াছে জন্ম যার, তাহাকে ব্রাহ্মণজাতি বলা হয়। এই প্রকার শূদ্র হইতে হইয়াছে জাতি যার, অর্থাৎ শূদ্রস্বভাবাচার যুক্ত ব্যক্তি হইতে হইয়াছে জন্ম যার, তাহাকে শূদ্র জাতি বলা হয়। যেহেতু, তাহারা পিতৃমাতৃ স্বভাবানুসারে জন্মকাল হইতেই ব্রাহ্মণ বা শূদ্র স্বভাবাচার ভেদ লাভ করিয়া থাকেন। কলিযুগে, স্বার্থপর ধূর্ত্তগণ যে প্রকার জাতিভেদের ব্যবহার করেন, তাহাকে জাতিভেদ বলা যায় না, গণভেদ বলিতে পারা যায়।

এই প্রকারে কুলভেদ, সৎকুলভেদ, মহাকুলভেদও হইয়া থাকে। যথা, যে ব্যক্তি স্বয়ং ব্রাহ্মণস্বভাবাচারযুক্ত, সে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ। যে ব্যক্তির পিতা এবং মাতা, ব্রাহ্মণস্বভাবাচারযুক্ত সে ব্রাহ্মণ জাতি। যে ব্যক্তির পিতা, মাতা এবং তদূর্দ্ধতনপুরুষ ব্রাহ্মণ-স্বভাবাচারযুক্ত, সে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকুলোৎপন্ন। এইরূপ যে ব্যক্তির সপ্তম পুরুষ পর্যান্ত ব্রাহ্মণ স্বভাবাচারযুক্ত, সে ব্রাহ্মণ সৎকুলজাত। যে ব্যক্তির দশম পুরুষ পর্যান্ত ব্রাহ্মণ স্বভাবাচারযুক্ত সে ব্রাহ্মণ মহাকুল প্রসূত। যে প্রকার বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণমহাকুলজাত নয়; ব্রাহ্মণ সৎকুলজাতও নয়; ব্রাহ্মণ জাতিও নয় কিন্তু স্বয়ং ব্রহ্মর্ষি হইয়াছেন। ক্ষত্রিয়াদিতেও এইরূপ ভেদ জ্ঞাতব্য।

সদ্যোজাত বালক কি প্রকার স্বভাবাচারযুক্ত হইতে পারে, তাহা জানিতে হইলে ঊর্দ্ধতন দশপুরুষ পর্য্যন্ত দৃষ্টিপাত করিতে হয়। পিতার এবং মাতার স্বভাবাচার হইতে অর্দ্ধেক; তত্তৎ পিতৃমাতৃ-গণের স্বভাবের তদর্দ্ধ; তত্তৎ পিতৃমাতৃগণের স্বভাবের তদর্দ্ধ; তত্তৎ পিতৃ-মাতৃগণের স্বভাবসমষ্টির তদর্দ্ধ; এ প্রকার দশপুরুষ পর্য্যন্ত; স্বভাবের অনুসন্ধান করিতে হয়।

তদূর্দ্ধ পুরুষের স্বভাবান্বেষণে প্রয়োজন নাই; যেহেতু তাহা হইতে অত্যল্প মাত্র স্বভাব সঞ্চার হইয়া থাকে। উক্ত প্রকারে তৎপূর্ব্ব তৎপূর্ব্ব তৎপূর্ব্ব পুরুষগণের তদর্দ্ধ তদর্দ্ধ তদর্দ্ধ স্বভাবের একত্রীকরণদ্বারা, জাত বালকের পূর্ণস্বভাবের নির্ণয় করা হয়। দেশকালাবস্থাদির সাদ্গুণ্য বৈগুণ্যদ্বারা ব্যক্তিবিশেষে তদন্যথাও

হইয়া থাকে।

অতএব বৈদিক সমাজ দশ পুরুষ পর্য্যান্ত দৃষ্টিপাত করিয়া তত্তদ্ব্যক্তিকে তত্তৎকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া থাকেন। কোন ব্যক্তিকে ব্রাহ্মণপদে নিযুক্ত করিতে হইলে তদীয় দশ পুরুষ পর্য্যান্ত ব্রাহ্মণত্ব বিদ্যমান আছে কিনা তাহা দেখিতে হয়।

কোন ব্যক্তিকে রাজপদে নিযুক্ত করিতে হইলে তদীয় দশ পুরুষ পর্য্যান্ত রাজত্ব বিদ্যমান আছে কিনা, তাহা দেখিতে হয়। কেবল তদীয় যোগ্যতা মাত্র পরিদর্শন করিয়া তাহাকে পদবিশেষে বা কার্য্যবিশেষে নিযুক্ত করা হয় না। ঊর্দ্ধতন পুরুষগণের স্বভাব সঞ্চার হেতু, তদীয় স্বভাব পরিবর্ত্তনে আশঙ্কা হইয়া থাকে। উক্ত প্রকারে রাজমন্ত্রী প্রভৃতি এবং ক্ষত্রিয় বৈশ্য প্রভৃতি সকল ব্যক্তিকেই পরীক্ষা পূর্ব্বক তত্তৎপদে বা তত্তৎকার্য্যে নিযুক্ত করা হইয়া থাকে। অতএব ভগবান মনু বিবাহ প্রকরণে কন্যা গ্রহণ বিষয়ে বলিয়াছেন,—

দশপুরুষপর্য্যন্তং শ্রোত্রিয়ানাং মহাকুলাৎ॥ ইতি॥

যদ্যপি ব্যক্তিবিশেষের স্বভাবাচারই তদীয় যোগ্যতাদি নির্ণয়ে মুখ্য হেতু হয়, তথাপি তৎপূর্ব্ববর্ত্তী অধিক সংখ্যক পুরুষের তৎ স্বভাবাচার দর্শনে বিশ্বাসাধিক্য হইয়া থাকে।

স্বভাবাচারানুসন্ধান ব্যতিরেকে কেবল সদসদ্বংশজন্মখ্যাতি কদাচ গ্রাহ্য নয়। যেহেতু সে বিষয়ে কোন প্রকার প্রমাণ এবং যুক্তি দেখা যায় না। তদভ্যন্তরেও সদ্‌গুণের এবং অসদ্‌গুণের পরিদর্শন স্বতঃই সিদ্ধ হইতেছে, অন্যথা সদসদ্বংশ জন্মখ্যাতির

নিরর্থকতা হয়। যেহেতু ব্রাহ্মণাদি মনুষ্য সকল মধ্যে জননেন্দ্রিয় ভেদদ্বারা, বা অস্থিচর্ম্মাদি ভেদ দ্বারা কিংবা দৈর্ঘ্যহ্রস্বত্বাদি ভেদ দ্বারা অথবা স্থূলতাকৃশতাদি ভেদদ্বারা কোন প্রকার বর্ণভেদ বা জাতিভেদ দেখা যায় না।

যদি থাকে, তবে স্বার্থপর ব্যক্তিগণ তাহা দেখাইতে পারেন। উক্ত প্রকার জন্ম কর্ম্মাধীনতা সকল অবস্থাতে হয় না। দেহাত্মবাদী সকলেরই কথিত প্রকারে জন্মকর্ম্মাধীনতা হইয়া থাকে।

এ হেতু সাংখ্য, যোগ, জ্ঞান, বিজ্ঞান এবং ভগবদ্বিষ্ণুভক্তি যুক্ত ব্যক্তিগণের জন্ম-কর্ম্মাধীনতা হয় না।

স্বভাব ভেদ অন্তঃকরণেরই হয়, জীবের শুদ্ধ-স্বরূপের নয়। আচার ভেদ দেহেন্দ্রিয়াদি সকলের হয়, শুদ্ধ জীবের নয়। এইরূপ পিত্রাদিস্বভাবাচারানুসারে জন্মভেদ দেহেন্দ্রিয়ান্তঃকরণ প্রভৃতির হয়, শুদ্ধজীবের নয়; অতএব যে সকল ব্যক্তির দেহেন্দ্রিয়ান্তঃকরণ প্রভৃতিতে আত্মজ্ঞান হয়, তাহারাই জন্মকর্ম্মাধীন হইয়া থাকেন। তাহারা আত্মবৎ অনুসন্ধানে মহাপুরুষকেও বিশ্বাকারে দেখিয়া থাকেন। অতএব তাঁহাকে নানা নামরূপ দ্বারা অর্চ্চন করেন।

সাংখ্য যোগীসকল দেহেন্দ্রিয়ান্তঃকরণ হইতে আত্মাকে ভিন্ন এবং তৎসাক্ষীরূপে দেখেন, তদনুসারে মহাপুরুষকেও বিশ্বাকার দেহ হইতে ভিন্ন এবং তৎসাক্ষিরূপে দেখেন, তাদৃশ দর্শনদ্বারাই মহাপুরুষের পরমার্চ্চন স্বীকার করেন এবং দেহেন্দ্রিয়ান্তঃকরণ হইতে ভিন্নদর্শী হেতু, তত্তদ্ব্যাপার দ্বারা লিপ্ত হন না। এ হেতু জন্ম-কর্ম্মাধীন হন না।

ধ্যানযোগী সকল, বিশ্ব-বিগ্রহরূপে পরমাত্মার অনুভব করেন স্বকীয় দেহান্তঃকরণ প্রভৃতিকে তদবয়বরূপে দেখেন এবং তদ্ব্যাপার প্রবর্ত্তকরূপে পরমাত্মাকে দেখিয়া থাকেন। এইরূপ দর্শনকেই পরমাত্মার যজনরূপে স্বীকার করেন, দেহেন্দ্রিয়ান্তঃকরণ প্রভৃতিতে, আত্মাভিমান না থাকা হেতু, এবং তদ্ব্যাপারে নিজ কর্ত্তৃত্ব জ্ঞান না থাকা হেতু, জন্মকর্ম্মাধীন হন না সেহেতু তদ্ব্যাপারাদি দ্বারা লিপ্ত হন না।

জ্ঞানযোগী সকল, বিশ্বের সৃষ্টি-পালন-সংহারকে পরমেশ্বরের শক্তি প্রভাবরূপে দেখিয়া থাকেন, সর্ব্বজীবের দেহেন্দ্রিয়ান্তঃকরণ ব্যাপারকে পরমেশ্বরের লীলারূপে অনুভব করিয়া থাকেন। দেহান্তঃ-করণ প্রভৃতিকে তৎশক্তি প্রভাব মাত্ররূপে দেখেন। অতএব দেহান্তঃকরণ প্রভৃতি ব্যাপার দ্বারা লিপ্ত হন না এবং জন্মকর্ম্মা-ধীনও হন না। উক্তানুভবকেই পরমেশ্বরের পরমোপাসনারূপে স্বীকার করেন।

বিজ্ঞান যোগী সকল, পরব্রহ্মস্বরূপকে সর্ব্বমূলসর্ব্বাশ্রয়রূপে দেখেন, সকলশক্তি এবং সকল শক্তি-ব্যাপারকে তদাশ্রিত হেতু তদভিন্ন তদেকাত্মরূপে দেখেন। অস্বতন্ত্র জ্ঞানে শক্তিতদ্ব্যাপারে হেয়জ্ঞান করিয়া থাকেন। কেবল গুণাতীত স্বরূপমাত্রে উপাদেয় জ্ঞান করেন। তৎসদৃশ তৎশক্তি স্থানীয় হেতু জীবস্বরূপকে, তদভিন্নরূপে দেখিয়া থাকেন। উক্ত প্রকার অনুভবকেই পরব্রহ্মের পরমোপাসনারূপে স্বীকার করেন, এ হেতু দেহেন্দ্রিয়ান্তঃকরণ ব্যাপার দ্বারা লিপ্ত হন না, এবং জন্ম-কর্ম্মাধীনও হন না।

শ্রীভগবদ্ভক্তরূপ **ভক্তিযোগী** সকল শ্রীভগবদ্‌গুণাতীত সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ঘনবৈচিত্র্যরূপে তদৈশ্বর্য্য মাধুর্য্যকে দেখিয়া, তাহাতেও পরমোপাদেয় জ্ঞানপূর্ব্বক তদেকপরায়ণ হইয়া থাকেন। সচ্চিদানন্দ ঘনবৈচিত্র্যাত্মক তৎপার্ষদ শরীরে অবস্থানপূর্ব্বক তদেক সেবনানন্দে মত্ত হইয়া থাকেন। প্রাকৃত দেহেন্দ্রিয়ান্তঃ-করণ হইতে অতীত হেতু তৎসম্বন্ধি সুখ দুঃখ রহিত হেতু, নিজসুখোদ্দেশে অপ্রবৃত্ত হেতু, দেহেন্দ্রিয়ান্তঃকরণ ব্যাপার দ্বারা অলিপ্ত হন, এবং জন্ম-কর্ম্মাধীন হন না।

পূর্ব্বোক্ত সাংখ্য যোগী প্রভৃতি চতুর্ব্বিধ যোগীর শ্রীভগবদ্ বিগ্রহে, শ্রীভগবদ্ভক্তিতে শ্রীভগবদ্ভক্ত সকলে, দ্বেষরূপ অপরাধ হইলে, দেহান্তঃকরণাদি ব্যাপার দ্বারা অলিপ্ত হইলেও জন্ম-কর্ম্মাধীন না হইলেও হিরণ্যকশিপু প্রভৃতিবৎ আসুর ভাব প্রাপ্ত হইয়া লোক ধ্বংসকর হন পরে শ্রীভগবৎ কর্তৃক সংহৃত হইয়া সূর্য্যোপম শ্রীভগবানের কিরণোপম ব্রহ্মস্বরূপে বিলয় প্রাপ্ত হন। শ্রীভগ-বচ্চরণাম্বুজ সেবানন্দ হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকেন।

কথিতাপরাধ রহিত হইলে, লোকমঙ্গলকর হন, শ্রীভগবদ্ভক্ত-বৎ পরমপূজ্য হন, কিন্তু শ্রীভগবৎ-পাদাম্বুজ সেবনে লালসা-বর্জ্জিত হেতু, মুক্তিলাভ পূর্ব্ববৎ হইয়া থাকে।

বৈশেষিক দর্শনানুগত ব্যক্তিগণ অতি মুখ্যদ্রব্যরূপে, **ন্যায়দর্শনা**নুগত ব্যক্তিগণ পরমমুখ্যপ্রমেয়রূপে, পরমাত্মাকে অনুভব করিয়া তাঁহাকে অন্য পদার্থ বিলক্ষণরূপে অনুভব করিয়া থাকেন। অতএব তাহারা সাংখ্যযোগীর সদৃশহেতু প্রকারান্তরে তদন্তর্ভূত হন।

উক্ত পঞ্চবিধ মহাপুরুষগণ, ম্লেচ্ছ বংশে জন্মগ্রহণ করিলেও পূর্ব্ব স্বভাব সুগত্যে দুরাচারতা ত্যাগ না করিয়া থাকিলেও দেহাত্ম-বাদ রহিত হেতু, দেহেন্দ্রিয়ান্তঃকরণ ব্যাপার অলিপ্ত হেতু, জন্ম কর্ম্মাধীনত্ব বর্জ্জিত হেতু, পূর্ব্বোক্ত বর্ণাশ্রমাচার-প্রধান কর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণের পরমপূজ্য হন।

যেহেতু কর্ম্মনিষ্ঠগণ, দেহাত্মবাদী হেতু, দেহেন্দ্রিয়ান্তঃকরণ ব্যাপার দ্বারা লিপ্ত হেতু, জন্ম-কর্ম্মাধীন হেতু, নিকৃষ্ট সম্প্রদায়ভুক্ত হন এবং তত্তদ্ধর্ম্ম সাধক হেতু তত্তদনুগত হইয়া থাকেন।

তথাচ শ্রীভগবদ্বাক্যং শ্রীভাগবতে—১১।১৪।২১

ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ ইতি।

গীতায়াং—"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্য ভাক্॥ ৯।৩০

সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্‌ ব্যবসিতো হি সঃ॥

ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বৎ শান্তিং নিগচ্ছতি॥

কৌন্তেয় প্রতিজানিহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥ ইতি॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে শাস্ত্রবাক্যং—

ভক্তিরষ্টবিধা হ্যেষা যস্মিন্ ম্লেচ্ছেঽপি বর্ত্ততে।

স মুনিঃ সত্যবাদী চ কীর্ত্তিমান্ স ভবেন্নরঃ॥ ইত্যাদি॥

(সত্যবাদী ব্রহ্মবাদী, কীর্ত্তিমান্ সর্বপূজ্য ইতি কীর্ত্তির্বিদ্যতে যস্য সঃ) উক্ত পঞ্চবিধ মহাপুরুষগণ ইচ্ছানুসারে লোক শিক্ষার্থ জন্মকর্ম্মাধীন না হইলেও পূর্ব্ববৎ কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ইচ্ছানুসারে পরিত্যাগও করিয়া থাকেন।

—*—

কালভেদে স্বভাবভেদ

এই জন্মকর্ম্ম ভেদ ব্যবহার, সকল কালে থাকে না। যেকালে শ্রীভগবান্ কল্কিরূপে অভক্তরূপ ম্লেচ্ছ সকলের সংহার পূর্ব্বক ভক্তগণের রক্ষা করেন, সেই কালে শ্রীভগবদ্ভক্ত ভিন্ন তদ্বহির্মুখ ব্যক্তি থাকে না। সেই কালকে সত্যযুগের আরম্ভ কাল বলা হয়। শ্রীভগবদ্ভক্ত হেতু তাহারা বিবেক বৈরাগ্য এবং যোগ দ্বারা পরিপূর্ণ থাকেন। সেকালে কেবল ধ্যান-মার্গেরই প্রাধান্য হইয়া থাকে। পরে বহিরিন্দ্রিয় সকলের সার্থকতার জন্য শ্রীভগবদর্চ্চন রূপ ক্রিয়া-যোগের প্রাকট্য হয়। যেকালে প্রজাগণের বিষয়-বাসনার আশঙ্কা হয়, সেই কালে সেই সিদ্ধপুরুষগণ অনুকরণ-মাত্রে ভাবি লোকশিক্ষার জন্য, বর্ণাশ্রমাচারের অনুষ্ঠান করেন। সেই কালকে সত্যযুগের শেষ কাল বলা হয়। অতএব সত্যযুগে বর্ণাশ্রম ভেদ থাকে না, সকলেই প্রায় ভাগবত পরমহংস থাকেন। যেহেতু, সত্যযুগে ভক্তি বিবেকাদি প্রচারার্থে শ্রীবৈকুণ্ঠবাসী এবং ব্রহ্মলোকনিবাসী সকল জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন।

যেকালে প্রজাসকল বিষয়-বাসনাযুক্ত হন, সেইকালে প্রকৃত বর্ণাশ্রমভেদ ব্যবহার প্রচলিত হয়। সেই কালকে ত্রেতাযুগের আদিকাল বলা হয়। ত্রেতাযুগের পূর্বার্দ্ধে ব্রাহ্মণস্বভাবযুক্ত ব্যক্তিগণ অধিক হন, উত্তরার্দ্ধে ক্ষত্রিয়স্বভাবযুক্ত ব্যক্তি সকলের আধিক্য হইয়া থাকে।

দ্বাপরের পূর্বার্দ্ধে বৈশ্য স্বভাবযুক্ত ব্যক্তির আধিক্য হয়, পরার্দ্ধে শূদ্রস্বভাবযুক্ত ব্যক্তিগণের আধিক্য হইয়া থাক। ক্রমে

বিষয়াসক্তির আধিক্যহেতু এইরূপ ব্যাপার হইয়া থাকে।

যেকালে অন্ত্যজাদি স্বভাবযুক্ত ব্যক্তিগণের আধিক্য হয়, এবং বর্ণাশ্রমাচার সকল, সঙ্কোচ প্রাপ্ত হয় সেই কালকে কলি-যুগের আরম্ভকাল বলা হয়। ক্রমে কলিযুগে ম্লেচ্ছস্বভাবযুক্ত ব্যক্তিগণের আধিক্য হয়, বর্ণাশ্রমও নাম মাত্রে পরিণত হন। যেকালে বর্ণাশ্রমের নামও থাকে না, লোক সকল ম্লেচ্ছস্বভাবযুক্ত হন, সেই কালকে কলিযুগের শেষাবস্থা বলা হয়।

যে সকল অধিক পুণ্যশীল ব্যক্তি পুণ্যবলে বহুকাল স্বর্গ-ভোগ করিতেছেন, তাহাদের পুণ্যক্ষয় হইলে, তাহারাই ত্রেতাযুগের পূর্ব্বার্দ্ধে জন্মগ্রহণ করেন। ক্রমে তাহা হইতে অল্প পুণ্যকারী ব্যক্তিগণ দ্বাপরের শেষকাল পর্য্যন্ত জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। যে সকল পাপী পাপবলে নরকভোগ করিতেছেন, তাহারাই পাপক্ষয়ে কলিযুগে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। অতএব পরিপূর্ণ-রূপে বর্ণাশ্রমাচার সকলের অনুষ্ঠান ত্রেতাযুগে এবং দ্বাপরযুগে হয়, সত্যযুগে এবং কলিযুগে হয় না। তথাচ একাদশস্কন্ধে শ্রীভগবদ্বাক্যং—

"আদৌ কৃতযুগে বর্ণো নৃণাং হংস ইতি স্মৃতঃ।
কৃতকৃত্যাঃ প্রজা জাত্যা তস্মাৎ কৃতযুগং বিদুঃ॥
বেদঃ প্রণব এবাগ্রে ধর্ম্মোঽহং বৃষরূপধৃক্।
উপাসতে তপোনিষ্ঠা হংসং মাং মুক্তকিল্বিষাঃ॥
ত্রেতামুখে মহাভাগ প্রাণান্মে হৃদয়াত্ত্রয়ী।
বিদ্যাপ্রাদুরভূত্তস্যা অহমাসং ত্রিবৃন্মখঃ॥ ১১।১৭।১০-১২

নবমস্কন্ধে—

এক এব পুরা বেদঃ প্রণবঃ সর্ব্ববাঙ্ময়ঃ।
দেবো নারায়ণো নান্যঃ একোঽগ্নির্ব্বর্ণ এব চ॥
পুরোরবস এবাসীত্রয়ী ত্রেতাযুগে নৃপ॥ ৯।১৪।৪৮

ইতি শুকবাক্যং॥

কলিযুগে বর্ণাশ্রম নাম মাত্রে পরিণত হইলে, বর্ণাশ্রমাচার সাহায্যে বিবেক-বৈরাগ্য-যোগাদি লাভেরও সম্ভাবনা থাকে না, অতএব কলিযুগে যেসকল শ্রীভগবদ্ভক্ত শ্রীভগবদ্ভক্তির মাহাত্ম্য কীর্ত্তন পূর্ব্বক শ্রীভগবদ্ভক্তির উপদেশ প্রদান করেন, তাঁহারাই একমাত্র ব্রাহ্মণ স্থানীয়। তদ্রক্ষকগণ ক্ষত্রিয় স্থানীয়, তৎপোষকগণ বৈশ্য-স্থানীয়, তৎসেবক সকল বেদানুগত শূদ্রস্থানীয় হইয়া থাকেন। অন্য বহির্ম্মুখব্যক্তি সকল ম্লেচ্ছবৎ পরিবর্জ্জনীয় হন। যাহারা শ্রীভগবদ্ভক্তবৎ হইয়াও শ্রীভগবদ্ভক্তির মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াও, শ্রীভগবদ্ভক্ত মাহাত্ম্যের আচ্ছাদন করেন, তাঁহারা ধূর্ত্ত মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকেন। কলিযুগের শেষে শ্রীভগবান্ অভক্তরূপ ম্লেচ্ছসংহার পূর্ব্বক ভক্ত মাত্র রক্ষা করেন।

অতঃপর পূজ্য পূজকভাব লিখিত হইতেছে। শ্রীভগবান্ পঞ্চরূপে উপাস্য হন, যথা,—প্রাকৃতবিশ্বরূপে এবং তৎসাক্ষিরূপে, আর তৎপ্রবর্ত্তকরূপে, আর তন্মূলরূপে, আর প্রাকৃতাপ্রাকৃতবিশ্বাশ্রয়রূপে ইতি। কর্ম্মযোগীসকল, মহাপুরুষ নামে বিশ্বরূপ ভগবানের উপাসনা, যজ্ঞরূপ কর্ম্মদ্বারা করিয়া থাকেন। সকল জীবরূপ পুরুষ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গরূপ যাঁর, তাঁহাকে মহাপুরুষ বলা হয়। এক

এক জীব এক এক দেহাভিমানী, মহাপুরুষ সমষ্টি বিশ্বাভিমানী। দেবগণ, পিতৃগণ, ঋষিগণ, মনুষ্যসকল এবং সর্ব্বপ্রাণী, এই পঞ্চরূপে জীবসকল বিভক্ত হন। দেবাদিপূজা, যজ্ঞাদি বিধিদ্বারা হয়। মনুষ্য ভিন্ন অন্য সর্ব্বপ্রাণীর পূজা হিতানুষ্ঠানদ্বারা হয়। মনুষ্য পূজাতে তারতম্য হইয়া থাকে। তাহা অতিথি সৎকারে না থাকিলেও পূজ্য পূজকভাবে অবশ্য আছে। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন—

> "ঊর্দ্ধং প্রাণা হ্যুৎক্রামন্তি যুনঃ স্থবির আগতে।
> প্রত্যুত্থানাভিবাদৈশ্চ পুনস্তান্ প্রতিপদ্যতে॥ ইতি"

বৃদ্ধ ব্যক্তি, সমাগত হইলে, যুবার শক্তিসকল, ঊর্দ্ধে (অর্থাৎ সেই বৃদ্ধাভিমুখে) গমন করে. প্রত্যুত্থান অভিবাদন প্রভৃতি দ্বারা, পুনর্ব্বার সেই সকল, যুবার নিকটে আসিয়া থাকে। প্রত্যুত্থানাদি অভাবে, তাহা আর ফিরিয়া আসে না, সেই যুবা শক্তিহীন হন। জ্ঞানবৃদ্ধ, বলবৃদ্ধ, ধনবৃদ্ধ এবং বয়োবৃদ্ধ ভেদে বৃদ্ধ চতুর্ব্বিধ হন। জ্ঞানের. আধিক্যস্থলে, বলের আধিক্য গ্রাহ্য হয় না। বলের আধিক্যস্থলে. ধনের আধিক্য গ্রাহ্য হয় না। ধনের আধিক্যস্থলে বয়সের আধিক্য গ্রাহ্য হয় না। জ্ঞানের, বলের, ধনের এবং বয়সের সাম্য হইলে, পরস্পর পূজ্য হইয়া থাকে। যেহেতু জ্ঞান ভিন্ন বল, বলাভাবে ধন, ধনাভাবে বয়স, অকিঞ্চিৎকর হইয়া থাকে। অতএব রক্ষক, পোষক এবং সেবক, জ্ঞাপকের পূজা করেন। পোষক এবং সেবক রক্ষকের পূজা করেন এবং সেবক পোষকের পূজা করিয়া থাকেন।

যিনি জ্ঞানাধিক হন, তিনি জ্ঞাপকমাত্রের পূজ্য হন। যিনি বলাধিক হন, তিনি রক্ষকমাত্রের পূজ্য হন, যিনি ধনাধিক হন, তিনি পোষকমাত্রের পূজ্য হন, যিনি বয়োধিক হন, তিনি সেবক-মাত্রের পূজ্য হইয়া থাকেন। অতএব মনু বলিয়াছেন—

"বিপ্রাণাং জ্ঞানতো জৈ্যষ্ঠ্যং ক্ষত্রিয়াণাং তু বীর্য্যতঃ।
বৈশ্যানাং ধান্যধনতঃ শূদ্রাণামেব জন্মতঃ॥ ইতি॥"

জ্ঞান পঞ্চবিধ হয়, যথা—শ্রীভগবানের প্রাকৃতবিশ্বাকার বিগ্রহত্বানুভব, তৎসাক্ষিত্বানুভব, তৎপ্রেরকত্বানুভব, তন্মূলত্বানুভব, এবং প্রাকৃতাপ্রাকৃত বিশ্বাশ্রয়ত্বানুভব ইতি। কর্ম্মযোগী সকল যে প্রকার শ্রীভগবানকে মহাপুরুষ নামে প্রাকৃত বিশ্বাভিমানীরূপে অনুভব করিয়া থাকেন, সাংখ্যযোগী সকল সে প্রকার বহির্দৃষ্টি-দ্বারা বিশ্বাকারে অনুভব করেন না, অন্তর্দৃষ্টিদ্বারা সেই মহাপুরুষ নামে, সেই বিশ্ব হইতে ভিন্ন এবং তৎসাক্ষীরূপে অনুভব করিয়া থাকেন। অতএব অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন হেতু, বহির্দৃষ্টিযুক্ত কর্ম্মযোগী সকল হইতে **শ্রেষ্ঠ** হন। এহেতু কর্ম্মযোগ জ্ঞাপক প্রভৃতি কর্ম্মযোগী সকলের সাংখ্যযোগী সকল **পূজ্য** হইয়া থাকেন। পূজার অভাবে কর্ম্মযোগীদের শক্তি হ্রাস হয়; আর সাংখ্যযোগে সমারোহণ করিতে পারেন না।

সাংখ্যযোগী সকল তদীয় বিশ্বসাক্ষীত্বমাত্র গুণের অনুভব করিয়া থাকেন; সাক্ষিত্ব, অপ্রবর্ত্তকেও সম্ভব হয়; কিন্তু ধ্যান-যোগী সকল এবং জ্ঞানযোগী সকল তদীয় সাক্ষিত্বগুণের অনুভব করিয়াও তদীয় বিশ্বপ্রবর্ত্তকত্ব গুণের অনুভব করেন। অতএব

তাহা হইতে ইঁহারা শ্রেষ্ঠ হন এবং তাঁহাদের পূজ্য হইয়া থাকেন।

ধ্যানযোগী এবং জ্ঞানযোগী সকল, পরমাত্মারূপে এবং পরমেশ্বররূপে শ্রীভগবানের সাক্ষিত্ব এবং সর্ব্বপ্রেরকত্ব গুণের অনুভব করিলেও, সর্ব্বমূলত্ব সর্বাত্মকত্ব গুণের অনুভব করেন না। তদ্দ্বারা প্রকৃতির পরব্রহ্ম ভিন্নত্বও প্রতীত হইতে পারে।

বিজ্ঞানযোগী সকল পরব্রহ্মাখ্য শ্রীভগবানের সাক্ষিত্ব প্রেরকত্ব গুণের অনুভব করিয়াও, তদীয় সর্বমূলত্ব সর্বাত্মকত্ব গুণের অনুভব করিয়া থাকেন। এহেতু ধ্যানযোগী এবং জ্ঞানযোগী সকল হইতে বিজ্ঞানযোগী সকল শ্রেষ্ঠ হন এবং তাহাদের পূজ্য হইয়া থাকেন। অন্যথা তদগুণ সঞ্চার হয় না।

বিজ্ঞানযোগী সকল শ্রীভগবানের প্রাকৃত বিশ্বসাক্ষিত্ব প্রেরকত্ব মূলত্বরূপ আশ্রয়ত্ব অনুভব করিলেও, তদীয় অপ্রাকৃত বিশ্বাশ্রয়ত্ব অনুভব করিতে পারেন না, তাহা ভক্তি যোগীসকল অনুভব করিয়া থাকেন। অতএব শ্রীপরমভাগবতগণই শ্রীভগবানের পরিপূর্ণতার সর্বগুণাশ্রয়তার অনুভব করেন, অন্য যোগীসকল তদনুভব করিতে পারেন না। এহেতু ভক্তি যোগীরূপ পরম ভাগবত সকল বিজ্ঞানযোগীসকল হইতেও শ্রেষ্ঠ হন এবং তাহাদের পূজ্য হন, অতএব শ্রীপরমভাগবতগণই সর্বপূজ্য হইয়া থাকেন।

উক্ত চতুর্বিধ যোগীসকল শ্রীভগবদ্ভক্ত পূজা ব্যতিরেকে শ্রীভগবদ্ভক্তি লাভ করিতে পারেন না। শ্রীভগবদ্ভক্তির অভাবে তাহাদের নিজ নিজ যোগ মাহাত্ম্য আসুরভাবে পরিণত হয়। তথাচ শ্রীভাগবতে—৫।১৮।১২

"যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতোমহদ্‌গুণা মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥ ইতি॥"

কলিযুগের স্বার্থসাধন-পরায়ণ মহাধূর্ত্ত মহোদয়গণ, ভক্তি যোগী সকলেরও পূজা করেন না, বিজ্ঞানযোগী সকলেরও পূজা করেন না, জ্ঞানযোগী সকলেরও পূজা করেন না, ধ্যানযোগী সকলেরও পূজা করেন না, সাংখ্যযোগী সকলেরও পূজা করেন না, কর্ম্মযোগী-সকলেরও পূজা করেন না কেবল তাহারা. জননেন্দ্রিয়ের বা অস্থিচর্ম্মাদির পূজা করিয়া থাকেন তদ্বিনা তাহাদের সার্থসাধনের সম্ভাবনা নাই।

যাহারা উক্ত মহাপুরুষগণের পূজা করেন, তাঁহারা ব্রহ্মপ্রধান, যাহারা ইহাদের পূজা না করিয়া, চর্ম্মাদির পূজা করিয়া থাকেন, তাহারা চর্ম্মপ্রধান ; "চর্ম্মপ্রধানীকরোতীতি চর্ম্মকারঃ।" যে সকল ব্যক্তি কুতর্ক দ্বারা বৈদিক সমাজের ধ্বংস করিয়া থাকেন, তাহারা যদি ম্লেচ্ছ হইতে অধম না হইবেন, তবে আর কে হইবে? ইহারা চর্ম্মাদি পূজক হইলেও, বলের পূজা অবশ্য করিয়া থাকেন. তাহা না করিলে যে, দণ্ডাঘাতে মস্তক বিদীর্ণ হইবে। ধনের পূজাও অবশ্য করেন, তাহা না করিলে যে, উদর যন্ত্রণায় প্রাণ বাহির হইয়া যাইবে। বয়োধিক লোকসকল ইহাদের নিকটে হাস্যাস্পদ-মাত্র. তাহারা পশু হইতেও হীন, তাহাদের কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। স্বয়ং পারমার্থিক জ্ঞানও যাহাদের সমীপে বস্তু মধ্যেই গণ্য হয় না, কেবল ঘটাদি চৌর্য্য যাত্রা সময়ে দণ্ড ছত্রাদিবৎ সাহায্য করিয়া থাকেন মাত্র ; বাটী প্রবেশ করিলে তদ্বৎ পড়িয়া

থাকেন। তাহাদের স্মরণ রাখা উচিত. জ্ঞানের সদ্ভাব অসদ্ভাব দ্বারাই ব্রাহ্মণ শূদ্রাদি ভেদ হইয়া থাকে, জননেন্দ্রিয় ভেদেও নয় এবং অস্থি চর্ম্মাদি ভেদেও নয়! জ্ঞানের পূজা এবং অপূজাদ্বারাই সত্যযুগ কলিযুগাদি ভেদ হইয়া থাকে, জ্ঞানের আদর অনাদর দ্বারাই, আস্তিক নাস্তিকের পরীক্ষা হইয়া থাকে।

যে কালে জ্ঞান-বৃদ্ধসমীপে স্বয়ং সম্রাটও ভৃত্যানুভৃত্যবৎ ব্যবহার করিয়া থাকেন. সেই কালকেই সত্যযুগ বলা হয়। যে কালে জ্ঞানবৃদ্ধকে অতি নীচের নিকটেও পশু হইতে হয়, সেই কালকেই কলিযুগ বলা হয়। এ ভিন্ন কলিযুগ কোন ব্যক্তিকে রাক্ষসবৎ আক্রমণ করে না।

যে সকল ব্যক্তি গুণকর্ম্মভেদে ব্রাহ্মণাদিভেদ স্বীকার করেন না, তাহারা কি কোন প্রকার জননেন্দ্রিয় ভেদ দেখিয়াছেন? কিম্বা অস্থিচর্ম্ম রক্তমাংসাদিতে কোন প্রকার ভেদ দেখিতে পাইয়াছেন? তাহা হইলে দেখাইতে পারেন। যাহারা জীব সকল হইতে, ভিন্নরূপে সর্ব্বাশ্রয় শ্রীভগবানের অস্তিত্বও স্বীকার করেন না, স্বয়ং পরব্রহ্ম হইয়া পড়েন, তাহারা জীব পূজাপর নহেন কি? আর কি বলা যায়!

গুণকর্ম্মপ্রাধান্য স্বীকার না করিয়া তদনাদর পূর্ব্বক যেসকল ব্যক্তি কেবলমাত্র বংশ প্রাধান্য স্বীকার করেন, বংশ প্রাধান্যও যে গুণকর্ম্ম প্রাধান্য তাহা স্বপ্নেও জানিতে পারেনা, সেই সকল ব্যক্তিকে জননেন্দ্রিয় পূজক না বলিয়া আর কি বলিব! যে সকল ব্যক্তি, গুণকর্ম প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, কেবল জ্যেষ্ঠাংশে

প্রাধান্য স্বীকার করিয়া বহু রাজ বাটী প্রভৃতির মর্যাদা ধ্বংস করিতেছেন, সেই সকল ব্যক্তিকে জননেন্দ্রিয় প্রথম ব্যাপার পূজক না বলিয়া আর কি বলা যায়। উক্ত প্রকারে যাহারা, গুণকর্ম্ম প্রতি লক্ষ্য না করিয়া বেশমাত্রের বা ধর্ম্ম স্বীকারমাত্রের প্রাধান্য স্বীকার করেন তত্তদগুণ কর্ম্মবিশিষ্ট ব্যক্তির অনাদর করিয়া থাকেন, তাহারা বেশপূজাপর নামে প্রসিদ্ধ হন। উক্ত প্রকারে গুণকর্ম্ম প্রতি লক্ষ্য না করিয়া তদনাদর হেতু এবং কেবল বংশের জ্যেষ্ঠাংশের এবং বেশের প্রাধান্য স্থাপনহেতু দেব-সমাজরূপ বৈদিক-সমাজ, অন্ধসমাজে পরিণত হইতে অগ্রসর হইতেছে। যে কালে গুণকর্ম্ম প্রাধান্য সংস্থাপিত হইবে, সেই কালেই এই সমাজের প্রকৃত মঙ্গল হইবে ইহাতে সংশয় নাই।

জন্মভেদ বা জাতিভেদ কাহাকে বলা হয়, তাহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। তদ্দ্বারা কেবল স্বভাব বিশেষ সূচিত হইয়া থাকে। গর্ভাধানাদি উপনয়ন পর্য্যন্ত সংস্কার সকল দ্বারা শুক্র-গর্ভাদি সম্বন্ধি মলের মাত্র মার্জ্জন হয়, স্বভাব বিশেষের সমুদ্ভব হয় না। কর্মদ্বারা স্বভাব বিশেষ লক্ষিত হয়, স্বভাব বিশেষের দ্বারাই, ভেদ ব্যবহার হইয়া থাকে।

বর্ত্তমান গণভেদকে কদাচ জাতিভেদ বলিতে পারা যায় না, প্রকৃত জাতিভেদকে উক্ত মহোদয়গণ যমালয়ে প্রেরণ করিয়াছেন। যে শ্রীভগবৎ-সেবন ব্যতিরেকে সর্ব্বশাস্ত্র সম্বন্ধি জ্ঞানও নিরর্থক হয়, সেই ভগবৎ সেবনকে তিরস্কার করিয়া জননেন্দ্রিয়ের বা অস্থিচর্মাদির মাহাত্ম্য যদি থাকিতে পারে থাকুক।

তথাচ শ্রীভাগবতে—

"শব্দে ব্রহ্মণি নিষ্ণাতো ন নিষ্ণায়াৎ পরে যদি।
শ্রমস্তস্য শ্রমফলং হ্যধেনুমিব রক্ষতঃ॥ ইতি॥"

অতঃপর **পরিবর্ত্তন** প্রকার লিখিত হইতেছে। গুণকর্ম্ম পরিবর্ত্তন দ্বারা, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় হইতে পারেন, বৈশ্য হইতে পারেন, শূদ্র হইতে পারেন। ক্ষত্রিয়ও, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য এবং শূদ্র হইতে পারেন। বৈশ্যও তপোবলে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় হইতে পারেন, দুষ্কর্ম্মাদি দ্বারা শূদ্রও হইতে পারেন। শূদ্রের কিন্তু দ্বিজত্ব লাভ করিতে শ্রৌতস্মার্ত্ত ব্যবস্থানুসারে, অসম্ভাবনা হয়। কারণ উপনয়ন সংস্কার ব্যতিরেকে দ্বিজত্ব হয় না, উপনয়ন সংস্কার গর্ভাধানাদি সংস্কারের অপেক্ষা করে, গর্ভধানাদি সংস্কার সকল, গর্ভবাসের পূর্ব্বকাল হইতে যথাকালের অপেক্ষা করে, অতএব অসম্ভাবনা হইয়া থাকে।

এহেতু শূদ্র, ব্রাহ্মণাদি স্বভাব লাভ করিলেও, সেই শরীরে শ্রৌত-স্মার্ত্ত যজ্ঞে প্রবৃত্ত হন না, কিন্তু যোগ্য হইলে, শ্রীগুরুদেবের অনুগ্রহে ব্রাহ্মণাদিবৎ সাংখ্যযোগে, ধ্যানযোগে, জ্ঞানযোগে, বিজ্ঞানযোগে এবং ভক্তিযোগে অবশ্য অধিকারী হন

শ্রীগুরুপদাশ্রয়রূপ দীক্ষাদ্বারা দ্বিজত্ব লাভও হয়, সম্ভাবনা থাকা হেতু ফলে অধিকারী হইতে পারিল, কিন্তু অসম্ভবনা হেতু, সাধনে অধিকারী হইতে পারিল না। সাংখ্যযোগে, ধ্যানযোগে, জ্ঞানযোগে, বিজ্ঞানযোগে অথবা ভক্তিযোগে অধিকার লাভ, পরে গর্ভধানাদি উপনয়ন পর্য্যন্ত সংস্কার সকলের অভাবেও,

শ্রৌত স্মার্ত্ত যজ্ঞে অধিকার হইতে পারিত, বেদাধ্যয়নে অবসর হয় না, তদবসর থাকিলেও আর প্রয়োজন হয় না, যেহেতু সিদ্ধের সাধনে প্রয়োজন নাই। অতএব শূদ্র-বংশজাত ব্যক্তির সিদ্ধাবস্থা লাভের পর, শ্রৌত-স্মার্ত্ত যজ্ঞানুষ্ঠান প্রায় দেখা যায় না। উক্ত ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে তত্তদনুষ্ঠান করিয়াও থাকেন।

অতএব সূতবংশজাত শ্রীলোমহর্ষণির বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠান শ্রবণ করা যায়। যথা, বৃহন্নারদীয় পুরাণে—

তত্র নারায়ণং দেবমনন্তমপরাজিতম্।
যজন্তমগ্নিষ্টোমেন দদৃশুর্লৌমহর্ষণিম্॥
যথার্হমর্চ্চিতাস্তেন সূতেন প্রথিতৌজসঃ।
ইচ্ছন্তস্তদবভৃতং তত্র তস্থূর্মখালয়ে॥
অধ্বরাবভৃতস্নাতং মুনিং পৌরাণিকোত্তমম্।
পপ্রচ্ছুস্তে সুখাসীনং নৈমিষারণ্যবাসিনঃ॥ ইতি

সাংখ্যযোগ, ধ্যানযোগ, জ্ঞান-বিজ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগ-দ্বারা সিদ্ধ ব্যক্তির ব্রাহ্মণত্বও অবশ্য স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে; এহেতু সূতবংশজাত লোমহর্ষণকে সংহার করায়, শ্রীবলদেবকেও মুখ্যকল্পে ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছিল। উক্ত ব্যক্তি-সকল ব্রাহ্মণ হইতে অধিকরূপে পূজ্যও হইয়া আসিতেছেন। যথা শ্রীক্রিয়াযোগসারে—

একদা মুনয়ঃ সর্ব্বে সর্ব্বলোকহিতৈষিণঃ।
সুরম্যে নৈমিষারণ্যে গোষ্ঠীং চক্রুর্ম্মনোরমাম্॥

তত্রান্তরে মহাতেজা ব্যাসশিষ্যো মহাযশাঃ।
সূতঃ শিষ্যগণৈর্যুক্তঃ সমায়াতো হরিং স্মরন্॥
তমায়ান্তং সমালোক্য সূতং শাস্ত্রার্থপারগম্।
নেমুঃ সর্ব্বে সমুত্থায় শৌনকাদ্যা তপোধনাঃ॥
সোঽপি তান্ বৈ তথা ভক্ত্যা মুনীন্ পরমবৈষ্ণবান্।
ননাম দণ্ডবদ্ভূমৌ সর্ব্বধর্ম্মবিদাং বরঃ।
বরাসনে মহাবুদ্ধিস্তৈর্দত্তে মুনিসত্তমৈঃ॥
উবাস সদসো মধ্যে সর্ব্বৈঃ শিষ্যগণৈর্বৃতঃ॥ ইতি

উক্ত সূতবংশ-সমুদ্ভব লোমহর্ষণ এবং তৎপুত্র উগ্রশ্রবাঃ, স্বয়ং শ্রীভগবদবতার বেদব্যাস কর্ত্তৃক, বিশ্বপরমাচার্য্যগণের পরমাচার্য্য পদে অধিষ্ঠিত হেতু, উক্ত ব্যক্তি সকল জগদ্গুরুরূপে বরণীয় হইয়া আসিতেছেন। স্বয়ং ব্যাসদেব, ইতিহাস পুরাণ সকলের প্রকট-কর্ত্তা হইলেও সূতমুখনির্গত বাক্যের সংগ্রহ কর্ত্তা হইতেছেন। অতএব বেদব্যাস কর্ত্তৃক লোমহর্ষণ উগ্রশ্রবাঃ এবং সঞ্জয় এই সূত বংশজাত মহাপুরুষত্রয়, বিশ্বপরমাচার্য্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। শ্রীগুরবে নমঃ, এই মহামন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক যে সকল ব্যক্তি ইতিহাস পুরাণ পাঠ করেন, তাঁহাদের প্রণাম অগ্রে এই সূতবংশজাত মহাপুরুষে প্রবেশ করে। উক্ত শূদ্রবংশজাত পরমভাগবতগণ শ্রীভগবদ্ভক্তিদ্বারা সৎকুলজন্ম সংস্কারাদি মাহাত্ম্য তিরস্কারপূর্ব্বক বেদ যজ্ঞাচার্য্য হইতে সমর্থ হইলেও, নিজ মাহাত্ম্য সংগোপন স্বভাববিশিষ্ট হেতু এবং প্রয়োজনাভাব হেতু তাহাতে প্রায় প্রবৃত্ত হন না। অতএব স্বপুত্রের কর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণত্ব

প্রাকট্যের ইচ্ছা করেন না। এহেতু তাদৃশ ব্যবহার প্রায় দৃশ্য হয় না। কিন্তু সত্যযুগান্তে ত্রেতাযুগ প্রারম্ভে, অবশ্য তাহা হইয়া থাকে। অর্থাৎ কলিযুগের শেষে সকলেই ম্লেচ্ছপ্রায় হন। সত্যযুগে অভক্ত সংহারান্তে সকলেই ভাগবত পরমহংস হন। ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে তৎপুত্রগণই কর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণরূপে ব্যক্ত হন, কেহ ব্রহ্মার মুখজাত হন না। অতঃপর আশ্রম বিষয়ে কিঞ্চিৎ লিখিত হইতেছে।

ব্রহ্মচর্যাশ্রম ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য উপনয়ন সংস্কারের পরে, দিনত্রয় গায়ত্র্যব্রত গ্রহণ পূর্ব্বক সাবিত্রী মন্ত্রের অভ্যাস করেন, তাহা কুলাচার্য্য গৃহে হইয়া থাকে। তদনন্তর বেদাদি শাস্ত্রাধ্যয়ন মানসে অন্যত্র গুরুগৃহে বাস করিয়া যাবদধ্যয়নকাল ব্রহ্মচর্য্যব্রতের অনুষ্ঠান করেন, অসমর্থ পক্ষে সংবৎসর ব্রতও হইয়া থাকে। সমর্থ ব্যক্তি যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্যব্রতও করিয়া থাকেন। তাহাকে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বলা হয়।

গার্হস্থাশ্রম - যে ব্যক্তি বিষয়-ভোগ-কাম হন, তিনি যথাশক্তি বেদাধ্যয়ন করিয়া সমাবর্ত্তন এবং বিবাহ সংস্কার পূর্ব্বক গৃহস্থ হন। গৃহস্থের কর্ত্তব্য শ্রৌত-স্মার্ত্ত যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।

বানপ্রস্থাশ্রম—যে ব্যক্তি বৈরাগ্য-কাম হন তিনি বানপ্রস্থাশ্রমে যান, বনে বাস পূর্ব্বক যথাকালে যথাযোগ্য তপোনুষ্ঠান করেন।

সন্ন্যাসাশ্রম—যে ব্যক্তি নিষ্কাম হন, তিনি যতি হইয়া ত্রিদণ্ড

ধারণপূর্ব্বক একাকী এক গ্রামে এক দিবস বাসপূর্বক ধ্যানাদি সাধনে নিরত হন। অনুলোমভাবে আশ্রম চতুষ্টয় লিখিত হইলেন, এক আশ্রম বা দুই আশ্রম লঙ্ঘনপূর্বকও আশ্রম স্বীকার হয়, কিন্তু প্রতিলোমভাবে আশ্রম স্বীকার করা হয় না।

গর্ভের নয়মাস গ্রহণ করিয়া, অষ্টম বর্ষে ব্রাহ্মণের একাদশ বর্ষে ক্ষত্রিয়ের, দ্বাদশ বর্ষে বৈশ্যের উপনয়ন সংস্কার না হইলে প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য হয়। দ্বিগুণকাল গত হইলে দ্বিজাতি কর্ত্তব্য ব্রতত্যাগ দোষে ব্রাত্য সংজ্ঞা হয়। অতঃপর স্বতন্ত্রভাবে ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্তও করিতে হয়। আজীবন ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্ত, উপনয়নসংস্কার, বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান প্রভৃতি না করিলে তিনি শূদ্রত্বে পরিণত হন। তৎপুত্র আর দ্বিজাতি সংস্কার লাভ করিতে পারেন না। কোন শাস্ত্রে বহুপুরুষ ব্রাত্য হইলেও, ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্ত শ্রবণ করা যায়, তাহা এরূপ ব্রাত্য পক্ষ্যে নয়। সেরূপ আদেশ অন্যরূপ ব্রাত্য পক্ষে হইয়া থাকে।

দ্বিজাতির যমনিয়মাত্মক কর্ত্তব্যমাত্রকেই দ্বিজাতি ব্রত বলা হয়। অতএব দ্বিজাতি-কর্ত্তব্য বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞদানাদি ত্যাগ দোষেও ব্রতত্যাগরূপ ব্রাত্যদোষ হইয়া থাকে। সেইরূপ ব্রাত্যের পক্ষে তাহা স্বীকার করা হয়।

কারণ, কেবল উপনয়ন সংস্কারমাত্র দ্বারা দ্বিজত্ব সাফল্য হয় না। বেদাধ্যয়ন দ্বারাও দ্বিজত্ব সাফল্য হয় না। দ্বিজত্ব সাফল্য হয় যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা। দান, যজ্ঞের পূরক বা অনুকল্প হইয়া থাকে।

শব্দ-ব্রহ্ম পারগ হইয়াও যদি পরব্রহ্মনিষ্ঠ না হয়, তবে তার অধ্যয়ন নিষ্ফল হয়। যজ্ঞাধ্যয়নাদি ব্যতিরেকে উপনয়ন সংস্কারও নিষ্ফল হয়। যে মুখ্য-কার্য্যের উদ্দেশ্যে যে কার্য্য করা হয়, সেই মুখ্য কার্য্য না হইলে তদুদ্দিষ্ট কার্য্য নিরর্থক হইয়া থাকে। **ব্রত-বর্জ্জিত ব্রাত্য**, ব্রত শব্দ হইতেই তদ্ধিতে ব্রাত্য শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। উপনয়ন শব্দ হইতে ব্রাত্য শব্দের উৎপত্তি হয় নাই, ইহা অবশ্য স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

কেবল বংশ প্রাধান্য স্বীকার শাস্ত্রযুক্তি বিরুদ্ধ বর্ণ সকল যদি পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত ব্যতিরেকে, বালদৃষ্টি দ্বারা মুখ বাহু-উরু-পাদ জাত হন, তবে আশ্রম সকলের কি গতি হইবে?

আশ্রম উৎপত্তিও অঙ্গবিশেষ হইতে শ্রবণ করা যায়। যথা—

গৃহাশ্রমো জঘনতো ব্রহ্মচর্য্যং হৃদো মম।
বক্ষঃস্থানাদ্বনে বাসো ন্যাসঃ শিরসি সংস্থিতঃ॥ ইতি
শ্রীভগবদ্বাক্যং, একাদশে॥

অতএব স্বয়ং বৈরাজ-পুরুষই বর্ণাশ্রম ধর্ম্মস্বরূপ হন, এহেতু বর্ণচতুষ্টয় এবং আশ্রমচতুষ্টয়, তত্তদঙ্গস্বরূপ হন। অতএব উক্ত হইয়াছে "বর্ণাশ্রমাত্মাপুরুষঃ পরো ভবা নিতি" ১০৮৪।১৮।

যদি বহুপুরুষ পর্য্যন্ত উপনয়ন সংস্কার বর্জ্জিত হইয়া দ্বিজাতি বংশজাত পরিচয়ে উপনয়ন সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত হইতে পারেন, তবে শূদ্র এবং ম্লেচ্ছসকলও ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্ত পূর্ব্বক কেন উপনয়ন-সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত হইতে পারিবেন না? তাহা অবশ্য হইতে পারিবেন। শূদ্র এবং ম্লেচ্ছসকলও ব্রহ্মার বংশজাত এবং

প্রজাপতিগণের বংশজাত হন। বিশ্বামিত্রের জ্যেষ্ঠ পঞ্চাশৎ পুত্র তদভিশাপে ম্লেচ্ছ হইয়াছেন, তাঁহারাও উক্ত প্রকারে উপনয়ন সংস্কৃত হইতে পারেন।

অতঃপর সংক্ষেপে কর্ম্মের ফল লিখিত হইতেছে। নিষিদ্ধ বর্জ্জন পুরঃসর বিধিপ্রেরিত পূর্ব্বোক্ত চতুর্বিধ কর্ম্ম সকল সকামভাবে কৃত হইলে স্বর্গাদি ফলপ্রদ হন, নিষ্কামভাবে কৃত হইলে তদ্দ্বারা চিত্ত নির্ম্মল হয়, সাংখ্যযোগ, জ্ঞান-বিজ্ঞানাদি লাভ পূর্ব্বক সংসার নিবৃত্তি হইয়া থাকে। শ্রীভগবদাজ্ঞা বুদ্ধিতে কৃত হইলে তদ্দ্বারা শ্রীভগবদ্ভক্তি মার্গে শ্রদ্ধা বৃদ্ধি হইয়া থাকে। নিষিদ্ধ কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা নরকাদি ভোগ এবং নানা যোনি পরিভ্রমণ পূর্ব্বক সংসার হইয়া থাকে।

অতএব শ্রীভগবদাজ্ঞা বুদ্ধিতে নিষ্কামভাবে উক্ত বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য হয়। যেকাল পর্য্যন্ত শ্রীভগবদ্ভক্ত্যঙ্গ সকলের অনুষ্ঠানে প্রৌঢ় শ্রদ্ধা না হয়, সেইকাল পর্য্যন্ত অবশ্য বর্ণাশ্রম ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রয়োজন হয়। আসুরভাব-দূষিত ব্যক্তিগণের শ্রীভগবদ্ভক্ত্যঙ্গানুষ্ঠানে প্রায় শ্রদ্ধা হয় না, তাহাদের পক্ষে যে কাল পর্য্যন্ত বিষয় সকলে, প্রৌঢ় বৈরাগ্যের উদয় না হয়, সেইকাল পর্য্যন্ত উক্ত কর্ম্মসকল অবশ্য কর্ত্তব্য হয়। যে সকল ব্যক্তি অতিশয় আসুরভাবাক্রান্ত হেতু অত্যন্ত বিষয়াসক্ত তাঁহাদের উক্ত বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ত্যাগ করিবার অধিকার নাই, তাঁহারা যাবজ্জীবন এই কর্ম্মমার্গেই অবস্থান করিয়া থাকেন।

ভক্তিযজ্ঞ—অতঃপর, শ্রীভগবদ্ভক্ত্যঙ্গানুষ্ঠান প্রকার লিখিত

হইতেছেন। যে সকল ব্যক্তি শ্রীভগবদনুগ্রহ দ্বারা শ্রীভগবদ্ভক্ত সঙ্গলাভ করেন, সেই ভগবদ্ভক্ত সঙ্গে শ্রীভগবদ্ভক্তির মাহাত্ম্য শ্রবণ পূর্ব্বক শ্রীভগবদ্ভক্তি লাভেচ্ছা করেন, সেই সকল ব্যক্তি শ্রীসদ্গুরুর পাদপদ্মাশ্রয় করেন। সেই শ্রীসদ্গুরুর নিকট হইতে শ্রীভগবদ্বিষ্ণুমন্ত্রের দীক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক, ব্রহ্মমুহূর্ত্তকাল হইতে প্রদোষকাল পর্য্যন্ত যথাকালে যথাযুক্ত শ্রীভগবদর্চ্চনাদি ভক্ত্যঙ্গ সকলের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। এস্থলে সদ্গুরু শব্দে শ্রীবিষ্ণুভক্ত গুরু কথিত হইলেন, তদ্দ্বারা অবৈষ্ণব-গুরু বর্জ্জনীয় হইলেন। তথাচোক্তং—

মহাকুলপ্রসূতোঽপি সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ॥ ইতি

এস্থলে বৈষ্ণব শব্দে সাক্ষাৎ শ্রীভগবদবিষ্ণুর শ্রীবিগ্রহের উপাসক কথিত হইয়াছেন, তদিতর ব্যক্তিকে অবৈষ্ণব বলা হইয়াছে।

কারণ, যজ্ঞ সকলেও শ্রীভগবান বিষ্ণুই আরাধিত হইয়া থাকেন। সর্ব্ব যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াও অবৈষ্ণব হইলে, গুরুযোগ্য হইতে পারিবে না, এরূপ বলায় বিশ্বরূপ বিষ্ণু-উপাসকগণ বৈষ্ণব শব্দ হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন।

শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, "শব্দব্রহ্ম পরব্রহ্ম উভে মে শাশ্বতী তনুঃ" ইতি।

এতদ্বাক্যানুসারে বেদোপাসকগণকেও বৈষ্ণব বলিতে পারা যায়। সহস্রশাখাধ্যায়ী চ", এই বলায় তাহারাও বৈষ্ণব শব্দ হইতে দূরস্থ হইয়াছেন। যেহেতু বৈদিকমার্গে পশু-মদ্যাদি দ্বারা

সর্ব্বদেবময় বিষ্ণুর যজন হইয়া থাকে। পশু-মদ্যাদি শ্রীবিষ্ণুর প্রিয়বস্তু নয়, যেহেতু গুণাতীত ভক্তগণ তাহা গ্রহণ করেন না। অতএব সর্ব্বোপনিষৎসার পঞ্চরাত্রাদি তন্ত্রমার্গ দ্বারা উপাস্য শ্রীবিষ্ণুর শ্রীবিগ্রহোপাসকই 'বৈষ্ণব' শব্দে কথিত হইয়াছেন. উক্ত বচন দ্বারা গুণাতীত পরব্রহ্মোপাসকগণকেও বৈষ্ণব বলিতে পারা যায়. কিন্তু তাহারাও পরিত্যক্ত হইয়াছেন। যেহেতু বিষ্ণু-ভক্তিলাভেচ্ছুগণের হেয় হেতু তাঁহারাও শ্রীভগবৎপ্রিয় হন না। ভক্তাধীন শ্রীভগবান ভক্তেরই অধীন হইয়া থাকেন, ব্রহ্মজ্ঞের অধীন হন না।

বিশেষতঃ যে ব্যক্তি শ্রীহরিভক্তিলাভের জন্য শ্রীভগবন্মন্ত্র গ্রহণ করিবেন, সে ব্যক্তি স্বর্গমোক্ষাদিকাম গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিলে কি প্রকারে শ্রীভগবদ্ভক্তিলাভ করিতে পারেন? অতএব শ্রীভগবদ্ভক্তি রসই, পরমপুরুষার্থ। আর তিনিই সদ্‌গুরু নামে কথিত হইয়াছেন।

নানা বাসনাবশে শ্রীভগবন্মন্ত্রদীক্ষা বহু প্রকার হইয়া থাকে। যেহেতু কেহ বর্ণাশ্রমধর্ম্মের পুষ্টির জন্য কেহ বা ঐহিক কামপ্রাপ্তির জন্য, কেহ বা স্বর্গাদি লাভের জন্য, কেহ বা মুক্তির জন্য দীক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক শ্রীভগবদর্চ্চন করিয়া থাকেন।

পঞ্চোপাসকগুরু যে সকল ব্যক্তি আসুর-ভাব দূষিত হেতু শ্রীবিষ্ণুতে দ্বেষপর হন, তাঁহারা নানাকাম হইয়া শ্রীশিবের বা শ্রীগণেশের বা সূর্য্যের, অথবা শ্রীদুর্গার মন্ত্র দীক্ষা গ্রহণ করেন। সেই সেই দেবতাতে পরমেশ্বর বুদ্ধির আরোপণ করিয়া থাকেন।

শ্রীবিষ্ণুর আদেশে আসুরভাবের বৃদ্ধির জন্য তত্তদ্দেবতাও তত্তদ্ভাবের আশ্রয় হইয়া তত্তৎ কামপ্রদ হইয়া থাকেন। তত্তৎ-শাস্ত্রও তত্তদ্বিধিপ্রদ হইয়া থাকেন। সাত্বততন্ত্র (৯ম পটল)

আসুরভাবের অত্যন্ত বৃদ্ধি হেতু যাঁহারা শ্রীবিগ্রহ মাত্রে দ্বেষপর হন, তাঁহারা উক্ত সকল প্রকার দীক্ষার নিকটেও গমন করেন না। তাঁহারা কেবল বৈরাগ্য-কাম হইয়া মহাপুরুষের বা পরমাত্মার বা পরব্রহ্মের উপাসনাতে ইচ্ছা করিয়া প্রণবমাত্রের গ্রহণ পূর্ব্বক উপাস্য বুদ্ধিদ্বারা গুরুরই অর্চ্চন করিয়া থাকেন। কিন্তু শ্রীভগবদ্দ্বেষপর হেতু বৈরাগ্যলাভও করিতে পারেন না।

শ্রীভগবদ্বিষ্ণুর শ্রীবিগ্রহের প্রীতিযুক্ত ব্যক্তিগণই দৈবভাব যুক্ত হন, তৎপ্রীতি বিহীন ব্যক্তি সকল আসুর ভাব দূষিত হন। কলিযুগে বর্ণাশ্রমের বিকৃতি হেতু, শ্রৌতস্মার্ত্তমার্গ প্রায় ফলপ্রদ হন না, কেবল তন্ত্রোক্ত মার্গই ফলপ্রদ হইয়া থাকেন। তথাচ শ্রীহরিভক্তিবিলাসে শাস্ত্রোদ্ধৃত বাক্যং —

কৃতে শ্রুত্যুক্তমার্গঃ স্যাত্রেতায়াং স্মৃতিসম্ভবঃ
দ্বাপরে তু পুরাণোক্তঃ কলৌ তান্ত্রিক এবচ।
অশুদ্ধাঃ শূদ্রকল্পাহি ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ।
তেষামাগমমার্গেণ শুদ্ধির্ন শ্রৌতবর্ত্মনা। ইতি

যে প্রকার উপনয়ন সংস্কার দ্বারা শ্রৌতস্মার্ত্তমার্গে অধিকার হয়, সেই প্রকার দীক্ষা দ্বারাই তন্ত্রোক্তমার্গে অধিকার হইয়া থাকে। তথাহি শাস্ত্রবাক্যং—

দ্বিজানামনুপেতানাং স্বকর্ম্মাধ্যয়নাদিষু।
যথাধিকারো নাস্তীহ স্যাচ্চোপনয়নাদনু॥

তথাত্রাদীক্ষিতানাং তু মন্ত্রদেবার্চ্চনাদিষু ।
নাধিকারোঽস্ত্যতঃ কুর্য্যাদাত্মানং শিবসংস্তুতম্ ॥ ইতি

যে প্রকার উপনয়ন সংস্কার দ্বারা দ্বিজত্ব হয়, সেই প্রকার দীক্ষা দ্বারাও দ্বিজত্ব হইয়া থাকে।

তথাচ শাস্ত্র বাক্যং—

যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্ ॥ ইতি

জন্মমাত্রে সকলেই শূদ্রভাবে থাকেন, যে কোন প্রকার শ্রীভগবদুপাসনামার্গে উপদেশ গ্রহণোদ্দেশে শ্রীগুরুদেবের আশ্রয় গ্রহণ করিলেই দ্বিতীয় জন্ম লাভ হয়, তদ্দ্বারা দ্বিজ-সংজ্ঞা হইয়া থাকে। শ্রীগুরুপাদাশ্রয় বর্জ্জিত ব্যক্তিই শূদ্র নামে কথিত হন কলিযুগের বর্ণাশ্রমের বিশুদ্ধতা না থাকা হেতু, বর্ণাশ্রমধর্ম্মও ফলপ্রদ হন না। অতএব কলিযুগে শ্রীভগবদর্চ্চনাদি ভক্ত্যঙ্গ সকলই ফলপ্রদ হইয়া থাকেন শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে বিধিপূর্ব্বক মন্ত্র গ্রহণ ব্যতিরেকে, তন্মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক তাদ্দেবতার পূজাতে, তদ্দ্বারা তদুদ্দিষ্ট হোমাদিতে এবং তন্মন্ত্র জপে অধিকার হয় না। অতএব দীক্ষারূপ পরম সংস্কার অবশ্য গ্রহণীয় হন। কিরূপ গুরুর নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ করিতে হয়, কিরূপ শিষ্য মন্ত্র গ্রহণ করিবার উপযুক্ত, সে সম্বন্ধে মূল বাক্য সকল উদ্ধৃত করা হইল।

তন্মধ্যে গুরু লক্ষণ যথা—

অবদাতান্বয়ঃ শুদ্ধঃ স্বোচিতাচারতৎপরঃ।
আশ্রমী ক্রোধরহিতো বেদবিৎ সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ॥
শ্রদ্ধাবান নসূয়ুশ্চ প্রিয়বাক্ প্রিয়দর্শনঃ।
শুচিঃ সুবেশ স্তরুণঃ সর্ব্বভূতহিতে রতঃ॥
ধীমাননুদ্ধতমতিঃ পূর্ণোঽহন্তাবিমর্শনঃ।
সগুণার্চ্চাসু কৃতধীঃ কৃতজ্ঞঃ শিষ্যবৎসলঃ॥
নিগ্রহানুগ্রহে শক্তো হোমমন্ত্রপরায়ণঃ।
ঊহাপোহপ্রকারজ্ঞঃ শুদ্ধাত্মা যঃ কৃপালয়ঃ॥
ইত্যাদি লক্ষণৈর্যুক্তো গুরুঃ স্যাদ্গরিমানুভিঃ॥ ইতি
পরিচর্য্যাযশোলাভলিপ্সুঃ শিষ্যাদ্গুরুর্ন হি।
কৃপাসিন্ধুঃ সুসংপূর্ণঃ সর্ব্বসত্ত্বোপকারকঃ॥
নিস্পৃহঃ সর্ব্বতঃ সিদ্ধঃ সর্ব্ববিদ্যা-বিশারদঃ।
সর্বসংশয়সংছেত্তাঽনলসো গুরুরাদৃতঃ॥ ইতি চ

এই **তন্ত্রোক্তমন্ত্র-দীক্ষাতেও** পূর্বোক্ত কর্ম্মমার্গানুগত জ্ঞাপক, রক্ষক, পোষক, সেবকভেদে গুরুত্বাধিকার ভেদ লিখিত হইতেছে। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম নিরপেক্ষ **শুদ্ধ ভক্তিপর** ভাগবত পরমহংসগণ সম্বন্ধে ব্যক্ষমাণভেদ স্পর্শ করিতে পারে না। তাহা পরে লিখিত হইবে।

ব্রাহ্মণঃ সর্বকালজ্ঞঃ কুর্য্যাৎ সর্বেষ্বনুগ্রহম্।
তদভাবে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! শান্তাত্মা ভগবন্ময়ঃ॥
ভাবিতাত্মা চ সর্বজ্ঞঃ শাস্ত্রজ্ঞঃ সৎক্রিয়াপরঃ।
সিদ্ধিত্রয়সমাযুক্ত আচার্য্যত্বেঽভিষেচিতঃ॥

ক্ষত্রবিট্ শূদ্রজাতীনাং ক্ষত্রিয়োঽনুগ্রহে ক্ষমঃ।
ক্ষত্রিয়স্যাপিচ গুরোরভাবাদ্দৃশো যদি॥
বৈশ্যঃ স্যাত্তেন কার্য্যশ্চ দ্বয়ে নিত্যমনুগ্রহঃ।
সজাতীয়েন শূদ্রেণ তাদৃশেন মহামতে!॥
অনুগ্রহাভিষেকৌ চ কার্য্যৌ শূদ্রস্য সর্ব্বদা॥
বর্ণোত্তমেঽথ চ গুরৌ সতি বা বিশ্রুতেঽপি চ।
স্বদেশতোঽথবাঽন্যত্র নেদং কার্য্যং শুভার্থিনা॥
বিদ্যমানে তু যঃ কুর্য্যাদ্যত্র তত্র বিপর্য্যয়ম্।
তস্যেহামুত্রনাশঃ স্যাৎ তস্মাৎ শাস্ত্রোক্তমাচরেৎ॥
ক্ষত্রবিট্ শূদ্রজাতীয়ঃ প্রাতিলোম্যং ন দীক্ষয়েৎ।
মহাভাগবতশ্রেষ্ঠো ব্রাহ্মণো বৈ গুরুর্নৃণাম্॥
সর্ব্বেষামেব লোকানামেষং পূজ্যো যথা হরিঃ॥ ইত্যাদি

বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম পুষ্টিকাম দীক্ষাতে বর্ণপ্রাধান্য দর্শন অবশ্য কর্ত্তব্য। **শ্রীভগবদ্ভক্তি কামদীক্ষাতে** শ্রীভগবদ্ভক্তেরই প্রাধান্য দ্রষ্টব্য। কিন্তু কৃত্রিম নামমাত্র বর্ণাশ্রম সমাজে, এসকল বিচারের প্রয়োজন নাই। অগুরু লক্ষণ যথা

বহ্বাশী দীর্ঘসূত্রী চ বিষয়াদিষু লোলুপঃ।
হেতুবাদরতো দুষ্টোঽবাগ্‌বাদী গুরুনিন্দকঃ॥
অরোমা বহুরোমা চ নিন্দিতাশ্রমসেবকঃ।
কালদন্তোঽসিতৌষ্ঠশ্চ দুর্গন্ধিশ্বাসবাহকঃ॥
দুষ্টলক্ষণসম্পন্নো যদ্যপি স্বয়মীশ্বরঃ।
বহুপ্রতিগ্রহাসক্ত আচার্য্যঃ শ্রীক্ষয়াবহঃ॥ ইতি॥

"শ্রীক্ষয়াবহ" এই শব্দ থাকা হেতু, সম্পত্তি কামদীক্ষাতে এরূপ গুরু অবশ্য বর্জনীয় হন। সর্ব্ব সল্লক্ষণযুক্ত হইলেও অবৈষ্ণব গুরুর নিকট হইতে কদাচ মন্ত্রগ্রহণ কর্ত্তব্য নয়। যদি দৈবাৎ অবৈষ্ণব গুরু হইতে মন্ত্রগ্রহণ করা হইয়া থাকে, তবে সেই অবৈষ্ণব গুরুকে পরিত্যাগ করিয়া, পুনর্ব্বার বিধিপূর্ব্বক বৈষ্ণব গুরু হইতে মন্ত্রগ্রহণ কর্ত্তব্য। তথাচ শাস্ত্রবাক্যং—

অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।
পুনশ্চ বিধিবন্মন্ত্রং গৃহ্লীয়াদ্বৈষ্ণবাদ্গুরোঃ॥ ইতি॥

শ্রীভগবদ্ভক্তিই সর্ব সদ্গুণসমূহের আধার এবং মূলভূত হইতেছেন। শ্রীভগবদ্বহির্মুখ ব্যক্তিতে সকল দুর্গুণই অবস্থিতি করিয়া থাকেন। অতএব শ্রীভগবদ্ভক্তিকাম ব্যক্তিগণ, অন্য গুণের অপেক্ষা না করিয়া শ্রীভগবৎ-পরায়ণ শ্রীভগবত্তত্ত্বজ্ঞ গুরুর নিকট হইতে শ্রীভগবন্মন্ত্র গ্রহণ করিয়া থাকেন। তথাচ শ্রীভাগবতে

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥

অপিচেৎ সুদুরাচার ইত্যাদি শ্রীভগবদ্বচন শ্রবণহেতু, শ্রীভগবৎ-পরায়ণের, বহুদোষ দৃষ্ট হইলেও, তাহা স্থায়ী হইতে পারে না। অন্যান্য বিষয় পরে বলা হইবে শিষ্য লক্ষণ যথা—

শিষ্যঃ শুদ্ধান্বয়ঃ শ্রীমান্ বিনীতঃ প্রিয়দর্শনঃ।
সত্যবাক্ পুণ্যচরিতোঽদভ্রধীর্দম্ভবর্জিতঃ॥
কামক্রোধপরিত্যাগী ভক্তশ্চ গুরুপাদয়োঃ।
দেবতাপ্রবণঃ কায়মনোবাগ্ভির্দিবানিশম্॥

নীরুজো নির্জ্জিতাশেষপাতকঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।
দ্বিজদেবপিতৃণঞ্চ নিত্যমর্চ্চাপরায়ণঃ॥
যুবা বিনিয়তাশেষকরণঃ করুণালয়ঃ।
ইত্যাদিলক্ষণৈর্যুক্তঃ শিষ্যো দীক্ষাধিকারবান্॥
একাদশে চ অমাত্মমৎসরো দক্ষো নির্মমো দৃঢ়সৌহৃদঃ।
অসত্বরোঽর্থজ্জাসু রণসূয়ুরমোঘবাক্॥ ইত্যাদি

পরিত্যাজ্য শিষ্যলক্ষণং যথা—

অলসা মলিনাঃ ক্লিষ্টা দাম্ভিকাঃ কৃপণাস্তথা।
দরিদ্রা রোগিনো রুষ্টা রাগিনো ভোগলালসাঃ॥
অসূয়ামৎসরগ্রস্তাঃ শঠাঃ পরুষবাদিনঃ।
অন্যায়োপার্জ্জিতধনাঃ পরদার-রতাশ্চ যে॥
বিদুষাং বৈরিণশ্চৈব অজ্ঞাঃ পণ্ডিতমানিনঃ।
ভ্রষ্টব্রতাশ্চ যে কষ্টবৃত্তয়ঃ পিশুনাঃ খলাঃ॥
বহ্বাশিনঃ ক্রূরচেষ্টা দুরাত্মানশ্চ নিন্দিতাঃ।
ইত্যেবমাদয়োঽপ্যন্যে পাপিষ্ঠাঃ পুরুষাধমাঃ॥
অকৃত্যেভ্যোঽনিবার্য্যাশ্চ গুরুশিক্ষাঽসহিষ্ণবঃ।
এবং ভূতাঃ পরিত্যাজ্যাঃ শিষ্যত্বে নোপকল্পিতাঃ॥ ইতি

শিষ্য সম্বন্ধে উক্ত প্রকারে গুণ এবং দোষ সকল কথিত হইলেও, শ্রীকৃষ্ণ-চরণাম্বুজ ভক্তি লাভ বিষয়ে প্রগাঢ় লালসা, এবং তৎপ্রাপ্ত্যর্থে শ্রীগুরু-পাদপদ্ম সেবাই— সর্ব্বগুণ প্রদত্ত, সর্ব্বদোষনাশক হইয়া থাকেন। **এক বৎসর কাল সহবাস দ্বারা পরস্পর,** ব্যবহার স্বভাবানুপূর্ব্বিক গুরু-শিষ্য পরীক্ষা হইয়া থাকে। যে গুরু-

বংশে অনবচ্ছিন্নভাবে শ্রীভগবদ্ভক্তি সুবিরাজিতা আছেন এবং যে শিষ্যবংশে ঐরূপ তদ্ভক্তি-লালসা এবং গুরুভক্তি অনবচ্ছিন্না হন, সেই স্থলে গুরু শিষ্য পরীক্ষাতে প্রয়োজন হয় না। শ্রীবৈষ্ণবাচার্য্য-গণের অনুগ্রহে তত্তদ্বংশে তত্তদ্গুণের সদ্ভাবহেতু গুরু-শিষ্যভাব বংশগতরূপে দৃষ্ট হইতেছেন **গুরুসেবা প্রকার** যথা—

উদকুম্ভং কুশান্ পুষ্পং সমিধোঽস্যাহরেৎ সদা।
মার্জনং লেপনং নিত্যমঙ্গানাং বাসসাং চরেৎ॥
নাস্য নির্ম্মাল্যশয়নং পাদুকোপানহাবপি॥
আক্রামেদাসনং ছায়ামাসন্দিং বা কদাচন।
সাধয়েদ্দন্তকাষ্ঠাদীন্ কৃত্যং চাস্মৈ নিবেদয়েৎ॥
অনাপৃচ্ছ্য ন গন্তব্যং ভবেৎ প্রিয়হিতে রতঃ।
ন পাদৌ সারয়েদস্য সন্নিধানে কদাচন॥
জৃম্ভাহাস্যাদিকং চৈব কণ্ঠপ্রাবরণং তথা।
বর্জয়েৎ সন্নিধৌ নিত্যমথাস্ফোটনমেব চ॥
গুরুশিষ্যাসনং যানং পাদুকে পাদপীঠকম্।
স্নানোদকং তথা ছায়াং লঙ্ঘয়েন্ন কদাচন॥
গুরোরগ্রে পৃথক্পূজামদ্বৈতং চ পরিত্যজেৎ।
দীক্ষাং ব্যাখ্যাং প্রভুত্বঞ্চ গুরোরগ্রে বিবর্জ্জয়েৎ॥
ন তমাজ্ঞাপয়েন্মোহাত্তস্যাজ্ঞাং ন চ লঙ্ঘয়েৎ।
নানিবেদ্য গুরোঃ কিঞ্চিদ্ভোক্তব্যং বা গুরোস্তথা॥
ন গুরোরপ্রিয়ং কুর্য্যাত্তাড়িতঃ পীড়িতোঽপি বা।
নাবমন্যেত তদ্বাক্যং নাপ্রিয়ং হি সমাচরেৎ॥—॥

যত্র যত্র গুরুং পশ্যেত্তত্র তত্র কৃতাঞ্জলিঃ।
প্রণমেদ্দণ্ডবদ্ভূমৌ ছিন্নমূল ইব দ্রুমঃ॥
আয়ান্তমগ্রতো গচ্ছেদগচ্ছন্তং তমনুব্রজেৎ।
আসনে শয়নে বাঽপি ন তিষ্ঠেদগ্রতো গুরোঃ॥
যৎ কিঞ্চিদন্নপানাদি প্রিয়ং দ্রব্যং মনোরমম্।
সমর্প্য গুরবে পশ্চাৎ স্বয়ং ভুঞ্জীত প্রত্যহম॥
আচার্য্যস্য প্রিয়ং কুর্য্যাৎ প্রাণৈরপি ধনৈরপি।
কর্ম্মণা মনসা বাচা স যাতি পরমাং গতিম॥—॥
নোদাহরেদগুরোর্নাম পরোক্ষমপি কেবলম্।
ন চৈবাস্যানুকুর্ব্বীত গতিভাষণচেষ্টিতম্॥
প্রণব-শ্রীযুতং নাম বিষ্ণুশব্দাদনন্তরম্।
পাদশব্দসমেতঞ্চ নতমূর্দ্ধাঞ্জলীযুতঃ॥—॥
শ্রেয়াংস্তু গুরুবদ্বৃত্তিং নিত্যমেব সমাচরেৎ।
গুরুপুত্রেষু দারেষু গুরোশ্চৈব স্ববন্ধুষু॥ ইত্যাদি॥

বংশগত গুরুর, বংশগত শিষ্যে যে প্রকার শক্তিসঞ্চার হয় এবং বংশগত শিষ্যের বংশগত গুরুতে যে প্রকার ভক্তিসঞ্চার হয়, সে প্রকার আগন্তুক গুরুশিষ্য ভাবে হয় না। গুরুশিষ্য ভাব অবশ্যই অতি দুর্লভ, কলিযুগে কৃত্রিম বর্ণাশ্রমবৎ, গুরুশিষ্য ব্যবহারও, কেবল অর্থ আদান প্রদান প্রধান হইয়া কৃত্রিম ভাব ধারণ করিয়া থাকেন। যে গুরু, শ্রীভগবানের, শ্রীভগবদ্ভক্তির এবং শ্রীভগবদ্ভক্তের তত্ত্বোপদেশ প্রদানে অসমর্থ, সেরূপ গুরু অবশ্য হেয় হন। এবং যে শিষ্য তত্ত্বোপদেশ গ্রহণে অসমর্থ সেরূপ শিষ্য অবশ্য হেয় হন।

অতঃপর শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-তন্ত্রোক্তমার্গের তারতম্য লিখিত হইতেছে।

"তত্ত্বং বেদয়তীতি বেদঃ," সেই বেদ এক হইলেও, বেদ, উপবেদ, বেদাঙ্গ, বেদোপাঙ্গ, স্মৃতি, উপস্মৃতি, তন্ত্র, উপতন্ত্র পুরাণ, উপপুরাণ, ইতিহাস, উপেতিহাস, এই দ্বাদশ নামে খ্যাত হন। যে প্রকার পাণ্ডবগণ কৌরব হইলেও স্বতন্ত্র 'পাণ্ডব' নামে খ্যাত।

এই সকল শাস্ত্রের বিশেষ পরিচয়, বেদার্থ তত্ত্বদীপিকা হইতে জ্ঞাতব্য। প্রয়োজনানুসারে কিঞ্চিন্মাত্র লিখিত হইতেছে। উপবেদ, বেদাঙ্গ এবং বেদোপাঙ্গ (দর্শন) বেদের সহকারী হন। পুরাণ, উপপুরাণ, ইতিহাস এবং উপেতিহাস (রামায়ণ) বেদের ভাষ্যস্থানীয় হন। স্মৃতি এবং উপস্মৃতি, বেদের কর্ম্মভাগের পুষ্টিকারী হন। তন্ত্র এবং উপতন্ত্র, বেদের ব্রহ্মভাগের পুষ্টিকারী হন। অতএব স্মৃতি-শাস্ত্রে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম বর্ণিত হইয়া থাকেন। তন্ত্র-শাস্ত্রে বৈরাগ্য, যোগ, সাংখ্য, জ্ঞান, বিজ্ঞান, ভক্তি, এই সকল পরম ধর্ম্ম বর্ণিত হইয়া থাকেন। এই সকল শাস্ত্রের সারোদ্ধারপূর্ব্বক এই প্রবন্ধ লিখিত হইতেছে।

শ্রীভগবদ্ভক্তিই জীবের পরম পুরুষার্থ হন, তদ্দ্বারা জীবের সংসারদুঃখ নিবৃত্তিও অনায়াসে হইয়া থাকে। বিষয়াসক্তি দোষে যাহাদের ভগবদ্ভক্তিতে প্রবৃত্তি না হয়, তাহাদের মঙ্গলের জন্য জ্ঞান-বিজ্ঞানমার্গের এবং সাংখ্যযোগ, বৈরাগ্যমার্গের প্রয়োজন হয়। সেই সকল মার্গে অসমর্থ ব্যক্তিগণের পক্ষে বর্ণাশ্রমাচার সকলের প্রয়োজন হয়। অতএব বর্ণাশ্রমাচার সকল সর্বতো নিম্ন সোপান।

——★——

ভেক বা বেষাশ্রয় সম্বন্ধে ও বর্ত্তমান বৈষ্ণবসমাজ সংস্কার সম্বন্ধে

শ্রীমদ্বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল বিশ্বম্ভরানন্দ দেবগোস্বামী প্রভুর অভিমত বা 'ভাষপত্র'

কাশীযোড়া, মণ্ডলঘাট, চেতুয়া, তমলুক, গুমগড়, মহিষাদল প্রভৃতি পরগণার সকলে দেশাধিকারী ফৌজদার ছড়িদার সম্ভ্রান্ত এবং সাধারণ ব্যক্তিগণ প্রতি বিজ্ঞাপনমিদং—

ভেক ধারণের অর্থ—সর্ব্বধর্ম্ম ত্যাগপূর্ব্বক শ্রীভগবৎ শরণাগত হওয়া, দেহ বাক্য মনেরদ্বারা একমাত্র শ্রীভগবদাশ্রিত হওয়াকে শ্রীভগবৎশরণাপত্তি বলা হয়।

যে সকল ব্যক্তি, বর্ত্তমান ভেক ধারণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে বহু ব্যক্তি, ভেকধারণের অর্থও জানেন না। কেবলমাত্র স্বকীয় দুষ্কর্ম্মের আচ্ছাদন অভিপ্রায়ে অন্যের উপদেশ মতে ভেক ধারণ করেন। তাঁহারা আবার প্রাচীন শ্রীভগবৎ শরণাগত ব্যক্তি-গণের সহিত সমানাধিকার প্রার্থনা করিয়া থাকেন। উক্ত কারণে বর্ত্তমান বৈষ্ণব সমাজের মালিন্য হইতেছে এবং সামাজিক ব্যক্তিগণ, বর্ত্তমান বৈষ্ণব-সমাজের প্রতি হেয়জ্ঞান করিতেছেন। এই উপদ্রব নিবারণের জন্য নিম্নলিখিত মতে বর্ত্তমান বৈষ্ণব সমাজের সংস্কার কর্ত্তব্য হইতেছে।

১। যে সকল ব্যক্তি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক, শ্রীভগবৎ শরণ্যাপত্তিরূপ পরম ধর্ম্মে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইয়া স্বকীয় প্রতিজ্ঞার পরিপূরণ করিতেছেন, তাঁহারাই শাস্ত্রানুসারে **'বৈষ্ণব'** নাম ধারণের উপযুক্ত ইহারা

পূর্ব্বাবস্থায় নানাবিধ কুকর্ম্মকারী থাকিলেও এবং কুকর্ম্মজাত হইলেও, শ্রীভগবদাদেশ রূপ সর্ব্বশাস্ত্র প্রমাণানুসারে পরম পবিত্র এবং পরম পূজ্য হইয়া থাকেন, সর্ব্বশাস্ত্র প্রসিদ্ধ হেতু, এ বিষয়ে প্রমাণোদ্ধারের প্রয়োজন নাই, যাহাদের সংশয় সমুপস্থিত হইবে, তাঁহারা শ্রীহরিভক্তি-বিলাস এবং শ্রীহরিভক্তি-রসামৃত সিন্ধু প্রভৃতি গ্রন্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন।

২। আমি অদ্য হইতে শ্রীভগবৎকার্য্য ভিন্ন দেহদ্বারা অন্য কার্য্য করিব না, বাক্যদ্বারা শ্রীভগবৎ ভিন্ন অন্য কথা বলিব না, মনদ্বারা শ্রীভগবৎ চিন্তা ভিন্ন অন্য চিন্তা করিব না, এইরূপ প্রতিজ্ঞাকেই শ্রীভগবৎ শরণাপত্তিরূপ পরম ধর্ম্মে প্রতিজ্ঞা করা বলা হয়।

৩। এই প্রতিজ্ঞা সহ বর্ণধর্ম্ম, আশ্রমধর্ম্ম, কুলধর্ম্ম, দেশধর্ম্ম, লোকধর্ম্ম প্রভৃতি সর্ব্বধর্ম্ম ত্যাগেরও প্রতিজ্ঞা হইয়া থাকে। অতএব ইহাদের সকল কর্ত্তব্য কর্ম্ম, শ্রীভগবদুদ্দেশেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। নিজ দেহোদ্দেশে এবং নিজ দেহ সম্বন্ধ লইয়া কোন কার্য্যানুষ্ঠান হয় না।

৪। ইহারা যদি শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ না হইতে পারেন, এবং বহু ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে না পারেন, তবে কেবল **প্রাতঃকালে একলক্ষ বা অর্দ্ধলক্ষ সংখ্যক নাম কীর্ত্তন বা তৎস্মরণ, সন্ধ্যাকালে বাদ্য-নৃত্যাদি সহ নাম-কীর্ত্তন ইঁহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য হন।**

৫। যদি গৃহস্বামী এইরূপ হন, তবে অন্য ব্যক্তিগণ যথাশক্তি

সাধনানুষ্ঠানপূর্ব্বক তৎসেবনে প্রবৃত্ত হইলেও দোষ নাই।

৬। শ্রীভগবৎপরায়ণ হইয়া থাকা এবং শ্রীবৈষ্ণব চিহ্ন ধারণ করা সকলেরই কর্ত্তব্য কর্ম্ম হয়।

৭। ইঁহাদের সর্ব্বধর্ম্ম ত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীভগবৎ শরণাপত্তি রূপ পরম ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রতিজ্ঞা থাকা হেতু, ইঁহারা শ্রৌত স্মার্ত্ত ধর্ম ত্যাগ করিলেও শ্রীভগবৎভক্তি প্রাধান্যে ইঁহারা দোষযুক্ত হইতে পারেন না, কেবল প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ও স্বধর্ম ত্যাগেই ইঁহারা দোষযুক্ত হইয়া থাকেন, ভক্তিশাস্ত্রতত্ত্ববিদ্‌ব্যক্তিগণের ইহাতে আপত্তি হইবার সম্ভাবনা নাই।

৮। উক্ত প্রকারে কৃত প্রতিজ্ঞ ব্যক্তিগণ, স্বকীয় প্রতিজ্ঞানুসারে ক্লেশ শঙ্কায় পরিত্যক্ত বিষয় এবং শ্রীভগবদুদ্দেশে স্বীকৃত বিষয়ভেদে দ্বিবিধ হন। পূর্ব সম্প্রদায়কে (১) **বিরক্ত বৈষ্ণব** বলা হয়। অন্য সম্প্রদায় (২) **গৃহস্থ বৈষ্ণব** নামে খ্যাত হইয়া থাকেন।

৯। উক্ত দ্বিতীয় সম্প্রদায়ও ভক্তি-শাস্ত্রানুসারে পরম বিরক্ত মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকেন, যেহেতু শ্রীহরিভক্তগণের ফল্গু-বৈরাগ্য অতি হেয় হইয়া থাকে।

১০। মুমুক্ষুব্যক্তিগণের মায়াময় বুদ্ধিতে শ্রীহরি সম্বন্ধি বস্তু সকলের পরিত্যাগকে **'ফল্গু বৈরাগ্য'** বলা হয়।

১১। শ্রীভগবৎ সম্বন্ধে নির্বন্ধ সহকারে অনাসক্ত ভাবে নিষিদ্ধ ত্যাগ পূর্ব্বক বিষয় স্বীকারকে **'যুক্ত বৈরাগ্য'** বলা হইয়া থাকে।

১২। এই যুক্তবৈরাগ্যই শ্রীভগবদ্ভক্তগণের পরমোপাদেয় হইয়া থাকে, অতএব উক্ত দ্বিতীয় সম্প্রদায়ও পরম বিরক্তরূপে পরিগণিত হইয়া থাকেন।

১৩। প্রকাশ থাকে যে, এস্থলে প্রথম সম্প্রদায়ের পক্ষে নিয়মে সংস্থাপনের প্রয়োজন নাই, দ্বিতীয় সম্প্রদায় পক্ষেই এই নিয়ম সংস্থাপিত হইতেছে।

১৪। প্রসঙ্গানুরোধে লিখিত হইতেছে যে, প্রথম সম্প্রদায়েরও স্বকীয় প্রতিজ্ঞার প্রপূরণে অবশ্য যত্ন কর্ত্তব্য, অন্যথা তাঁহারাও বিরক্ত বৈষ্ণব নামে খ্যাত না হইয়া ভণ্ড মধ্যে পরিগণিত হইবেন।

১৫। প্রকৃত শ্রীভগবদ্ভক্ত বিষয় লিখিত হইল, অতঃপর যে সকল ব্যক্তি জ্ঞানপূর্ব্বক উক্ত পরম ধর্মে কৃতপ্রতিজ্ঞ হন কিন্তু অসামর্থ্যে বা আলস্যে উক্ত প্রতিজ্ঞার পূরণ করেন না, তাঁহাদের বিষয় লিখিত হইতেছে।

১৬। যে সকল ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে শ্রীভগবৎ শরণাপত্তিরূপ পরম ধর্ম্মানুষ্ঠানে বিধিবৎ কৃতপ্রতিজ্ঞ হন, কিন্তু প্রতিজ্ঞানুসারে কার্য্য করিতে পারেন না, তাঁহারা বৈষ্ণব নাম ধারণের উপযুক্ত হইতে পারেন না।

১৭। প্রকাশ থাকে যে, যে সকল ব্যক্তি, আংশিকরূপেও স্বকীয় প্রতিজ্ঞার প্রতিপালন করেন না, তাঁহারাই এই সম্প্রদায় মধ্যে পরিগণিত হইবেন, যাঁহারা আংশিকরূপে উক্ত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাঁহাদের পক্ষে তারতম্যের বিচার হইতে পারিবে।

১৮। যে সকল ব্যক্তি প্রতিজ্ঞানুসারে আংশিকরূপেও স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন না, তাঁহারা শাস্ত্রানুসারে হেয় হইলেও বর্ত্তমান সমাজের ব্যবহার অনুসারে পরমোপাদেয় হইতে পারেন।

১৯। যেহেতু বর্ত্তমান সমাজে কোন ধর্মিষ্ঠ সম্প্রদায়ের ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করা হয় না, কেবল বংশের প্রতি বা ধর্ম্ম-স্বীকারের প্রতি দৃষ্টিপাত করা হইয়া থাকে। তাহা কেবল অন্ধপরম্পরানুশীলনমাত্র, তাহা কদাচ শাস্ত্রানুগত হইতে পারে না।

২০ এই বিষয়ে, বিস্তারিতভাবে লিখিত হইতেছে। বর্ত্তমান সমাজে যে সকল ব্যক্তি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রনামে খ্যাত, আর ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং যতি নামে খ্যাত, তাঁহাদের মধ্যে বহু ব্যক্তি কেবল বংশ প্রাধান্যে বা ধর্ম্মস্বীকার প্রাধান্যে বর্ত্তমান সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছেন, তাঁহাদের দোষ প্রতি কোন ব্যক্তিই দৃষ্টিপাত করেন না, যদি কেহ মনোমধ্যে হেয়জ্ঞান করিয়া থাকেন, তিনিও অন্ধপরম্পরার অনুরোধে কিছুই বলিতে পারেন না, এরূপ সমাজে উক্ত সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠালাভ কেন হইতে পারিবে না, তাহা অবশ্য হইতে পারে।

২১। যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ, অন্য ব্যক্তি বিশেষের বা অন্য সম্প্রদায় বিশেষের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া, কেবলমাত্র এই সম্প্রদায়ের অর্থাৎ যাঁহারা উক্ত শ্রীভগবৎ শরণাপত্তিরূপ পরম ধর্ম্মে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইয়া তদনুষ্ঠান না করেন, তাঁহাদের দোষ দর্শন করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে ধর্ম্মনিষ্ঠ বলা হইবে, কিংবা সম্পদায় বিশেষের প্রতি দ্বেষী বলা হইবে, তাহা সাধারণ

ব্যক্তিগণ বিচার করিবেন এবং শ্রীভগবান বিচার করিবেন।

২২। যে সকল ব্যক্তি, উক্ত শ্রীভগবৎ-শরণাপত্তিরূপ পরম ধর্ম্মে জ্ঞানপূর্ব্বক কৃতপ্রতিজ্ঞ হন নাই, এবং উক্ত ধর্ম্মের কোন তত্ত্বও জানেন নাই, কেবল অন্য ব্যক্তির কথামতে কোন প্রকার বিপত্তি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বা অন্য কোন কারণে উক্ত ধর্ম্মাবলম্বীর নাম ধর্ম ধারণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা পূর্ব্বাবস্থায় অবস্থান করিতেছেন, ইহাই স্বীকার করিতে হইবে, যে হেতু ইহাদের উক্ত কার্য্য জ্ঞানকৃত নয়।

২৩ এই শেষোক্ত সম্প্রদায় **'পতিত বৈষ্ণব'** নামে খ্যাত হইবেন, ইহারা কোন প্রকার সামাজিক মান্যাদি পাইবার অধিকারী হইতে পারেন না, যেহেতু তাহা পাইবার কোন কারণ দেখা যায় না।

২৪। যে কোন প্রকারে হউক, ইহারা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছেন, কিন্তু বৈষ্ণব নাম ধারণের উপযুক্ত নয়, অতএব ইঁহাদের বর্ত্তমান পতিত-বৈষ্ণব নাম ধারণ উপযুক্ত হইতেছে।

২৫। শ্রীভগবানের পতিত-পাবন নাম থাকা হেতু নানা বিধ পতিতগণ, নাম-মাত্রে তদীয় আশ্রিত হইয়া থাকেন, অত-এব ইঁহারা সম্মানভাজন না হইলেও দয়ার পাত্র হইয়া থাকেন। এইরূপ এক সম্প্রদায় না থাকিলে, পতিতগণের গতি নাই, অতএব আশা করা যায়, মহোৎসব প্রভৃতি সৎকার্য্যে ভোজন-লাভ হইতে ইহারা যেন বঞ্চিত না হন।

২৬। এই শেষোক্ত সম্প্রদায়, যদি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে

শ্রীভগবৎ-শরণাগতের কার্য্য করেন এবং যদি মধ্যবর্ত্তী সম্প্রদায়ও তদ্বৎ হন, তবে ইহারাও প্রথম সম্প্রদায়ের মধ্যে গণ্য হইবেন, এবং তদ্বৎ পবিত্র ও পূজ্য হইবেন এ বিষয় বলাও বাহুল্য।

২৭ প্রথম সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণও যদি শ্রীভগবৎ-শরণাগত ব্যক্তির কর্ত্তব্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান না করেন. তবে তাঁহারাও মধ্যবর্ত্তী সম্প্রদায়ভুক্ত হইবেন. এ বিষয়ও বলা বাহুল্য।

২৮। প্রথম সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ যদি মধ্যবর্ত্তী সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণের সহিত অথবা শেষোক্ত সম্প্রদায়ের সহিত কোন প্রকার সংসর্গ করেন, তবে ইহারা অবশ্য মালিন্য লাভ করিবেন, সেই মালিন্যের দূরীকরণ জন্য. ইহাদের আধিক্যরূপে স্ব-স্বীকৃত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য. যেহেতু ইহাদের অন্য ধর্ম্মানুষ্ঠানে অধিকার এবং প্রয়োজন নাই।

২৯। যদি প্রথম সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ, অন্য সম্প্রদায় হইতে কন্যা গ্রহণ করেন. ঐ কন্যা যদি শ্রীভগবৎ শরণাগত ব্যক্তির কর্ত্তব্য কর্ম্মে নিরতা হন, তবে কোন দোষ দেখা যায় না। ঐ কন্যা যদি সেরূপ না হন. তবে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে মালিন্য এবং তন্নিরসনোপায় বিধান হইবে।

৩০। বর্ত্তমান বৈষ্ণব সমাজকে এই ত্রিবিধ প্রকারে বিভক্ত করা হইল, এবং তদুচিত ব্যবস্থাও লিখিত হইল। যদি লিখিত বিষয় হইতে অতিরিক্ত কোন বিষয় সমুপস্থিত হয়, তাহা হইলে সমাজ প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ, লিখিত ব্যবস্থার অনুসরণ করিয়া সুপরামর্শ করিবেন, অথবা পরমাচার্য্যগণ সমীপে প্রশ্ন করিতে প্রবৃত্ত হইবেন।

——★——

বৈষ্ণবের লক্ষণ।

"বিষ্ণুভক্তো দ্বিজাধিকঃ" বলিয়া বৈষ্ণবগণ যে আপনাদিগকে দ্বিজাচারী বর্ণোত্তম বলিয়া গৌরব করিয়া থাকেন, সে গৌরবের মূল কোথায়? **সদাচারে ও লক্ষণে।** বৈষ্ণবগণ শাস্ত্রোক্ত বৈষ্ণব লক্ষণে ভূষিত হইলে সমাজ অবনতমস্তকে তাঁহার সম্মাননা করিতে বাধ্য। নতুবা আমাতে বৈষ্ণবের কোন লক্ষণই থাকিবে না; পূর্ব্বপুরুষের পরিচয়ে আপনাকে বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় না দিলে লোকে আমাকে দেখিয়া, কখনই বৈষ্ণব বলিয়া চিনিতে পারিবে না. বরং পদে পদে আমাতে অবৈষ্ণবতারই প্রকাশ দেখিতে পাইবে, অথচ আমি সমাজে বৈষ্ণবোচিত সম্মানলাভের দাবী রাখিব। ইহা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? জাতীয়তায়, কি সামাজিকতায় উন্নত হইতে হইলে স্ব স্ব বর্ণাদিব্যঞ্জক লক্ষণে ভূষিত হইয়া সদাচার পালন করিতে হইবে। নতুবা জাতীয় উন্নতির আশা, আকাশকুসুম !!

শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ অনুসারেই বর্ণের সৃষ্টি। সুতরাং,—

যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাদি ব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তৎ তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥

অর্থাৎ শাস্ত্রে বর্ণাদিব্যঞ্জক যে সকল লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, যদি অন্যত্রও সেই সকল লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়, তবে তাহাকেও তৎবর্ণসদৃশ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিবে।

অতএব বৈষ্ণব যে সে কুলোৎপন্ন হইলেও, তিনি যদি শাস্ত্রোক্ত বৈষ্ণবলক্ষণে ভূষিত হন, তাহা হইলে তিনি অবশ্যই

'দ্বিজাধিক' হইবেন। বৈষ্ণবতার প্রভাবে তাঁহার সে জাতি-দোষ অবশ্যই খণ্ডন হইয়া যায়। পরন্তু চতুর্বর্ণাতীত একটী স্বতন্ত্র বৈষ্ণবজাতিতে উন্নীত হন। তাই, শ্রীপাদ জীবগোস্বামী ভক্তি-সন্দর্ভে লিখিয়াছেন—

"ইতি শ্রীপৃথুচরিতানুসারেণ যৎকিঞ্চিৎ
জাত্যবপ্যুত্তমত্বমেব মন্তব্যম্ ।

অর্থাৎ পৃথুরাজ অতি নীচকুলোৎপন্ন হইলেও তাঁহার আদেশ সর্ব্বত্র পরিচালিত হইত। তিনি সপ্তদ্বীপের একচ্ছত্র শাসনকর্ত্তা ছিলেন। এই শ্রীপৃথুচরিতানুসারে বিচার করিয়া দেখা যায়, বৈষ্ণব যে কোন কুলোৎপন্ন হউক না কেন, সে জাতিতেও উত্তমত্ব লাভ করে, ইহার মন্তব্য। অতঃপর তিনি পূর্ব্বোক্ত "যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্ত মিত্যাদি" শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করিয়া স্বীয় বাক্যের সমর্থন করিয়াছেন! শাস্ত্রে আরও পরিদৃষ্ট হয়—

ন জাতিঃ পূজ্যতে রাজন্ গুণাঃ কল্যাণকারকাঃ।
চণ্ডালোঽপি সুবৃত্তস্থঃ তং দেবাঃ ব্রাহ্মণং বিদুঃ ॥

অর্থাৎ হে রাজন্, জাতি পূজ্য নয়, গুণই কল্যাণকারক। চণ্ডালও সদাচারী হইলে দেবতাগণ তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন।

অতএব বৈষ্ণবের লক্ষণ ও সদাচারের সহিত ব্রাহ্মণের লক্ষণ ও সদাচারের অনেকাংশে সামঞ্জস্য থাকায় ব্রাহ্মণের ন্যায় বৈষ্ণবগণেরও একটি স্বতন্ত্র জাতিত্ব সিদ্ধ হইয়াছে। যেমন "ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ" একটি স্বতন্ত্র জাতি, সেইরূপ "বিষ্ণুং জানাতি বৈষ্ণবঃ" ও একটি স্বতন্ত্র জাতি, এরূপ সিদ্ধান্ত অসঙ্গত

নহে। আবার বিষ্ণুর উপাসনা যখন বেদসিদ্ধ, তখন বৈষ্ণব কথাটিও যে বেদমূলক, তাহা বলাই বাহুল্য। এই বৈদিক সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবগণই এক্ষণে **'জাতি বৈষ্ণব'** নামে অভিহিত।

তাই বলি, ভাই বৈষ্ণব! যদি জাতীয় উন্নতি করিতে চাও, যদি সমাজের কলঙ্ক-কালিমা মুছাইতে চাও, তবে শাস্ত্রকথিত বৈষ্ণব লক্ষণে ভূষিত হও এবং সমাজের মহৎক্ষুদ্র সকলেই যাহাতে বৈষ্ণবলক্ষণান্বিত হইতে পারেন, তাহার উপায় বিধান কর; সঙ্গে সঙ্গে সমাজে শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা কর; শিক্ষাতেই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব। শিক্ষা ভিন্ন সামাজিক উন্নতির আশা অতি কম যে সমাজ যত শিক্ষিত, সে সমাজ তত উন্নত। অতএব শাস্ত্রোক্ত লক্ষণান্বিত হইয়া বৈষ্ণব বালকগণ যাহাতে উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে পারে, বৈষ্ণব সমাজের উন্নতিকামী ব্যক্তিমাত্রেরই সে বিষয়ে যত্নশীল হওয়া কর্ত্তব্য।

অতঃপর পদ্মপুরাণে ক্রিয়াযোগসারে যে সমস্ত বৈষ্ণব লক্ষণ বিবৃত হইয়াছে, পাঠকের অবগতির জন্য, নিম্নে উদ্ধৃত হইল। যথা—

শ্রীভগবানুবাচ।

বৈষ্ণবানাং লক্ষণানি কল্পকোটিশতৈরপি।
সম্যগ্বক্তুং ন শক্নোমি সংক্ষেপাৎ শৃনু সত্তম॥
সংসারো বৈষ্ণবাধীনো দেবা বৈষ্ণবপালিতাঃ।
অহঞ্চ বৈষ্ণবাধীন স্তস্মাৎ শ্রেষ্ঠাশ্চ বৈষ্ণবাঃ॥
ক্ষণমাত্রমপি ব্রহ্মন্ বিহায় বৈষ্ণবং জনং।
তিষ্ঠামি নাহমন্যত্র বৈষ্ণবো মম বান্ধবঃ॥

ভগবান্ ব্রহ্মাকে কহিলেন, হে ব্রহ্মন্, বৈষ্ণবের লক্ষণ শতকোটীকল্পেও সম্যক্‌রূপে বলিতে সক্ষম হইব না, সংক্ষেপে শ্রবণ কর। এই সংসার বৈষ্ণবের অধীন, দেবতাগণ বৈষ্ণবেরই পালিত এবং আমিও বৈষ্ণবের অধীন। অতএব বৈষ্ণবগণই শ্রেষ্ঠ। আমি বৈষ্ণবজনকে পরিত্যাগ করিয়া ক্ষণমাত্রও অন্যত্র অবস্থান করি না; যে হেতু বৈষ্ণবগণই আমার বান্ধব।

কামক্রোধবিহীনা যে হিংসাদম্ভবিবর্জ্জিতাঃ ॥
লোভমোহবিহীনাশ্চ তে জ্ঞেয়া বৈষ্ণবা জনাঃ ॥ ১ ॥

যাঁহারা কামক্রোধবিহীন, হিংসাদম্ভবর্জ্জিত এবং লোভ ও মোহশূন্য, তাঁহাদিগকে বৈষ্ণবজন বলিয়া জানিবে ॥ ১ ॥

অমৎসরা দয়াযুক্তাঃ সর্ব্বভূতহিতৈষিণঃ।
সত্যোক্তিভাষিণশ্চৈব জ্ঞেয়াস্তে বৈষ্ণবা জনাঃ ॥

যাঁহারা মাৎসর্য্যবিহীন, দয়াযুক্ত, সর্ব্বভূতহিতৈষী ও সত্যবাদী তাঁহাদিগকে বৈষ্ণবজন বলিয়া জানিবে ॥ ২ ॥

পিতৃভক্তা মাতৃভক্তা জ্ঞাতিপোষণতৎপরাঃ।
ধর্ম্মোপদেশিনো যে চ জ্ঞেয়াস্তে বৈষ্ণবা জনাঃ ॥

যাঁহারা পিতামাতার প্রতি অনুরক্ত, জ্ঞাতিগণের ভরণপোষণে রত এবং অন্যকে ধর্ম্মোপদেশদানে সমর্থ, তাঁহাদিগকে বৈষ্ণবজন বলিয়া জানিবে ॥ ৩ ॥

সমানাং যেচ পশ্যন্তি ত্বাঞ্চমাঞ্চ মহেশ্বরম্।
কুর্ব্বন্তি পূজামতিথেঃ জ্ঞেয়াস্তে বৈষ্ণবা জনাঃ ॥

হে ব্রহ্মন্! যাহারা তোমাকে, আমাকে ও মহেশ্বরকে তুল্যরূপে দর্শন করে এবং অতিথি সৎকার করে, তাহাদিগকে বৈষ্ণব জন বলিয়া জানিবে ॥ ৪ ॥

—•—

বিশুদ্ধ বৈষ্ণবানামশৌচাভাবঃ ॥

শ্রীভাগবতাদিশাস্ত্রেষু প্রোক্তা এব যোগা স্ত্রয়ঃ ॥

যথা কর্ম্মযোগো জ্ঞানযোগো ভক্তিযোগশ্চেতি। দেহাভিমানিনঃ কামকর্ম্মাসক্তাঃ কর্ম্মযোগাধিকারিণো ভবন্তি। দেহাভিমানরহিতা বিরক্তাঃ কর্ম্মসু নির্ব্বিণ্ণা ব্রহ্মোপাসনরতা জ্ঞানযোগাধিকারিণঃ ॥ শ্রীভগবদ্ভজনে শ্রদ্ধাযুক্তাঃ প্রাকৃতদেহাভিমান ত্যাগপূর্ব্বকং নিত্যসিদ্ধ শ্রীভগবৎ-পার্ষদদেহাবস্থানং বিভাব্য শ্রীভগবদ্ভক্তজননিরতা ন বিরক্তা বিষয়ে নাতিসক্তা ভক্তিযোগাধিকারিণঃ ॥ তথা চ শ্রীভাগবত একাদশস্কন্ধে উদ্ধবং প্রতি শ্রীভগবদ্বচনং— "যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়ো বিধিৎসয়া। জ্ঞানং কর্ম্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োঽন্যোঽস্তি কত্রচিৎ॥ নির্ব্বিণ্ণানাং

বঙ্গানুবাদ—বিশুদ্ধ বৈষ্ণবগণের অশৌচাভাব

শ্রীভাগবতাদি শাস্ত্রে ত্রিবিধ যোগ উক্ত হইয়াছেন ॥ যথা—কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, এবং ভক্তিযোগ। যাহারা দেহাভিমানী এবং কামকর্ম্মাসক্ত তাহারাই কর্ম্মযোগাধিকারী। যাহারা দেহাভিমান রহিত, বিরক্ত, কর্ম্ম সকলে নির্ব্বেদযুক্ত এবং ব্রহ্মোপাসনানিরত, তাহারা জ্ঞানযোগাধিকারী। যাহারা ভগবদ্ভজনে শ্রদ্ধাযুক্ত, প্রাকৃত দেহাভিমান ত্যাগ পূর্ব্বক নিত্যসিদ্ধ শ্রীভগবৎ পার্ষদদেহাবস্থান-ভাবনাপর, শ্রীভগবদ্ভজননিরত এবং বিরক্তও নয়, বিষয়ে অতি আসক্তও নয়, তাহারাই ভক্তিযোগাধিকারী হন। শ্রীভাগবতে একাদশ স্কন্ধে উদ্ধব প্রতি শ্রীভগবদ্বচন যথা॥—"মনুষ্য সকলের শ্রেয়বিধান জন্য আমি জ্ঞান, কর্ম্ম এবং ভক্তি এই যোগত্রয়কে বলিয়াছি, এ ভিন্ন আর উপায় নাই।"

জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ কর্ম্মসু। তেম্বনির্ব্বিণ্ণচিত্তানাং কর্ম্মযোগস্তু কামিনাং॥ যদৃচ্ছয়া মৎ কথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্। ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ॥" ইতি॥ বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম এব কর্ম্মযোগ ইতি কথ্যতে॥ জ্ঞান ভক্তিযোগাধিকারিণাং তু ন কর্ম্মযোগেঽবশ্য কর্ত্তব্যতাঽস্তি॥ তথা চ তত্রৈব তেনৈবোক্তং—"তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা। মৎ কথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্নজায়ত ইতি॥" "স্বে স্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা সগুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ বিপর্য্যয়স্তু দোষঃ স্যাদুভয়োরেষ নিশ্চয়ঃ॥" ইতি চ॥ কেচিদাহুর্বিরক্তানামেব কর্ম্মত্যাগেঽধিকারো ভবেন্ন বিষয়িনামিতি॥ তদ্বচনমযুক্তমেব, যত স্তত্র তেনৈবোক্তং

যাহারা বিষয়ে বিরক্ত হেতু কর্ম্মত্যাগী, তাহাদের জ্ঞান-যোগ সিদ্ধিপ্রদ হয়। বিষয় বাসনাযুক্তকর্ম্মাসক্ত সকলের পক্ষে কর্ম্ম-যোগ সিদ্ধিপ্রদ হয়। কোন ভাগ্যবশতঃ আমার কথাদিতে যে ব্যক্তি জাতশ্রদ্ধ এবং বিরক্তও নয়, বিষয়ে অত্যাসক্তও নয়, তৎসম্বন্ধে ভক্তিযোগ সিদ্ধিপ্রদ হয় ইতি॥" বর্ণাশ্রম ধর্ম্মকেই কর্ম-যোগ বলা হয়। যাহারা জ্ঞানযোগে এবং ভক্তিযোগে অধিকারী, তাহাদের কর্ম্মযোগে অবশ্য কর্ত্তব্যতা থাকে না। সেই শাস্ত্রে শ্রীভগবদ্বচন যথা—"যেকাল পর্য্যন্ত চিত্তে বৈরাগ্যের উদয় না হয়, অথবা আমার কথা শ্রবণাদিতে শ্রদ্ধা না হয়, কর্ম সকলকে সেই কাল পর্য্যন্ত করিবে ইতি।" নিজ নিজ অধিকারে যে নিষ্ঠা তাহাকেই গুণ বলা হয়। বিপরীত হইলে দোষ হয়, উভয়পক্ষে ইহাই নিশ্চয় ইতি। কোন ব্যক্তি বলেন, বিরক্ত

ভক্তিযোগাধিকারিণমুদ্দিশ্য—"জাতশ্রদ্ধো মৎ কথাসু নির্ব্বিণ্ণঃ সর্ব্বকর্মসু ॥ বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেপ্যনীশ্বরঃ ॥ ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ় নিশ্চয়ঃ ॥ জুষমানশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কান্ বিগর্হয়ন্ ॥" ইতি ॥ কেচিদাহুঃ সমুৎপন্ন-ব্রহ্মজ্ঞানস্যৈব কর্মত্যাগাধিকারো ভবেন্নান্যস্যেতি। তদপ্যযুক্তমেব, উক্তং তত্র তেনৈব তমুদ্দিশ্য—"প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতো মাহসকৃন্মুনেঃ ॥ কামা হৃদয্যা নশ্যন্তি সর্ব্বে ময়ি হৃদি স্থিতে ॥ ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি শ্ছিদ্যন্তে সর্ব সংশয়াঃ ॥ ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি ময়ি দৃষ্টেঽখিলাত্মনি ॥ তস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ ॥ ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহেতি ॥" যতো ভক্তিযোগাধি-

---

সকলেরই কর্মত্যাগের অধিকার হয়, বিষয়ী সকলের তাহা হয় না। সে বাক্য অযুক্ত, যেহেতু সেই শাস্ত্রে তদুক্তি আছে—যে ব্যক্তি সকল কর্ম্মে নির্ব্বেদযুক্ত হইয়া আমার কথাদিতে জাতশ্রদ্ধ হন, কাম সকলকে দুঃখরূপ জানিয়াও পরিত্যাগে অসমর্থ হন তিনি প্রসন্ন, শ্রদ্ধাযুক্ত এবং দৃঢ় নিশ্চয় হইয়া আমারই ভজন করিবেন, কাম সকলকে দুঃখরূপ মনে করিয়া করিয়া তন্নিন্দন পূর্ব্বক ভোগ করিতে থাকিবেন ইতি।" কেহ কেহ বলেন, যার ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারাই কর্মত্যাগের অধিকার হয়, অন্যের নয়। তাহাও অযুক্ত, যেহেতু সেই শাস্ত্রে তদুক্তি আছে, "যে মুনি, প্রোক্ত ভক্তিযোগদ্বারা সর্ব্বদা আমার ভজন করিয়া থাকেন, আমি হৃদয়ে থাকা হেতু, তাঁহার হৃদয়গত কাম সকল বিনষ্ট হয়। দেহাভিমান এবং সংশয় সকলও দূরীভূত হয়। তাঁহার পূর্ব্বকর্ম

কারিণাং ভক্তিযোগেনৈব সর্ব্বাধিকার লাভঃ॥ সর্ব্ব ফলপ্রাপ্তিশ্চ স্যাৎ। তথাচোক্তং তত্র তেনৈব—"যৎ কর্ম্মভি র্যত্তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ॥ যোগেন দানধর্ম্মেণ শ্রেয়োভি রিতরৈরপি। সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা॥ স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্ যদি বাঞ্ছতীতি॥" অতএব পাপাপত্তৌ প্রায়শ্চিত্তমপি ভক্তিযোগাধিকারিণাঃ ভক্তিযোগেনৈব ভবেন্নকর্ম্মণা॥ তথা চ তত্র তেনৈবোক্তং—"যদি কুর্য্যাৎ প্রমাদেন যোগী কর্ম্মবিগর্হিতং। যোগেনৈব দহেদংহো নান্যত্তত্র কদাচনেতি॥ তত্র স্বামীটীকা—নম্নু পাপাপত্তৌ প্রায়শ্চিত্তং কার্য্যমেব, তত্রাহ—যদিতি॥ যোগেন জ্ঞানাভ্যাসেনৈব॥ এতচ্চ ভক্তস্যাপি নামসংকীর্ত্তনাদ্যুপলক্ষণার্থং॥

সকলও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, যেহেতু অখিলাত্মরূপে আমাকে দেখিয়া থাকেন। সেই হেতু মদ্ভক্তিযুক্ত মদাত্মা যোগীর জ্ঞানেও প্রয়োজন নাই, বৈরাগ্যেও প্রয়োজন নাই, বাহুল্যভাবে এই ভক্তিযোগেই সর্ব্বমঙ্গল হইয়া থাকে। ইতি॥ "যেহেতু ভক্তিযোগাধিকারী সকলের ভক্তিযোগ দ্বারাই সর্ব্বাধিকার লাভ এবং সর্ব্বফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে। সেই শাস্ত্রে সেইরূপ তদুক্তি আছে—"কর্ম্ম দ্বারা যাহা হয়, তপোদ্বারা যাহা হয়, জ্ঞানদ্বারা যাহা হয়, বৈরাগ্যদ্বারা যাহা হয়, যোগ, দান এবং ধর্মদ্বারা যাহা হয়, অন্যান্য শ্রেয়ঃ কর্ম্ম দ্বারা যাহা হইয়া থাকে, আমার ভক্ত আমার ভক্তিযোগ দ্বারা সুখ পূর্ব্বক সেই সকল লাভ করিয়া থাকেন আমার ভক্ত কিছুই বাঞ্ছা করেন না, যদি ইচ্ছা করেন, স্বর্গ, মোক্ষ, আমার বৈকুণ্ঠধাম সকলই লাভ করেন॥ ইতি॥" এহেতু দৈবাৎ পাপসমুপস্থিত হইলে

নাচ্যং কৃচ্ছ্রাদি ॥ ইতি ॥ অতএব কর্ম্মযোগাধিকারিণাং দেহাত্মবাদিনাং মধ্যে যথাধিকারং ॥ যে তু ব্রহ্মজীবিনঃ (ব্রাহ্মণঃ) তেষাং দশাহেন, যে তু রক্ষাজীবিন (ক্ষত্রিয়াঃ) স্তেষাং দ্বাদশাহেন, যে তু বিনিময়-জীবিন (বৈশ্যাঃ) স্তেষাং পঞ্চদশাহেন, যে তু শোকজীবিন (শূদ্রাঃ) স্তেষাং মাসেনাশৌচ-নিবৃত্তিঃ স্যাৎ। অগ্নিনা বেদেন বা যুক্তস্য ব্রাহ্মণস্য ত্রিভিশ্চতুর্ভি বা দিবসৈরুভয়যুক্তস্য তস্যৈকাহেনাশৌচ-নিবৃত্তির্ভবেৎ। এবং চ সতি জ্ঞানভক্তিযুক্তং জনং প্রতি নাশৌচং স্পৃশতীত্যত্র কঃ সন্দেহঃ॥ কেচিদ্বিশুদ্ধ-বৈষ্ণবা নিত্যোপাস্য শ্রীভগবদ্বিগ্রহং কুলদেবাদি রূপেণ বিভাব্য তদর্থেহখিলচেষ্টানির্বাহ পূর্ব্বকং পারমার্থিক গার্হস্থ্যানুশীলনং কুর্ব্বন্তি॥ অত স্তৎ সেবনার্থং

ভক্তিযোগাধিকারী সকলের ভক্তিযোগ দ্বারাই প্রায়শ্চিত্ত হইয়া থাকে, কর্ম্মের প্রয়োজন হয় না। সেই শাস্ত্রে তদুক্তি আছে, "যদি প্রমাদবশতঃ যোগী নিন্দিত কর্ম্ম করেন, তবে যোগদ্বারাই পাপক্ষয় করিবেন, কৃচ্ছ্রাদি করিবেন না। যোগ, জ্ঞানাভ্যাস। ভক্তপক্ষে নাম-সংকীর্ত্তনাদি ব্যক্ত না থাকায়, টীকাকার তাহা ব্যক্ত করিয়া দিয়াছেন॥ ইতি। অতএব কর্ম্মাধিকারী দেহাত্মবাদী সকলের মধ্যে যথাধিকার অশৌচ ধারণ এবং তন্নিবৃত্তি হইয়া থাকে, জ্ঞান-ভক্তি-যোগাধিকারীর সম্বন্ধে তাহা নয়। যাহারা ব্রহ্মজীবী (ব্রাহ্মণ) তাহাদের দশাহ দ্বারা, যাহারা রক্ষাজীবী (ক্ষত্রিয়) তাহাদের দ্বাদশাহ দ্বারা, যাহারা বিনিময়জীবী (বৈশ্য) তাহাদের পঞ্চদশাহ দ্বারা, যাহারা শোকজীবী (শূদ্র) তাহাদের একমাস দ্বারা, অশৌচ নিবৃত্তি হয়। অগ্নি দ্বারা অথবা

তৎ সেবারক্ষণার্থং চ তৎ পরিকররূপ স্ত্রীপুত্রাদি স্বীকারং কুর্ব্বন্তি॥ শ্রীভগবৎ সম্বন্ধেনৈব তৈঃ সহ সম্বন্ধ স্থাপনং কুর্ব্বন্তি, ন তু দেহ-সম্বন্ধেন॥ তৈঃ সহ পারমার্থিক সম্বন্ধস্থাপনার্থং স্ব স্বীকৃত ভজনা-বিরুদ্ধেন স্বস্য নিত্য শুদ্ধতা ভাবনাপূর্ব্বকং তে তু বহিশ্চিহ্নধারণাদি-মাত্র রূপং কিঞ্চিদশৌচানুকরণং কুর্ব্বন্তি॥ তত্র দিনসংখ্যা ব্রাহ্মণবৎ॥ ইতরবদ্দিনসংখ্যাস্বীকারে, স্বস্যাশুচিত্ব-স্বীকারে, চ-বিশুদ্ধ বৈষ্ণবার্থে তদনুকরণে চাবশ্যং তেষাং পাতিত্যং স্যাৎ॥ কেচিদ্বিশুদ্ধ বৈষ্ণবাঃ নৈবমনুকরণমিচ্ছন্তি॥ ইতি॥

বেদ দ্বারা যুক্ত ব্রাহ্মণের দিবসত্রয় দ্বারা বা দিবস চতুষ্টয় দ্বারা, উভয়যুক্ত ব্রাহ্মণের একাহ দ্বারা অশৌচ নিবৃত্তি হইয়া থাকে। যদি এরূপ হইল, তবে জ্ঞান-ভক্তিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি অশৌচ, স্পর্শও করিতে পারে না, এ বিষয়ে আর কি সন্দেহ আছে। কোন বিশুদ্ধ বৈষ্ণবগণ, নিজোপাস্য শ্রীভগদ্বিগ্রহকে কুলদেবাদিরূপে ভাবনা করিয়া, তদর্থে অখিল চেষ্টা নির্ব্বাহ পূর্ব্বক, পারমার্থিক গার্হস্থ্যের অনুশীলন করিয়া থাকেন। অতএব তৎসেবনার্থ এবং তৎসেবা রক্ষণার্থ তৎপরিকররূপ স্ত্রী-পুত্রাদি স্বীকার করিয়া থাকেন শ্রীভগবৎ সম্বন্ধ দ্বারাই তাহাদের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করেন, দেহ সম্বন্ধ দ্বারা নয়। এহেতু সেই বিশুদ্ধ বৈষ্ণবগণের সহিত পারমার্থিক সম্বন্ধ সংস্থাপন মানসে স্ব-স্বীকৃত ভজনের অবিরুদ্ধে স্বকীয় নিত্য শুদ্ধত্ব ভাবনা পূর্ব্বক, সেই বিশুদ্ধ বৈষ্ণবগণ বহিশ্চিহ্ন ধারণাদি মাত্ররূপ কিঞ্চিদশৌচানুকরণ করিয়া থাকেন। সে বিষয়ে দিন সংখ্যা ব্রাহ্মণবৎ। ইতরবৎ দিনসংখ্যা স্বীকার

করিলে, অথবা নিজের অশুচিহ্ন স্বীকার করিলে, কিংবা অবিশুদ্ধ বৈষ্ণবার্থ তদনুকরণ করিলে, অবশ্য তাহাদের পাতিত্য হয়। কোন বিশুদ্ধ বৈষ্ণবগণ, এরূপ অনুকরণে ইচ্ছা করেন না॥ ইতি॥

স্বাঃ শ্রীবিশ্বম্ভরানন্দ দেব গোস্বামী, শ্রীপাট গোপীবল্লভপুর।

—(*)—

বিশুদ্ধ বৈষ্ণবের লক্ষণ এবং তন্মাহাত্ম্য।

বিশুদ্ধ বৈষ্ণবতাই জীবের পরম মুক্তাবস্থা। যেহেতু মহা-সম্রাটস্থানীয় সর্ব্বশক্তি-সমাশ্রয় পরব্রহ্ম পরমাত্মা শ্রীভগবান স্বকীয় সর্ব্বাশ্রয়তানুভব পরমানন্দ পরিপূর্ণ হইলেও, নিত্য পরিকর স্থানীয়, স্বভক্তজীবগণের প্রীতিসম্পাদনসমুদ্দেশে সর্ব্বকালে জ্ঞানানন্দময় সর্ব্বব্যাপক নিজধামে সর্ব অপ্রাকৃত বিষয়ের প্রাকট্য করিয়া থাকেন এবং বিষয়াসক্ত বহির্মুখ জীবগণের, শাসনার্থ দেশ-কাল-বস্তু-লক্ষণ-পরিচ্ছিন্ন অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড সকলের একাংশে সৃষ্টি, পালন, সংহার করেন। তদ্ভক্তজীবগণও সেই অপ্রাকৃত বিষয় সকল দ্বারা পরমাশ্রয় শ্রীভগবানের প্রীতি সম্পাদন করিয়া থাকেন এবং তদ্ভক্ত সকলের প্রীতি সম্পাদন করিয়া থাকেন। প্রাকৃত বিষয় সকলে তদাসক্ত জীবসকলে অতিশয়হেয়তা প্রদর্শন করেন এবং গুণাতীত স্বরূপান্বেষণ-পর মুক্তাভিমানি-জীবগণ প্রতিও হেয়তা প্রাকট্য করেন। নিত্য-পরিকর শ্রীভগবদ্ভক্তগণের শ্রীভগবানে এই নিত্য প্রীতিকেই পরম মুক্তাবস্থা এবং বিশুদ্ধ বৈষ্ণবতা বলা হয়। বিষয়াসক্ত শ্রীভগবদ্বহির্মুখ জীব সকলের এই বিশুদ্ধ বৈষ্ণবতা লাভ হইলেই পরম জীবন্মুক্তাবস্থা লাভ হইয়া থাকে।

গৃহস্থ বৈষ্ণব জাতির বিপ্রবৎ দশাহাশৌচ নির্দ্ধারণ।

উক্ত সভায় বৈষ্ণবগণের দশাহাশৌচ নিবৃত্তি সম্বন্ধীয় বিবাদ নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে যে আলোচনা হইয়াছিল, সভাচার্য্য শ্রীযুক্ত হংসেশ্বর কাব্যতীর্থ মহাশয় এবং বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবং বহু ভদ্র ব্যক্তির সম্মতি ক্রমে উক্ত সভাতে নিম্নলিখিত মতে সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হইয়াছে।

অনাদিকাল হইতে এই স্বপ্রসিদ্ধ বৈদিক সমাজে **কর্ম্মমার্গ জ্ঞানমার্গ** এবং **ভক্তিমার্গ** এই মার্গত্রয় সুবিরাজিত আছে, বেদাদি শাস্ত্রের আদেশে দেহাত্মবাদী ব্যক্তি সকল কর্ম্মমার্গের অনুশীলন করেন, দেহাত্মবাদরহিত বিষয়-বিরক্ত ব্যক্তিগণ জ্ঞান-মার্গের অনুশীলন করেন। যে সকল ব্যক্তি নিজ দেহোদ্দেশে বিষয় স্বীকার না করিয়া শ্রীভগবদুদ্দেশে বিষয় সকলের স্বীকার করিয়া থাকেন এবং শ্রীভগবদ্বিষ্ণুর অর্চ্চনে সকল দেব-ঋষি-পিতৃ মনুষ্য এবং সর্ব্ব অন্য প্রাণীর তৃপ্তি বিষয়ে বিশ্বাস ধারণ করিয়া থাকেন, সেই বিশ্বাসে দেবর্ষি পিতৃ প্রভৃতির পূজা পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র শ্রীভগবদ্বিষ্ণুর পূজাদিতে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া থাকেন সেই সকল ব্যক্তি ভক্তিমার্গের অনুশীলন করিয়া থাকেন। কর্ম্মমার্গকেই **বর্ণাশ্রম** বলা হয়। যে সকল ব্যক্তি স্থূল-দেহ, লিঙ্গ-দেহ, কারণ-দেহ, রূপ দেহত্রয়ে আত্মাভিমান করিয়া থাকেন, তাঁহারাই সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই গুণত্রয়ের তারতম্যে সমাজের জ্ঞাপক, রক্ষক,

পোষক এবং সেবকরূপে সমাজের রক্ষা করিয়া থাকেন। জ্ঞাপক সকলকে ব্রাহ্মণ, রক্ষক সকলকে ক্ষত্রিয়, পোষক সকলকে বৈশ্য এবং সেবক সকলকে শূদ্র বলা হয়।

উত্তম যাজ্ঞিক হইয়া জ্ঞানবান হইলে সমাজের জ্ঞাপক হন, ব্রহ্মজীবি হেতু **ব্রাহ্মণ** নামে খ্যাত হন। অধ্যাপনা, যাজন ও প্রতিগ্রহজীবীকে ব্রহ্মজীবী বলা হয়, মধ্যম যাজ্ঞিক হইয়া বলবান্ হইলে সমাজের রক্ষক হন, ক্ষত্রজীবী হেতু **ক্ষত্রিয়** নামে খ্যাত হন। কর, দণ্ড, যুদ্ধোপকারজীবীকে ক্ষত্রজীবি বলা হয়। কনিষ্ঠ যাজ্ঞিক হইয়া ধনবান হইলে সমাজের পোষক হন, বিড়জীবী হেতু **বৈশ্য** নামে খ্যাত হন। কৃষি, বাণিজ্য গোরক্ষা কুসীদ-জীবীকে বিড়জীবী বলা হয়। যজ্ঞ বর্জ্জিত ব্যক্তি জ্ঞান-বল-ধনরহিত হইয়া সমাজের সেবক হন, শুগ্‌জীবী হেতু **শূদ্র** নামে খ্যাত হন। পরাধীনতা শুক্ বলা হয়

বিষয়ভোগকাম হইলে সকলেই গৃহস্থ হন। অধ্যয়নকাম হেতু ব্রাহ্মণাদিত্রয় ব্রহ্মচারী হন, বৈরাগ্যকাম হইলে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় বাণপ্রস্থ হন, নিষ্কাম ব্রাহ্মণ যতি হইয়া থাকেন। এই প্রকার দেহাত্মবাদী সকলের মধ্যে স্বভাব-বাসনা তারতম্যে বর্ণাশ্রম বিভাগ হইয়া থাকে।

যে সকল ব্যক্তি স্থূল সূক্ষ্ম কারণাত্মক দেহত্রয়ে আত্মাভিমান ত্যাগ করিয়া দেহত্রয় হইতে আপনাকে ভিন্নরূপে দেখেন এবং তৎসাক্ষীরূপে দেখেন, তাঁহারা সাংখ্যযোগে অধিকারী হন, যে সকল ব্যক্তি পরমাত্মার সর্ব্বপ্রকাশকত্বগুণের অনুশীলন পূর্ব্বক

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি দ্বারা পরমাত্মাতে চিত্ত বৃত্তি নিরোধ করিয়া থাকেন তাঁহারা ধ্যান-যোগে অধিকারী হন। সাংখ্য-যোগ এবং ধ্যান-যোগ জ্ঞানমার্গেরই অন্তর্ভূত। চিত্তবৃত্তি নিরোধরূপ যোগ সকলেরই প্রয়োজন হয়; বৈরাগ্য ব্যতিরেকে জ্ঞান-মার্গে অধিকার হয় না। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ এই পঞ্চবিষয়ে স্নেহ ত্যাগকে **বৈরাগ্য** বলা হয়। বিশ্বের সৃষ্টি-পালন-সংহারের আদি কারণ পরমেশ্বরের অনুশীলনকে **জ্ঞান-যোগ** বলা হয়, তদীয় গুণাতীত স্বরূপৈকাত্ম্য দর্শনকে **বিজ্ঞান-যোগ** বলা হয়, উক্ত ব্রহ্মৈকাত্ম্য দর্শন দ্বারা জীব মায়া ও মায়িক বিশ্বের স্বাতন্ত্র্য জ্ঞানের বিলয় হয়। শ্রীভগবদ্ভক্তিমার্গের অনুশীলনে যথাবদধিকার হইয়া থাকে। অতএব জ্ঞানমার্গসিদ্ধ আত্মারাম পরমযোগীন্দ্রগণ, শ্রীভগবদ্ভক্তিতে রত হইয়া থাকেন।

চিৎশক্ত্যাবিষ্কৃত অপ্রাকৃত-বিশ্বাশ্রয় শ্রীভগবানের অনুশীলনকে **ভক্তিমার্গ** বলা হয়। শ্রীভক্তিমার্গাবলম্বী সকলের প্রাকৃত ভগবদ্‌বহির্মুখ বিষয় সকলে পরিপূর্ণ বৈরাগ্য থাকিলেও অপ্রাকৃত শ্রীভগবৎ-সম্বন্ধি বিষয় সকল পরমোপাদেয় হইয়া থাকে। শ্রীহরিসম্বন্ধি বস্তু সকলের মায়াময়জ্ঞানে পরিত্যাগ 'ফল্গু-বৈরাগ্য' বলা হয়, তাহা ভক্তিমার্গাবলম্বী সকলের হেয় হয়। যুক্ত-বৈরাগ্যই তাঁহাদের পরমোপাদেয় হয়। স্বদেহ-সম্বন্ধি সুখোৎপাদক বিষয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীভগবৎ প্রীতি-সম্পাদনকৃদ্বিষয়ের যথাযোগ্য স্বীকারকে 'যুক্ত-বৈরাগ্য' বলা হয়। অতএব শ্রীভক্তি-মার্গাবলম্বিগণ স্বদেহ সম্বন্ধ স্বীকার পূর্ব্বক কোন বিষয়ের স্বীকার

করেন না, কোন কার্য্যও করেন না। শ্রীভগবদ্বিষ্ণুর সম্বন্ধ স্বীকার পূর্ব্বক সকল বিষয়ের স্বীকার করিয়া থাকেন, এবং সকল কার্য্য করিয়া থাকেন।

স্বদেহ প্রীতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীভগবৎ-শ্রীবিগ্রহে নিত্য-প্রীতি ধারণকেই 'ভক্তি' বলা হয়। শ্রীভগবদ্ভক্তি, সাধনরূপা ভাবরূপা ভেদে দ্বিবিধা হন। সাধনরূপা শ্রীভগবদ্ভক্তি পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মমার্গের ফলরূপা হইলেও স্থান বিশেষে কর্ম্মমার্গের সাধনরূপা সহকারিণীরূপা এবং প্রতিনিধিরূপাও হইয়া থাকে। সেই প্রকার ভাবরূপা শ্রীভগবদ্‌ভক্তি জ্ঞানমার্গের ফলরূপা হইলেও জ্ঞানমার্গের সাধনরূপা সহকারিণীরূপা এবং প্রতিনিধিরূপাও হইয়া থাকেন। অতএব কর্ম্মমার্গ, জ্ঞানমার্গের এবং ভক্তিমার্গের সাধনস্বরূপ হন। জ্ঞানমার্গ এবং ভক্তিমার্গ কর্ম্মমার্গের ফলস্বরূপ হইয়া থাকেন। এহেতু যে কাল পর্য্যন্ত জ্ঞানমার্গের অধিকারপ্রদ বৈরাগ্যের উদয় না হয়, অথবা ভক্তিমার্গের অধিকারপ্রদ শ্রীভগবৎ-কথা শ্রবণাদিতে শ্রদ্ধার উদয় না হয়, সে কাল পর্য্যন্ত অবশ্য কর্ম্মমার্গের অধিকার থাকে। তথাচ শ্রীভাগবতে একাদশ স্কন্ধে শ্রীউদ্ধবং প্রতি ভগবদ্‌বচনম্—"তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা। মৎকথা শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে" ইতি॥ শ্রীভগবদ্‌-ভক্তিই জীবের পরমপুরুষার্থ স্বরূপা হন, শ্রীভগবত্তত্ত্ব জ্ঞান, বহির্ম্মুখ বিষয়ে বৈরাগ্য প্রভৃতি ঔদানুসঙ্গিকগুণ হইয়া থাকে। শ্রীভগবদ্বহির্ম্মুখবিষয়পরায়ণ ব্যক্তিগণকে শ্রীভগবৎ প্রসাদভাজন করণোদ্দেশে দেহাত্মাভিমানী জীবসকলকে বর্ণাশ্রমবিভাগে বিভক্ত

করা হইয়াছে, তাহা জীবসকলের নিরুপাধিক স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম নয়, অতএব ভক্তিমার্গে প্রবেশাধিকার হইলে কর্ম্মমার্গে আর প্রয়োজন হয় না।

শ্রীভগবদ্ভক্তি বিষয়ে অনাদর দোষে বর্ত্তমান সমাজে জ্ঞান-মার্গে পাষণ্ডদৈত্য-বাদ প্রবেশ করায় জ্ঞানমার্গ উৎসন্নপ্রায় হইয়াছে, তদানুসঙ্গিক দোষে এবং স্বার্থপরতা দোষে কর্ম্মমার্গও নামমাত্র সার হইয়া পড়িয়াছে, ভক্তিমার্গের প্রাধান্য দেখিয়া অনধিকারী সকলের তন্মার্গানুশীলন হেতু ভক্তিমার্গাবলম্বী সকলও নাম মাত্র সার হইয়া পড়িয়াছে. অতএব বর্ত্তমান সমাজে উক্ত মার্গত্রয় মধ্যে দোষ গুণের বিচার হয় না। কেবল অধিকার মাত্রকে অবলম্বন করিয়া সমাজ পরিচালিত হইতেছে, শ্রীভগবত্তত্ত্ব জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যেই দর্শনশাস্ত্রের অধ্যয়ন কর্ত্তব্য হয়, কিন্তু বর্ত্তমান সমাজে বহু পণ্ডিত দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া শ্রীভগবদ্বহির্মুখ হইয়া বসিয়াছেন। স্বভাব ও বাসনা তারতম্যে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম-স্থাপনের আদেশ হইলেও বর্ত্তমান সমাজে তাহা হয় না, গর্ভাধানাদি উপনয়ন পর্য্যন্ত সংস্কারসকলের অনুরোধে বর্ণাশ্রমাচার সকলকে বংশগত করা হইয়াছে, কিন্তু পরীক্ষাপরিবর্ত্তনের অভাবে বর্ত্তমান সমাজে বর্ণসকল নামমাত্রে পরিণত হইয়াছে।

বর্ত্তমান সমাজে বৃত্তিভেদে বর্ণের অবান্তর ভেদ হয় না, কেবল নামমাত্রই তাহা হইয়া থাকে, সমাজের কেবলমাত্র বংশানুগত্য এবং বেশানুগত্য প্রাধান্য স্বীকারানুসরণে বিশুদ্ধ বৈষ্ণবাধিকারও যথাবৎ শ্রীভগবদ্ভজন ব্যতিরেকে বর্ত্তমান সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে।

বিশুদ্ধ বৈষ্ণবতার অভিমানে উদ্বাস্তু মধ্যে অস্থি নিক্ষেপ দেখা যায়, অশৌচধারণের নাম মাত্র দেখা যায়, তদুচিত কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান দেখা যায় না, প্রেতকৃত্যের কিঞ্চিন্মাত্রও অনুষ্ঠান হয় না, পুরকপিণ্ড দান হয় না, যথাবৎ আদ্য-শ্রাদ্ধ করা হয় না, মাসিক, ত্রৈপাক্ষিক, উনষাণ্মাসিক সাংবৎসরিক প্রভৃতি একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধও করা হয় না; যথাবৎ সপিণ্ডীকরণও হয় না। মৃত ব্যক্তির প্রেতত্ব স্বীকার করা হয় না, প্রত্যুত দেহত্যাগকারীর মৃতদেহ দাহ অথবা সমাধির পরে কেবল সিদ্ধিমহোৎসব নামে এক মহোৎসব হইয়া থাকে। তদ্দ্বারা অশৌচাভাবত্বই প্রকটিত হইতেছে। প্রেতব্রতধারণকেই অশৌচ বলা হয়, বিশুদ্ধ বৈষ্ণবাভিমানী সকলের তাহা দেখা যায় না অতএব অশৌচ নাম ব্যবহৃত হইলেও সাধারণ অশৌচ হইতে এই অশৌচনাম পৃথক হইতেছে। এই অশৌচ ধারণকে সাধারণ অশৌচ ধারণ মধ্যে পরিগণিত করিতে পারা যায় না; যেহেতু সাধারণ অশৌচের কোন অংশও উহাতে দেখা যায় না। ইহা কেবল পারমার্থিক ভগবৎ সম্বন্ধে সম্বন্ধ স্থাপন পূর্ব্বক নাম চিহ্ন ধারণমাত্রে অশৌচের অনুকরণ মাত্র হয়। এই বিশুদ্ধ বৈষ্ণবাভিমানী সকলের শ্রীভগবৎ সম্বন্ধি পারমার্থিক সম্বন্ধই দেখা যায়, প্রকৃত দেহ সম্বন্ধি সম্বন্ধ স্থাপন দেখা যায় না। সহোদর ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে এক ভ্রাতা শরণাপত্তিরূপ ভেকধারণ করিলে অন্য ভ্রাতার সহিত সেই ব্যক্তি দেহ-সম্বন্ধ স্থাপনে অশৌচনাম ধারণ করে না, এক অংশ এইরূপ বৈষ্ণবনাম ধারণ করিয়া থাকিল; অন্য সাধারণ অংশের সহিত

দেহ সম্বন্ধ স্থাপনে অশৌচনাম ধারণ করা দেখা যায় না। অতএব বিশুদ্ধ বৈষ্ণবাভিমানী সকলের প্রচলিত অশৌচ ধারণকে বর্ণাশ্রমধর্ম্মাবলম্বীর অশৌচ ধারণ হইতে পৃথকরূপে নির্ণয় করা হইল। বিশুদ্ধ বৈষ্ণবাভিমানী সকল উক্ত প্রকার পারমার্থিক অশৌচানুকরণ করিয়াও, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মাবলম্বী সকলের বিরাগভাজন হন নাই; প্রত্যুত অনুরাগভাজন হইয়া আসিতেছেন. ইহাদের বহুব্যক্তি বিশুদ্ধ বৈষ্ণবলক্ষণ লক্ষিত না হইলেও স্বীকৃতাধিকারানুসারে অধিকার লাভ করিয়া আসিতেছেন।

বর্ত্তমান শ্রীপাট সকলের মহাসনস্থ শ্রীবৈষ্ণবাচার্য্য সকলের প্রদত্ত ব্যবস্থামতে যে দশাহাশৌচানুকরণাধিকার না পাইবেন, সে বিষয়ে কোন কারণ দেখা যায় না। এহেতু ইহারা বর্ত্তমান প্রাপ্ত দশাহাশৌচানুকরণ ব্যবস্থানুসারে দশাহাশৌচানুকরণ অবশ্য করিতে পারেন, বর্ণাশ্রমধর্ম্মাবলম্বী সকল ইহাদের স্বতন্ত্রাধিকারে কোন কালে বিরাগভাজন হন নাই। বর্ত্তমানেও হইতে পারে না, বর্ত্তমানে বিরাগযুক্ত হইলে, পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, তাহা কিন্তু অসম্ভব হয়। বিশুদ্ধ বৈষ্ণবভাববর্জ্জিত তদভিমানী সকলের মূলোৎপাটন প্রয়োজন হইলেও গণাধিকতা হেতু তদসম্ভব হইতেছে। তাহা করিতে প্রবৃত্ত হইলে, যাঁহারা নামমাত্র বর্ণাশ্রম ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছেন, তাহাদের উপর তাঁহারা অবশ্য খড়্গ হস্ত হইবেন। ইতি—

(স্বাঃ) শ্রীলবিশ্বম্ভরানন্দদেব গোস্বামীপাদ।

শ্রীপাট গোপীবল্লভপুর।

গৃহী এবং সংযোগী বৈষ্ণব এক নয় !

"ন গৃহং গৃহ মিত্যাহুর্গৃহিনী গৃহমুচ্যতে।"

অতএব স্ত্রীকেই গৃহ বলা হয়, সেই স্ত্রীতে যে ব্যক্তি আসক্ত অর্থাৎ কেবল নিজেন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য এবং পারলৌকিক স্বর্গাদি বিষয়ভোগের জন্য দেহে আত্মবুদ্ধি স্থাপন পূর্ব্বক, যে ব্যক্তি স্ত্রী গ্রহণ করে, তাহাকে 'গৃহস্থ' বলে। এরূপ ব্যক্তি বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া থাকে। উক্ত গৃহস্থ শ্রীবিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া শ্রীবিষ্ণু পূজা-পরায়ণ হইলে তাঁহাকে **কর্ম্মমিশ্র বৈষ্ণব** বলা হয়।

উক্ত বিষ্ণুপূজা যদি বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের পুষ্টির জন্য করা হয়, তাহা হইলে তৎকর্ত্তাকে বৈষ্ণব বলা হয় না; যেহেতু তাঁহার বিষ্ণুঅর্চ্চন বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অঙ্গ হইয়া গেল। যে ব্যক্তি স্বর্গ-মোক্ষাদি লাভের জন্য বিষ্ণুপূজা করেন, তাঁহাকেও বৈষ্ণব বলা যায় না, যেহেতু তাঁহার বিষ্ণুপূজা স্বর্গ-মোক্ষাদির সাধন হইল।

যে ব্যক্তি অন্য দেবতার আশ্রয় গ্রহণ ত্যাগপূর্ব্বক কেবল ঐকান্তিকভাবে শ্রীভগবদ্ বিষ্ণুর শরণাগত হন, শ্রীবিষ্ণুসেবা ভিন্ন স্বর্গমোক্ষাদির অপেক্ষা করেন না, তিনিই শ্রীবিষ্ণু-পরায়ণ, তাঁহাকেই বৈষ্ণব বলা হয়। কর্ম্মমিশ্রাবস্থায় অন্তর্য্যামিদৃষ্টিতে বা শ্রীভগবৎ প্রসাদ দ্বারা তদ্ভক্ত দৃষ্টিতে শ্রৌত স্মার্ত্ত যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। প্রৌঢ় শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীভগবদর্চ্চনাদি ভক্ত্যঙ্গ সকলের অনুষ্ঠান করিলে 'শুদ্ধ-বৈষ্ণব' নামে খ্যাত। কর্ম্মমিশ্র বৈষ্ণবগণ ব্রাহ্মণবৈষ্ণব শূদ্রবৈষ্ণব ইত্যাদি নামে খ্যাত হন।

কিন্তু উক্ত বিশুদ্ধ-বৈষ্ণব বর্ণাশ্রমাতীত পরমহংস নামে পরিগণিত হন। যেহেতু নানাদেব পরতা এবং ঐহিক ও পারলৌকিক বিষয়ভোগবাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেহাত্মবাদ বর্জ্জিত ব্যক্তিকে 'পরমহংস' বলা হয়। উক্ত বিশুদ্ধ অপ্রাকৃত-দেহাতীত শ্রীভগবৎ-পরিকর দেহে অবস্থান করিয়া অর্থাৎ তদভিমানী হইয়া শ্রীভগবৎ-সেবা করিয়া থাকেন। ইঁহারা স্ত্রীপুত্রাদি স্বীকার করেন কেবল শ্রীভগবৎসেবা রক্ষার জন্য। যেহেতু, ফল্গু-বৈরাগ্য শ্রীহরিভক্তের কর্ত্তব্য নয়। ইঁহারাই অজ্ঞ দৃষ্টিতে 'গৃহী-বৈষ্ণব' নামে খ্যাত। উক্ত বিশুদ্ধ বৈষ্ণব পারমার্থিক-গার্হস্থ্যে কোন প্রকারে বাধা দেখিলে ব্রহ্মচারি-সাদৃশ্যে, কেহ বাণপ্রস্থ, কেহ যতি-সাদৃশ্যে, পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন।

উক্ত বিশুদ্ধ বৈষ্ণবগণের একমাত্র দীক্ষাই পরম সংস্কার; সেই দীক্ষা পঞ্চাঙ্গ হইয়া থাকে। দীক্ষার পূর্ব্বে (১) শ্রীগুরুদেবের সেবাপূর্ব্বক পরীক্ষা প্রদান করা হয়, এবং পূর্ব্বদিনে উপবাস করা হয়, ইহাই 'তাপ' নামক প্রথম সংস্কার। (২) বৈষ্ণব-চিহ্ন তিলকধারণকে পুণ্ড্র বলা হয়, ইহাই দ্বিতীয় সংস্কার। (৩) শ্রীকৃষ্ণ-দাসাদি নাম ধারণ, তৃতীয় সংস্কার। (৪) শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে মন্ত্রগ্রহণ চতুর্থ সংস্কার। (৫) নিত্যপূজা-প্রতিজ্ঞা পঞ্চম সংস্কার। আর অন্য সংস্কারে প্রয়োজন নাই; কেবল প্রতিজ্ঞানুসারে যতি প্রভৃতিবৎ অবস্থান করিয়া থাকেন।

যাহারা শ্রীভগবৎশরণাপত্তিতে কৃত-প্রতিজ্ঞ হইয়া প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে না, তাহারা 'পতিত-বৈষ্ণব'। উক্ত যতি প্রভৃতিবৎ

অবস্থানকারীগণ কামমোহিত হইয়া অবৈধভাবে বিবাহ করিলে, অথবা বিধবা, স্বৈরিণী, বহু পুরুগামিনী স্ত্রীলোককে গ্রহণ করিলে তদুৎপন্ন সন্তানও বৈষ্ণব নামে খ্যাত হন। ইহাকেই "সংযোগী-বৈষ্ণব" বলা হয়। পারমার্থিক-গৃহস্থও অবৈধভাবে স্ত্রীগ্রহণ করিলে তদুৎপন্ন বালক সংযোগী-বৈষ্ণব নামে খ্যাত হন। এই সকল বৈষ্ণবাভাস পতিত বৈষ্ণব নামে পরিগণিত। কেবল দয়া পূর্ব্বক ভোজন মাত্র পাইয়া থাকেন। বলা বাহুল্য, যদি উক্ত পতিত বৈষ্ণব হইতে কোন ব্যক্তি বিধিপূর্বক শ্রীভগবদ্ভক্তির অনুষ্ঠান করেন, তবে আর তিনি হেয় বা অবজ্ঞাত হইতে পারেন না, অবশ্য মাননীয় হইবেন। —শ্রীবিশ্বম্ভরানন্দ দেব গোস্বামী।

—(০)—

বৈষ্ণবের দাস উপাধি

বৈষ্ণবের নামের শেষে যে "দাস" শব্দ প্রযুক্ত হয় অর্থাৎ বৈষ্ণব স্বীয় নাম প্রকাশ করিবার কালে শ্রীঅমুক দাস বলিয়া যে পরিচয় প্রদান করেন, সেই দাসোপাধি শূদ্রের দাসোপাধি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। বৈষ্ণবের দাসোপাধি কোন বর্ণ বা ব্যক্তি বিশেষের দাস্য বাচক নহে। **বৈষ্ণব নিত্য শ্রীভগবদ্দাস।** যেমন জলদ বলিলে কূপ ব্যাপী বা বারিবাহক না বুঝাইয়া সাধারণতঃ মেঘকেই বুঝাইয়া থাকে, সেইরূপ বৈষ্ণবের দাসোপাধি নিত্য শ্রীভগবদ্দাস্যের পরিচায়ক। জীবের নিত্য স্বরূপ ভগবদ্দাস। যথা:—"দাস ভূতো হরেরেব নান্যস্যৈব কদাচন।" অর্থাৎ অনাদি কাল হইতে জীব শ্রীকৃষ্ণের নিত্য দাস।

বিশুদ্ধ বৈষ্ণবানাং কর্ম্মপ্রায়শ্চিত্তাভাবঃ

দৈবান্নিষিদ্ধাচারতঃ শ্রীবিষ্ণুপরায়ণানাং শ্রীবিষ্ণুভক্ত্যৈব প্রায়শ্চিত্তং ভবেৎ, ন চান্দ্রায়নাদিভিস্তৈঃ প্রায়শ্চিত্তং বিধেয়ং ॥ অত্র প্রমাণানি যথা। তত্রাদৌ শ্রীরূপগোস্বামি-বিরচিত শ্রীহরিভক্তিরসামৃত সিন্ধুগ্রন্থে গ্রন্থকৃৎকারিকানন্তরং সমুদ্ধৃতবচনানি—অননুষ্ঠানতো দোষো ভক্ত্যঙ্গানাং প্রজায়তে। ন কর্ম্মণামকরণাদেষ ভক্ত্যধিকারিণাম্ ॥ নিষিদ্ধাচারতো দৈবাৎ প্রায়শ্চিত্তং তু নোচিতং ॥ ইতি বৈষ্ণবশাস্ত্রাণাং রহস্যং তদ্বিদাং মতং ॥ যথা শ্রীভাগবতে একাদশ স্কন্ধে—স্বে স্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। বিপর্য্যয়স্তু দোষঃ স্যাদুভয়োরেষ নিশ্চয়ঃ ॥ প্রথমস্কন্ধে—ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মং

বঙ্গানুবাদ

বিশুদ্ধ বৈষ্ণব সকলের কর্ম্ম কাণ্ডীয় প্রায়শ্চিত্তের অভাব॥ দৈবাৎ নিষিদ্ধাচরণ হইয়া পড়িলে শ্রীবিষ্ণু-পরায়ণ ব্যক্তি সকলের শ্রীবিষ্ণুভক্তি দ্বারাই প্রায়শ্চিত্ত হয়, চান্দ্রায়ণাদি দ্বারা তাহাদের প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য নয়। তদ্বিষয়ে প্রমাণ সকল এই। অগ্রে শ্রীরূপ গোস্বামি-রচিত শ্রীভক্তি-রসামৃতসিন্ধু গ্রন্থের কারিকা এবং উদ্ধৃত প্রমাণ সকল—ভক্ত্যধিকারী সকলের নিত্য ভক্ত্যঙ্গের অননুষ্ঠানে দোষ হয়, কর্ম্ম না করিলে দোষ হয় না। দৈবাৎ নিষিদ্ধাচার হইলে, প্রায়শ্চিত্তও উচিত নয়। ইহাই বৈষ্ণব শাস্ত্র সকলের রহস্য এবং তদ্বিজ্ঞ সকলের মত। যথা শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে ॥ নিজ নিজ অধিকারে যে নিষ্ঠা তাহাই গুণ, তদন্যথা দোষ, গুণ-দোষ বিষয়ে ইহাই নিশ্চয়।

চরণাম্বুজং হরের্ভজন্নপক্কোঽথ পতেত্ততো যদি॥ যত্র ক্ব বাঽভদ্রমভূদমুষ্য কিং কো বার্থ আপ্তোঽভজতাং স্বধর্ম্মতঃ॥ একাদশস্কন্ধে— আজ্ঞায়ৈব গুণান্ দোষ ন্ ময়া দিষ্টানপি স্বকান্॥ ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ॥ দেবর্ষি ভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্। সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং, গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কৃত্যং॥ শ্রীভগবদ্গীতায়াং॥ সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ অগস্ত্যসংহিতায়াং—যথা বিধিনিষেধৌ তু মুক্তং নৈবোপসর্পতঃ। তথা ন স্পৃশতো রামোপাসকং বিধিপূর্ব্বকং॥ একাদশস্কন্ধে

প্রথম স্কন্ধে—স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া হরির চরণাম্বুজ ভজন করিলে, অপক্কাবস্থায় প্রাণ গেলেও যে কোন স্থানে তাঁহার অমঙ্গল হয় না। অভক্তের স্বধর্ম্ম দ্বারা কিছুই হয় না। একাদশ স্কন্ধে—গুণ এবং দোষকে জানিয়াও আমার আদেশ হইলেও, যে সকল ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আমাকে ভজে, সে উত্তম সাধু। সর্ব্বাত্মভাবে যে হরির শরণাগত হয় সে সকল কর্ম্ম ত্যাগ করিলেও দেব, ঋষি, পিতৃ, মনুষ্য, অন্য প্রাণী এবং আত্মীয় কাহারও কিঙ্কর এবং ঋণী হয় না। শ্রীভগবদ্গীতায়—সর্ব্ব ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া একমাত্র আমার শরণাগত হও, আমি তোমাকে সর্ব পাপ হইতে মুক্ত করিব, শোচনা করিও না। অগস্ত্যসংহিতায়—বিধি আর নিষেধ, যে প্রকার মুক্তের নিকটে যায় না, সেই প্রকার বিধিপূবক রামোপাসকের নিকটেও যায় না। একাদশস্কন্ধে—নিজ পদতলভজনকারী

স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ। বিকর্ম্ম যচ্চোৎপতিতং কথং চিদ্ধুনোতি সর্ব্বং হৃদি সংনিবিষ্টঃ॥ ইতি॥ শ্রীগোপালভট্ট-গোস্বামি-বিলিখিত শ্রীহরিভক্তি বিলাসে সমুদ্ধৃতান্যার্ষবচনানি॥ শ্রীভগবদ্ভক্তি মাহাত্ম্যে ভক্তিমতঃ কথঞ্চিদাপতিতেঽপি পাপে প্রায়শ্চিত্তান্তরনিরসনত্ব মিত্যুক্ত্বা, পাদ্মে বৈশাখমাহাত্ম্যে নারদাম্বরীষসংবাদে॥ যথাগ্নিঃ সুসমিদ্ধার্চ্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ। পাপানি ভগবদ্ভক্তি স্তথা দহতি তৎক্ষণাৎ॥ ষষ্ঠস্কন্ধে অজামিলোপাখ্যানারম্ভে—কেচিৎ কেবলয়া ভক্ত্যা বাসুদেবপরায়ণাঃ। অঘং ধুন্বন্তি কার্ৎস্ন্যেন নীহারমিব ভাস্করঃ॥ একাদশে শ্রীভগবদুদ্ধব সংবাদে—যথাগ্নিঃ সুসমিদ্ধার্চ্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ॥ তথা মদ্বিষয়া ভক্তিরুদ্ধবৈনাংসি কৃৎস্নশঃ॥ অতএবোক্তং তত্রৈব করভাজ-

প্রিয়ের অন্যস্থানে ভাব না থাকিলে, ভগবান্ হৃদয়ে থাকিয়া দৈব বিকর্ম্ম সকলের ধ্বংস করেন। শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামি-বিলিখিত শ্রীহরিভক্তিবিলাসে উদ্ধৃত ঋষিবচন॥ শ্রীভগবদ্-ভক্তিমাহাত্ম্যে ভক্তিমানের দৈবাৎ পাপে কর্ম্ম প্রায়শ্চিত্ত নাই। যথা পাদ্মে বৈশাখমাহাত্ম্যে—নারদাম্বরীষ-সংবাদে—অগ্নি উগ্র হইয়া যে প্রকার কাষ্ঠকে ভস্ম করে, সেই প্রকার ভগবদ্ভক্তি পাপ সকলকে দগ্ধ করে॥ ষষ্ঠস্কন্ধে—অজামিলোপাখ্যানারম্ভে, বাসুদেব-পরায়ণসকল, কেবল ভক্তি দ্বারা ভাস্করনীহারবৎ সকল পাপ ধ্বংস করেন। একাদশে শ্রীভগবদুদ্ধব সংবাদে। উগ্র অগ্নি যে প্রকার কাষ্ঠভস্ম করে, আমার ভক্তি সেই প্রকার সকল পাপ ধ্বংস করে, পুনশ্চ

নেন—স্বপাদমূলং ভজত ইত্যাদি॥ দ্বারকামাহাত্ম্যে চন্দ্রশর্ম্মাণং প্রতি শ্রীভগবতা মদ্ভক্তিং বহতাং পুংসামিহলোকে পরেঽপি বা। নাশুভং বিদ্যতে কিঞ্চিৎ কুলকোটিং নয়েদ্দিবং॥ তত্রৈব শ্রীভগবন্নামকীর্ত্তনমাহাত্ম্যে তত্রাখিলপাপোন্মূলনত্বম্ ইত্যুক্ত্বা, বিষ্ণুধর্ম্মে হরিভক্তিসুধোদয়ে চোক্তং নারদেন—অহো সুনির্ম্মলা যূয়ং রাগো হি হরিকীর্ত্তনে। অবিধূয় তমঃ কৃৎস্নং নৃণাং নোদেতি সূর্য্যবৎ॥ গারুড়ে পাপানলস্য দীপ্তস্য মা কুর্ব্বন্তু ভয়ং নরাঃ। গোবিন্দনামমেঘৌঘৈ নশ্যতে নীরবিন্দুভিঃ॥ অবশেনাপি যন্নাম্নি কীর্তিতে সর্ব্বপাতকৈঃ। পুমান্ বিমুচ্যতে সদ্যঃ সিংহত্রস্তৈ র্বৃকৈরিব। যন্নাম কীর্ত্তনং ভক্ত্যা বিলাপনমনুত্তমং॥ মৈত্রেয়াশেষপাপানাং ধাতুনা

করভাজন বাক্য—নিজ ভজনকারী প্রিয়ের ইত্যাদি॥ দ্বারকা মাহাত্ম্যে চন্দ্র শর্ম্মার প্রতি ভগবদ্ বাক্য আমার ভক্তের ইহলোকে পরলোকে কোন অশুভ থাকে না, তিনি কুলকোটি- কে বৈকুণ্ঠে লইয়া থাকেন। শ্রীভগবন্নামকীর্ত্তন মাহাত্ম্যে সর্ব পাপ নির্ম্মূলকারী, এই বলিয়া বিষ্ণুধর্ম্মে এবং হরিভক্তি সুধোদয়ে নারদবাক্য আপনারা অতি নির্মল, যে হেতু, হরি কীর্ত্তনে অনুরাগ, সূর্য্যবৎ মনুষ্যসকলের সর্ব তমোনাশ না করিয়া উদিত হন না॥ গারুড়ে॥ মনুষ্য সকল দীপ্তপাপাগ্নির ভয় করিবে না, গোবিন্দনাম-মেঘ জলবিন্দু দ্বারা পাপ নাশ করিবে। যার নাম অবশ হইয়া কীর্ত্তন করিলেও মনুষ্য সর্ব্ব পাপ মুক্ত হয়, তাহারা সিংহ-ভীত বৃকবৎ পলায়ন করে॥ হে মৈত্রেয়! ভক্তি পূর্ব্বক যাঁহার নাম কীর্ত্তন, সুবর্ণাদির শোধক অগ্নিবৎ

মিবপাবকঃ ॥ যস্মিন্ন্যস্তমতি র্নযাতি নরকং স্বর্গোঽপি যচ্চিন্তনে বিঘ্নো যত্র নিবেশিতাত্মমনসো ব্রাহ্মোঽপি লোকোঽল্পকঃ। মুক্তিং চেতসি যঃ স্থিতোঽমলধিয়াং পুংসাং দদাত্যব্যয়ঃ। কিং চিত্রং যদঘং প্রযাতি বিলয়ং তত্রাচ্যুতে কীর্ত্তিতে ॥ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—সায়ং প্রাতস্তথা কৃত্বা দেবদেবস্য কীর্ত্তনং। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ বামনে—নারায়ণো নাম নরো নরাণাং প্রসিদ্ধচৌরঃ কথিতঃ পৃথিব্যাং। অনেক জন্মার্জ্জিতপাপ সঞ্চয়ং হরত্যশেষং শ্রুতমাত্রমেব ॥ স্কান্দে গোবিন্দেতি তথা প্রোক্তং ভক্ত্যা বা ভক্তিবর্জ্জিতৈঃ ॥ দহতে সর্ব্বপাপানি যুগান্তাগ্নিরিবোত্থিতঃ ॥ গোবিন্দনাম্না যঃ কশ্চিন্নরো ভবতি ভূতলে। কীর্ত্তনাদেব তস্যাপি পাপং যাতি সহস্রধা ॥ কাশী-

---

খণ্ডেও পাপের অত্যন্ত বিলোপন। যাঁহাতে মতি রাখিলে নরকে যাইতে হয় না, যাঁহার চিন্তায় স্বর্গও বিঘ্ন হয়, ব্রহ্মলোক তুচ্ছ হয়, নির্ম্মলবুদ্ধি পুরুষের অন্তরে থাকিয়া যিনি মোক্ষ প্রদান করেন, সেই অচ্যুতের কীর্ত্তনে যে সর্ব্বপাপ বিলয় হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য নাই।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে সায়ং প্রাতঃকালে, হরি-কীর্ত্তন করিলে, সর্ব্ব পাপ বিমুক্ত হইয়া স্বর্গলোকে পূজিত হন। বামনে—পৃথিবী মধ্যে এক প্রসিদ্ধচৌর আছেন, সে কে? এই নারায়ণের নাম, যেহেতু সেই নাম শ্রবণমাত্র শেষ না রাখিয়া অনেক জন্মার্জিত সঞ্চিত পাপকে হরণ করেন। স্কান্দে ভক্তিযুক্ত বা ভক্তি বর্জিতদ্বারা উক্ত গোবিন্দনাম যুগান্তাগ্নিবৎ সর্ব্বপাপ দহন করেন। পৃথিবীতে গোবিন্দ নামক যে মনুষ্য আছেন, তাঁহার নামকথন দ্বারাও সহস্র

ণ্ডে—প্রমাদাদপি সংস্পৃষ্টো যথানলকণো দহেৎ, তথৌষ্ঠ-পুটসংস্পৃষ্টং হরিনাম দহেদঘং॥ বৃহন্নারদীয়ে—লুব্ধকোপাখ্যা-নান্তে নরাণাং বিষয়ান্ধানাং মমতাকুলচেতসাং। একমেব হরেনাম সর্ব্বপাপ বিনাশনং॥ অতএব তত্রৈব যমেনোক্তং হরিহরি সকৃদুচ্চারিতং ছদ্মচ্ছলেন যৈ মনুষ্যৈঃ। জননী জঠরমার্গলুপ্তাং নমম পত্রলিপিং বিশন্তি মর্ত্ত্যাঃ॥ পাদ্মে বৈশাখমাহাত্ম্যে দেবশর্ম্মো-পাখ্যানান্তে শ্রীনারদোক্তৌ হত্যাযুতং পাপসহস্রমুগ্রং গুর্ব্বঙ্গ-নাকোটিনিষেবনং চ। স্তেয়ান্যনেকানি হরিপ্রিয়েণ গোবিন্দনাম্না নিহতানি সদ্যঃ॥ অনিচ্ছয়াপি দহতি স্পৃষ্টো হুতবহো যথা॥ তথা

প্রকার পাপনষ্ট হয়॥ কাশীখণ্ড॥ অসাবধানে স্পর্শ করিলেও যে প্রকার অগ্নি দহনকরে, সেইপ্রকার ওষ্ঠস্পর্শ মাত্র হরিনাম পাপ দহন করেন। বৃহন্নারদীয়ে লুব্ধকোপাখ্যানান্তে। মমতাকুলচিত্ত বিষয়ান্ধ লোক সকলের একমাত্র হরিনাম সর্ব্বপাপ বিনাশক। অত-এব তাহাতে যম বলিয়াছেন—যাহারা কোন ছলদ্বারা একবার হরিহরি বলেন, আমি তাহাদের জন্মকাল হইতে লিখিত সকল পাপ মার্জ্জিত করি, আর তাহারা আমার নিকটে আসে না॥ পাদ্মে বৈশাখমাহাত্ম্যে দেবশর্ম্মোপাখ্যানান্তে শ্রীনারদবাক্যে সহস্র উগ্র পাপ অযুত হত্যা, কোটিগুর্ব্বঙ্গনাগমন, অনেক স্তেয়, হরিপ্রিয় কর্ত্তৃক গোবিন্দ নামদ্বারা তৎক্ষণাৎ নিহত হন॥ যে প্রকার অগ্নি অনিচ্ছা-স্পর্শেও দহন করেন, সেইপ্রকার গোবিন্দনাম অন্যোদ্দেশে উক্ত হই লেও পাপ নাশ করেন। তাহাতে শ্রীযম ব্রাহ্মণ-সংবাদে—অমিত

দহতি গোবিন্দনাম ব্যাজাদপীরিতং ॥ তত্রৈব শ্রীযমব্রাহ্মণ সংবাদে—কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য বিষ্ণোরমিততেজসঃ। দুরিতানি বিলীয়ন্তে তমাংসীব দিনোদয়ে ॥ নান্যং পশ্যামি জন্তূনাং বিহায় হরিকীর্ত্তনং। সর্ব্বপাপপ্রশমনং প্রায়শ্চিত্তং দ্বিজোত্তম ॥ ষষ্ঠস্কন্ধে অজামিলোপাখ্যানে—অয়ং হি কৃতনির্ব্বেশো জন্মকোট্যংহসামপি। যদ্ব্যাজহার বিবশো নামস্বস্ত্যয়নং হরেঃ। স্তেনঃ সুরাপো মিত্রধ্রুগ্ ব্রহ্মহা গুরুতল্পগঃ। স্ত্রীরাজপিতৃগোহন্তা যে চ পাতকিনোঽপরে। সর্বেষামপ্যঘবতামিদ মেব সুনিষ্কৃতং। নামব্যাহরণং বিষ্ণো র্যত স্তদ্বিষয়ামতিঃ ॥ ন নিষ্কৃতৈরুদিতৈ ব্রহ্মবাদিভিস্তথা বিশুদ্ধত্যঘবান্ ব্রতাতিভিঃ যথা হরেনামপদৈরুদাহৃতৈ স্তদুত্তমঃশ্লোকগুণোপলম্ভকং। সাঙ্কেত্যং

তেজা শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তন হইতেই দিবসে অন্ধকারবৎ পাপসকল বিলয় প্রাপ্ত হয়। হে দ্বিজোত্তম! হরিকীর্ত্তনকে ত্যাগ করিয়া প্রাণী সকলের সর্বপাপ প্রশমন প্রায়শ্চিত্ত আর আমি দেখিতেছি না। ষষ্ঠস্কন্ধে অজামিলোপাখ্যানে—এইব্যক্তি কোটিজন্মের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন, যেহেতু বিবশ হইলেও মঙ্গলাশ্রয় হরিনামকীর্ত্তন করিয়াছেন। স্তেন, সুরাপ, মিত্রধ্রুক্, ব্রহ্মহা, গুরুতল্পগ, স্ত্রীরাজপিতৃগোহন্তা আর অপর যে সকল পাতকী, এই সকল পাপকারীরই ইহাই প্রায়শ্চিত্ত—শ্রীবিষ্ণুর নামসংকীর্ত্তন, যাহা দ্বারা তাহাতে মতি হয়। ব্রহ্মবাদী সকল যে প্রায়শ্চিত্ত বলিয়াছেন, সেই ব্রতাদিদ্বারা পাতকী সেরূপ বিশুদ্ধ হয় না, যে প্রকার শ্রীহরি নামসংকীর্ত্তন দ্বারা বিশুদ্ধ হয়, নাম সকলে তদ্গুণস্মারক হন। সংকেত, পরিহাস, স্তোভ, হেলেনরূপে বৈকুণ্ঠনাম গ্রহণ অশেষ পাপহারক। পতিত, স্খলিত, ভগ্ন, সংদষ্ট,

পারিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেব বা। বৈকুণ্ঠনামগ্রহণ-মশেষাঘ-হরং বিদুঃ॥ পতিতঃ স্খলিতো ভগ্নঃ সন্দষ্টঃ তপ্ত আহতঃ। হরিরিত্যবশেনাহ পুমান্নার্হতি যাতনাঃ॥ অজ্ঞানাদথবা জ্ঞানাদুত্তমঃ শ্লোকনাম যৎ। সংকীর্ত্তিতমঘং পুংসো দহেদেধো যথানলঃ॥ তত্রৈব ঋষীণামুক্তৌ—ব্রহ্মহা পিতৃহা গোঘ্নো মাতৃহাচার্য্যহাঘবান্॥ শ্বাদঃ পুক্কশকো বাঽপি শুদ্ধেরন্ যস্য কীর্ত্তনাৎ॥ লঘুভাগবতে—বর্ত্তমান তু যৎপাপং যদ্ভূতং যদ্ভবিষ্যতি। তৎসর্ব্বং নির্দহত্যাশু গোবিন্দানলকীর্ত্তনাৎ॥ সদা দ্রোহপরো যস্তু সজ্জনানাং মহীতলে জায়তে পাবনো ধন্যো হরের্নামানুকীর্ত্তনাৎ। কৌর্ম্মে—বসন্তি যানি কোটিস্তু পাবনানি মহীতলে। ন তানি তৎতুলাং যান্তি কৃষ্ণরামানু

তপ্ত এবং আহত হইয়া অবশ পূর্ব্বক 'হরি' এই নাম বলিলে পুরুষ আর যাতনা প্রাপ্ত হয় না। অজ্ঞানে হউক, জ্ঞানে হউক, হরিনাম সংকীর্ত্তিত হইলে, অগ্নি কাষ্ঠবৎ পুরুষের পাপ দহন করেন। তাহাতে ঋষিবচন—যার কীর্ত্তন দ্বারা ব্রহ্মহা, পিতৃহা, গোঘ্ন, মাতৃহা আচার্য্যহা, শ্বাদ পুক্কশ ইত্যাদি পাপী শুদ্ধ হন, লঘুভাগবতে—গোবিন্দ নাম কীর্ত্তন ভূতভবিষ্যদ্বর্ত্তমান পাপ সকলধ্বংস করেন। সদা সজ্জনদ্রোহীও হরিনাম কীর্ত্তন হইতে পাবন এবং ধন্য হন। কৌর্ম্মে—পৃথিবীতে যে কোটি সংখ্যক পবিত্রকারী আছেন, তাহারা কৃষ্ণ-রাম-নাম কীর্ত্তনের তুল্য হন না। বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে—হরিনামে পাপ ধ্বংস করিতে যেরূপ শক্তি আছে, পাপী সকল সেরূপ পাপ করিতেও পারে না। ইতিহাসোত্তমে—কুক্কুরভক্ষক যত্ন করিয়াও সেরূপ পাপ করিতে

কীর্ত্তনে ॥ বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে ॥ নাম্নোঽস্য যাবতীশক্তিঃ পাপনির্হরণে হরেঃ ॥ তাবৎ কর্ত্তুং ন শক্নোতি পাতকং পাতকীজনঃ ॥ ইতিহাসোত্তমে । শ্বাদোঽপি ন হি শক্নোতি কর্ত্তুংপাপানি যত্নতঃ । তাবন্তি যাবতীশক্তি বিষ্ণোর্নাম্নোঽশুভক্ষয়ে ॥ বিশেষতঃ কলৌ ॥ স্কান্দে । তন্নাস্তি কর্ম্মজং লোকে বাগজং মানসমেব বা । যন্ন ক্ষপয়তে পাপং কলৌ গোবিন্দকীর্ত্তনং । বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে শমায়ালং জলং বহ্নে স্তমসোভাস্করোদয়ঃ । শান্ত্যৈ কলেরঘৌঘস্য নামসংকীর্ত্তনং হরেঃ । নাম্নাং হরেঃ কীর্ত্তনতঃ প্রয়াতি সংসারপারং দুরিতৌঘমুক্তঃ । নরঃ স সত্যং কলিদোষজন্ম পাপং নিহত্যাশু কিমত্র চিত্রং । ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণে—পরাক্‌চান্দ্রায়ণ-তপ্তকৃচ্ছ্রৈর্ন দেহশুদ্ধির্ভবতীহ তাদৃক্।

পারে না, যেরূপ শক্তি অশুভক্ষয় করিতে বিষ্ণুর নামে আছে। বিশেষ রূপে কলিযুগে। স্কান্দে। কলিযুগে গোবিন্দ নাম কীর্ত্তন কায়িক-বাচিক-মানষিক সকল পাপ ধ্বংস করেন, এরূপ পাপ নাই যাহা ধ্বংস করিতে পারেন না। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে। যেরূ অগ্নির শান্তিতে জল সমর্থ, তমঃ শান্তিতে সূর্য্যোদয়, সেই রূপ কলির পাপ সমূহ শান্তিতে হরির নাম সংকীর্ত্তন সমর্থ হন। হরির নাম কীর্ত্তন দ্বারা মনুষ্য পাপ সমূহ হইতে মুক্ত হইয়া সংসার পারে যান, সেই ব্যক্তি নিশ্চয় যে কলিদোষজাত পাপকে শীঘ্র নাশ করিবেন সে বিষয়ে আশ্চর্য্য কি ?। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে। পরাক্ চান্দ্রায়ণ, তপকৃচ্ছ প্রভৃতি দ্বারা সে প্রকার দেহ শুদ্ধি হয় না, যে প্রকার কলিতে গোবিন্দনাম দ্বারা একবার কীর্ত্তনে হয়।. ইতি। শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে উদ্ধব প্রতি শ্রীভগবান্

কলৌ সঙ্কৃন্মাধবকীর্ত্তনেন গোবিন্দনাম্না ভবতীহ যাদৃক্। ইতি। শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে উদ্ধবং প্রতি শ্রীভগবতোক্তং - যদি কুর্য্যাৎ প্রমাদেন যোগী কর্ম্ম বিগর্হিতং॥ যোগেনৈব দহেদংহো নান্যৎ তত্র কদাচন॥ স্বে স্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ কর্ম্মণাং জাত্যশুদ্ধানা মনেন নিয়মঃ কৃতঃ॥ গুণদোষবিধানেন সঙ্গানাং ত্যাজনেচ্ছয়া। অত্র শ্রীধরস্বামিকৃতা টীকা নন্বু পাপাপ-ত্তৌপ্রায়শ্চিত্তং কার্য্যমেব, তত্রাহ যদীতি। যোগেন জ্ঞানাভ্যাসে-নৈব। এতচ্চ ভক্তস্যাপি নামসংকীর্ত্তনাদ্যুপলক্ষণার্থং। নান্যৎ-কৃচ্ছ্রাদি। নন্বু নিত্যনৈমিত্তিক, কর্ম্ম সত্ত্বশোধকত্বাদ্গুণঃ, হিংসাদিকং তু অশুদ্ধি—হেতুত্বাদ্দোষঃ, অত্র চ তন্নিবর্ত্তকত্বাৎ কৃচ্ছ্রাদি প্রায়শ্চিত্তং

বলিয়াছেন। যোগী প্রমাদবশতঃ যদি নিন্দিতাচরণ করেন, তবে যোগ দ্বারাই পাপদহন করিবেন, এই বিষয়ে কৃচ্ছ্রাদি করিবেন না। নিজ নিজাধিকারে যে নিষ্ঠা তাহাকেই গুণ বলা হয়, স্বভাবশুদ্ধ কর্ম্ম সকলের ইহা দ্বারাই সংযম করা হইয়াছে, কারণ, গুণ-দোষ বিধান দ্বারা সঙ্গ ত্যাগ হইবে। টীকার অভিপ্রায়। যোগ জ্ঞানাভ্যাস, ভক্তের পক্ষে নামসংকীর্ত্তনাদি। নিজাধিকারে নিষ্ঠাই গুণ, অন্য নয়। ষষ্ঠ স্কন্ধেও—কেহ কেহ বাসুদেব-পরায়ণ, কেবল ভক্তি দ্বারা সর্ব্বপাপ ধ্বংস করেন, সূর্য্য যে প্রকার নীহার নাশ করেন। যে প্রকার কৃষ্ণার্পিত-প্রাণ ভক্ত সেবা দ্বারা পবিত্র হন, সে প্রকার পাপী তপআদি দ্বারা পবিত্র হয় না। যে মার্গে নারায়ণ-পরায়ণ সুস্বভাব সাধুসকল গমন করেন, সেই এই মার্গই অতিউত্তম, এবং

বিনা যোগৈনৈব কথং পাপং দহেৎ, তত্রাহ স্বে স্বে ইতি সার্দ্ধেন ॥ সএব গুণো নেতর ইত্যাদি ॥ ষষ্ঠস্কন্ধে চ—কেচিৎ কেবলয়া ভক্ত্যা বাসুদেবপরায়ণাঃ। অঘং ধুন্বন্তি কার্ৎস্ন্যেন নীহারমিব ভাস্করঃ ॥ (টীকানুরোধেন পুনরুক্ত) নতথাহ্যঘবান্ রাজন্ পূয়েত তপ আদিভিঃ। যথা কৃষ্ণার্পিতপ্রাণস্তৎ পুরুষঃ নিষেবয়া ॥ সধ্রীচীনো হ্যয়ং লোকে পন্থা ক্ষেমোঽকুতোভয়ঃ ॥ সুশীলাঃ সাধবো যত্র নরায়ণপরায়ণাঃ ॥ প্রায়শ্চিত্তানি চীর্ণানি নারায়ণপরাঙ্মুখং ॥ ন নিষ্পুনন্তি রাজেন্দ্র সুরাকুম্ভ মিবাপগাঃ ॥ সকৃন্মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োর্নিবেশিতং তদ্গুণ রাগি যৈরিহ ॥ ন তে যমং পাশভৃতশ্চ তদ্ভটান্ স্বপ্নেঽপি পশ্যন্তি হি চীর্ণ নিষ্কৃতাঃ ॥ অত্র স্বামিটীকা। (জ্ঞানমার্গস্য তস্যাতিদুষ্কর-

---

সর্ব্বমঙ্গলপ্রদ ও সর্ব্বভয়নাশক হন। হে রাজেন্দ্র! যে ব্যক্তি নারায়ণ পরাঙ্মুখ, তাহাকে চান্দ্রায়ণাদিদ্বারা কৃত প্রায়শ্চিত্ত পবিত্র করিতে পারেন না; যে প্রকার মদ্য-ভাণ্ডকে নদীসকল পবিত্র করিতে পারেন না। শ্রীকৃষ্ণের পদারবিন্দদ্বয়ে একবার মাত্র মনকে তদ্গু-ণানুরাগযুক্ত করিয়া যাহারা নিবেশিত করেন, তাহাদের সকলপাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়া যায়, তাহারা স্বপ্নেও যমকে এবং তদীয় পাশধারক দূত সকলকে দেখেন না। টীকার অভিপ্রায়। জ্ঞানমার্গ অতি-দুষ্কর, এহেতু কেহ কেহ, এই বলিয়া অন্য মুখ্যপ্রায়শ্চিত্ত বলা হইল। 'কেবল' এই শব্দ বলা-হেতু তপআদির অপেক্ষা নাই। বাসুদেব পরায়ণ, এই শব্দ অধিকারী বিশেষণ, অশ্রদ্ধা দ্বারা অন্য ব্যক্তির ইহাতে প্রবৃত্তি হয় না, অতএব তাহাদেরই প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, এ হেতু অনুবাদ মাত্র। সে প্রকার তপ আদিদ্বারা পবিত্র হন না,

ত্বাৎ মুখ্য মেবাগ্যং প্রায়শ্চিত্তমাহ কেচিদিত্যানেন এবংভূতা ভক্তি প্রধানাবিরলা ইতি দর্শয়তি—কেবলয়া তপ আদিনিরপেক্ষয়া, বাসুদেবপরায়ণা ইতি নাধিকারিবিশেষণমেতৎ, কিন্ত্বন্যেষামশ্রদ্ধয়া তত্রাপ্রবৃত্তেরর্থাৎ তেম্বেব পর্য্যবসানাৎ অনুবাদ মাত্রং। এতচ্চা জ্ঞান মার্গাদপি শ্রেষ্ঠমিত্যাহ, ন তথা পূয়েত শুদ্ধ্যেৎ, তৎপুরুষনিষেবয়া কৃষ্ণেঽর্পিতাঃ প্রাণা যেন, ভক্তেরনন্যনিরপেক্ষত্ব মুক্তং॥ কৃচ্ছ্রা-দীনি তু ভক্তিং বিনা ন শোধয়ন্তীত্যাহ, প্রায়শ্চিত্তানীতি—মহতামপ্য শোধকত্বে দৃষ্টান্তমাহ, সুরাকুম্ভম পগানদ্য ইবেতি॥ ভক্তিঃ স্বল্পাপি পুনাত্যেবেত্যাহ, সকৃদিতি॥ তস্য গুণেষু রাগমাত্রমস্তি নতু জ্ঞানং যস্য তন্মনঃ॥ তাবতৈব চীর্ণং কৃতং নিষ্কৃতং প্রায়শ্চিত্তং যৈঃ॥—টী

ইহা দ্বারা জ্ঞানমার্গ হইতে ভক্তিমার্গের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। ভক্তির অন্যাপেক্ষা নাই, কৃচ্ছ্রাদি ভক্তিব্যতিরেকে শোধন করিতে পারেন না। সকৃন্মনঃ ইত্যাদি দ্বারা বলা হইল, ভক্তি স্বল্পা হইলেও পবিত্র করেন। ইতি। এইস্থানে আবার বলা হইয়াছে। মহর্ষি-গণ পাপের গুরুত্ব-লঘুত্ব বিচার পূর্ব্বক গুরুপাপের গুরুপ্রায়শ্চিত্ত এবং লঘুপাপের লঘুপ্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়াছেন, সেইসকল তপো-দান ব্রতাদিদ্বারা সেইসকল পাপের নাশ হইলেও, অধর্ম্মের প্রবৃত্তিরূপ স্বভাবের নিবৃত্তি হয় না, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সেবা দ্বারাই অখিলপাপ নিবৃত্ত হইয়া থাকে। সেইহেতু হে কৌরব্য! শ্রীবিষ্ণুর জগন্মঙ্গল রূপ সংকীর্ত্তনই মহাপাতকসকলের ঐকান্তিক প্রায়শ্চিত্ত হন, ইহাই জানিবে। বারংবার শ্রীহরির সর্ব্বশ্রেষ্ঠবীর্য্য সকল

তত্রৈব—গুরূণাঞ্চ লঘূনাঞ্চ গুরূণি চ লঘূনি চ॥ প্রায়শ্চিত্তানি পাপানাং জ্ঞাত্বোক্তানি মহর্ষিভিঃ—তৈ স্তান্যঘানি পূয়ন্তে তপোদান ব্রতাদিভিঃ॥ নাধর্মজং তদ্‌হৃদয়ং তদপীশাঙ্ঘ্রি সেবয়া॥ তস্মাৎসংকীর্ত্তনং বিষ্ণোর্জগন্মঙ্গল মংহসাং॥ মহাতপমি কৌরব্য বিদ্ধ্যৈকান্তিক নিষ্কৃতং। শৃন্বতাং গৃণতাং বীর্য্যাণ্যুদ্দামানি হরে র্মুহুঃ॥ যথা সুজাতয়া ভক্ত্যা শুদ্ধ্যেন্নাত্মাব্রতাদিভিঃ॥ এবং নানাশাস্ত্রোক্ত বহু প্রমাণ বচনানি সন্তি, বিস্তারভয়াত্তানি ন লিখিতানি॥ ষষ্ঠস্কন্ধস্থ প্রথমাদ্যধ্যায়ত্রয়ং চাবশ্যং দ্রষ্টব্যঃ॥

শ্রবণ এবং কীর্ত্তন করিলে, তাহা হইতে যে প্রেমভক্তি আবির্ভূতা হন তদ্দ্বারা যেপ্রকার আত্মা বিশুদ্ধ হন, সেপ্রকার ব্রতাদিদ্বারা আত্মশুদ্ধি হয়না। এইপ্রকার নানা শাস্ত্রোক্ত বহু প্রমাণ বচন আছে বিস্তার ভয়ে সেইসকল লিখিত হইল না। ষষ্ঠস্কন্ধের প্রথমাদি অধ্যায় ত্রয় অবশ্য দ্রষ্টব্য।

(যাঁহাদের নাম-মাহাত্ম্যে বিশ্বাস নাই এবং যাঁহারা নামাপরাধযুক্ত, তাঁহারা শ্রীহরিনাম কীর্ত্তনাদির ফললাভ করিতে পারেন না।)

স্বাঃ---শ্রীবিশ্বম্ভরানন্দ দেবগোস্বামী

শ্রীপাট গোপীবল্লভপুর।

বিশুদ্ধ বৈষ্ণবের উপবীত ধারণ।

(বৈষ্ণবাচার্য শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভরানন্দদেব গোস্বামী)

কোন কোন স্থানে বৈষ্ণবগণ উপবীত ধারণ করিয়া থাকেন, সেজন্য কেহ কেহ প্রতিবাদও করিয়া থাকেন, অতএব বহু ব্যক্তির প্রার্থনা মতে এই ব্যবস্থা দেওয়া হইল। বেদ দুই ভাগে বিভক্ত, যথা কর্মভাগ এবং ব্রহ্মভাগ। কর্মভাগের অনুগত স্মৃতি বা ধর্মশাস্ত্র, ব্রহ্মভাগের অনুগত তন্ত্র শাস্ত্র। বৈদিক কর্মভাগানুসারে এবং তন্ত্রশাস্ত্রানুসারে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে শ্রীভগবানের পূজারূপ যজ্ঞানুষ্ঠান হইয়া থাকে। তথাচ শ্রীভাগবতে একাদশ স্কন্ধে উদ্ধবং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং বৈদিকস্তান্ত্রিকো মিশ্র ইতি মে ত্রিবিধো মখঃ। ত্রয়ানামীপ্সিতে নৈব বিধিনা মাঃ সমর্চ্চয়েৎ ইতি।

যাঁহারা বৈদিব যজ্ঞাধিকারী, তাঁহাদের সম্বন্ধ যজ্ঞোপবীত ধারণ বিহিত আছে। তাঁহারা বৃত্তানুগত বর্ণভেদে ছয় নামে খ্যাত হন। যথা ১ ব্রাহ্মণ, ২ ক্ষত্রিয়, ৩ বৈশ্য, ৪ ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত মুর্দ্ধাভিষিক্ত, ৫ বৈশ্যবর্ণান্তর্গত অম্বষ্ঠ, ৬ ঐ বর্ণান্তর্গত মাহিষ্য বা গণক। ইহাঁরা যজ্ঞাধিকার স্থাপক উপনয়ন সংস্কারকাল হইতে উক্ত চিহ্ন ধারণ করিয়া থাকেন।

যাঁহারা তন্ত্রোক্ত যজ্ঞাধিকারী, তাঁহাদের সম্বন্ধে উপাসনা ভেদে তুলসীমালা, রুদ্রাক্ষমালাদি ধারণ বিহিত আছে। তাঁহারা উপাসনা ভেদে পাঁচ নামে খ্যাত হন। যথা ১ বৈষ্ণব, ২ শৈব, ৩ শাক্ত, ৪ গাণপত্য, ৫ সৌর। ইহারা যজ্ঞাধিকার স্থাপক দীক্ষা সংস্কার-কাল হইতে উক্ত চিহ্ন ধারণ করিয়া থাকেন। উক্ত চিহ্ন ভিন্ন উক্ত বর্ণ

ও উপাসকগণের অন্য চিহ্ন ধারণ বিধানও আছে। যথা ব্রাহ্মণের এবং বৈষ্ণবের ঊর্দ্ধপুণ্ড্র, ক্ষত্রিয় এবং শৈব প্রভৃতির ত্রিপুণ্ড্র ইত্যাদি। অথচ শ্রীহরিভক্তি বিলাসোদ্ধৃত স্কন্দপুরাণে—ব্রাহ্মণানাং বৈষ্ণবাণাং মূর্দ্ধপুণ্ড্রং বিধেয়তে। অন্যেষাং তু ত্রিপুণ্ড্রং স্যাদিতি ব্রহ্মবিদো বিদুঃ। ইতি। উপনয়ন সংস্কার হইলে যেরূপ দ্বিজত্ব বা দ্বিজ নাম হইয়া থাকে। যথা উক্ত গ্রন্থোদ্ধৃত-তত্ত্বসাগরে—যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ। তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাং। ইতি। উপনয়ন সংস্কার না হওয়া পর্য্যন্ত যেরূপ বৈদিক যজ্ঞে অধিকার নাই। যথা উক্ত গ্রন্থোদ্ধৃত আগমে। দ্বিজানামনুপেতানাং স্বকর্ম্মাধ্যয়নাদিষু। যথাধিকারো নাস্তীহ স্যাচ্চোপনয়নাদনু। তথাত্রাদীক্ষিতানাং তু মন্ত্র-দেবার্চ্চনাদিষু। নাধিকারোঽস্ত্যতঃ কুর্য্যাদাত্মানং শিবসংস্তুতং। ইতি। উপরিলিখিত যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হইল যে, শাস্ত্রোক্ত দ্বিবিধ মার্গ বিহিত দ্বিবিধ যজ্ঞ দ্বারা, এক শ্রীভগবানেরই পূজা হইয়া থাকে। অতএব বৈদিক তান্ত্রিক উভয় সম্প্রদায়, এক শ্রীভগবানের উপাসক, কেবল উপাসনা ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। উপাসনা ভেদে ভিন্ন ভিন্ন চিহ্ন ধারণ বিহিত আছে। মার্গদ্বয় ভিন্ন হইলেও বৈদিক যজ্ঞ হইতে তান্ত্রিক যজ্ঞের অধিক মাহাত্ম্য দেখা যায়। যেহেতু চতুর্থাশ্রমী যতিগণ, শাস্ত্রের আদেশ-মতে অগ্নিহোত্রাদি বৈদিক যজ্ঞ ত্যাগ করিয়া, তন্ত্রোক্ত জপ পূজাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন এবং বৈদিক চিহ্ন যজ্ঞোপবীতাদির ত্যাগ পূর্ব্বক, তান্ত্রিক চিহ্ন তুলসী রুদ্রাক্ষ মালাদি ধারণ করিয়া থাকেন।

অতএব বৈদিক যাজ্ঞিক হইতেও তান্ত্রিক যাজ্ঞিকের অধিক মাহাত্ম্য সিদ্ধ হইল এবং অধিক মাহাত্ম্য হেতু শ্রেষ্ঠত্বও সিদ্ধ হইল। কনিষ্ঠের শ্রেষ্ঠ চিহ্ন ধারণে দোষ হইয়া থাকে, শ্রেষ্ঠের কনিষ্ঠ চিহ্ন ধারণে দোষ হয় না। শ্রেষ্ঠ চিহ্নধারী কনিষ্ঠকে ধর্মধ্বজী বলা হয়। ধর্মধ্বজী পাতকীরূপে গণ্য হইয়া থাকেন। তথাচ শ্রীভাগবতে সূতমুদ্দিশ্য শ্রীবলদেব বাক্যং—"বধ্যা মে ধর্মধ্বজিনস্তে হি পাতকিনোঽধিকাঃ।" ইতি। টীকা—ধর্মধ্বজিন উত্তম লিঙ্গধারিণঃ ইতি। ধর্ম্ম বিশেষকে লক্ষ্য করিয়াই এইরূপে শ্রেষ্ঠত্ব কনিষ্ঠত্ব স্থাপন করা হইল, ব্যক্তি বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া তাহা হয় নাই। শ্রীভগবদ্ভক্ত মধ্যে কেহ কেহ নির্ম্মাল্যজ্ঞানে উপবীত ধারণ করিয়া থাকেন। তথাচ শ্রীভাগবতে শ্রীভগবন্তং প্রতি উদ্ধব বচনং—"ত্বয়োপভুক্তস্রগ গন্ধ বাসোঽলংকারচর্চ্চিতাঃ। উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েমহি।" ইতি। শ্রীসম্প্রদায় মধ্যে এইরূপ আস্থার অধিক দেখা যায়। যদি উপনয়ন-সংস্কৃত ব্যক্তি, দীক্ষিত না হইয়াও তুলসী রুদ্রাক্ষাদি মালা ধারণ করিতে পারিলেন, তবে দীক্ষিত এবং তন্ত্রোক্ত পূজাও করিতে পারিলেন. তবে দীক্ষিত ব্যক্তি উপবীত ধারণ করিলে দোষ কি? অতএব উক্ত সিদ্ধান্ত মতে, শ্রীহরিভক্তের উপবীত ধারণে প্রয়োজন নাই; যদি কেহ শ্রীভগবন্নির্মালা জ্ঞানে উপবীত ধারণ করেন, তবে নিষেধ করিতে কেহ পারে না, ইতি।

— —

পদ্যসকলের বঙ্গানুবাদ—বৈদিক তান্ত্রিক ইতি বৈদিক, তান্ত্রিক মিশ্রভেদে আমার যজ্ঞ তিন প্রকার হয়, এই তিন প্রকার মধ্যে

বাঞ্ছিত যজ্ঞ দ্বারা আমার পূজা করিবে। ব্রাহ্মণগণের এবং বৈষ্ণব-গণের সম্বন্ধে উর্দ্ধপুণ্ড্র বিহিত হইয়াছে, অন্য সকলের পক্ষে ত্রিপুণ্ড্র বিহিত, ব্রহ্মবিৎ সকল এইরূপ অনুভব করিয়াছেন। যে প্রকার রসবিধান দ্বারা কাংস্য সুবর্ণ হইয়া থাকে, সেই প্রকার দীক্ষা বিধান দ্বারা সকল মনুষ্যেরই দ্বিজত্ব হইয়া থাকে না। যে প্রকার উপনয়ন না হওয়া পর্য্যন্ত দ্বিজ সকলের যজ্ঞাদি কর্ম্মানুষ্ঠানে এবং বেদাদিপাঠে অধিকার হয় না, উপনয়ন পরে তত্তদধিকার হইয়া থাকে, বৈদিক মার্গবৎ সেই প্রকার এই তান্ত্রিকমার্গেও অদীক্ষিত ব্যক্তি সকলের তত্তন্মন্ত্র জপে এবং তত্তৎদেব পূজাতে দ্বিজ সকলেরও অধিকার হয় না, এই হেতু আপনাকে শিবের স্তুতিযোগ্য দীক্ষিত করিবে। ধর্ম্মধ্বজী সকল আমার বধ্য, তাহারাই অধিক পাপী। টীকাকার বলিয়াছেন, যাহারা উত্তম না হইয়াও উত্তমের চিহ্ন ধারণ করে, সেই সকল ব্যক্তিকে ধর্ম্মধ্বজী বলা হয়। তোমার উপভুক্ত মহাপ্রসাদরূপ মালা চন্দন বস্ত্র অলংকার ইত্যাদি দ্বারা ভূষিত হইয়া এবং তোমার উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া এবং তোমার দাসত্ব করিয়া, তোমার মায়াকে আমরা জয় করিব, অন্য তত্ত্বজ্ঞাভিমানী সকল বর্ণাশ্রমাচারানুষ্ঠান রূপ তপঃ সাংখ্য-যোগ জ্ঞান বিজ্ঞানবৈরাগ্য প্রভৃতি দ্বারা মহাক্লেশ করিয়াও যে তোমার মায়াকে জয় করিতে পারেন না। ইতি।

— : —

ব্রাহ্মণ কে ?

ব্রহ্মনিষ্ঠং চিহ্নং যস্য স ব্রাহ্মণ উচ্যতে। ব্রহ্ম দ্বিবিধং, শব্দ-ব্রহ্ম পর ব্রহ্মেতি ॥ বেদাদি শাস্ত্রং শব্দ ব্রহ্মেতি, তৎ প্রতিপাদ্য পরমাত্মা শ্রীভগবান পরব্রহ্মেতি কথ্যতে। অতো বক্ষ্যমান প্রকারেণ ব্রাহ্মণ পরীক্ষণং স্যাৎ। যাবৎ কোষপঞ্চকাত্মক দেহত্রয়ে হ্যহং-জ্ঞানং তাবদ্ যস্তু শ্রৌত স্মার্ত্ত যজ্ঞে রুত্তমাধিকারিতয়া শ্রীভগ-বদর্চ্চনং করোতি বেদানুগত সমাজে চ তৎ পূজাং জ্ঞাপয়তি। শ্রীভগবন্মাহাত্ম্যজ্ঞানং শ্রীভগবদর্চ্চনং চ যস্য বৃত্তি নির্ব্বাহ হেতু রতো যশ্চ স্বভাবতো বৃত্তি নিরপেক্ষ এব স হি শব্দ ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ জ্ঞেয়ঃ। এবং মুখ্য যাজ্ঞিকত্বং যজ্ঞে জ্ঞাপকত্বং ব্রহ্ম জীবিত্বংচ শব্দ ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ লক্ষণং ॥ যস্তু নৈবং ব্রহ্মনিষ্ঠঃ কিং চ কেবল জীবিকা নির্ব্বাহার্থং বেদাদি শাস্ত্রাভ্যাসপরঃ স তু নিরর্থক কর্ম্মণা লোকধ্বংসকারিত্বেন সদ্‌বেশধারিত্বেন চ ধর্ম্মধ্বজীতি খ্যাতঃ। তথাচ শ্রীভাগবত একাদশ স্কন্ধে শ্রীভগবদ্বাক্যং। "শব্দে ব্রহ্মণি নিষ্ণাতো ন নিষ্ণায়াৎ পরে যদি। শ্রমস্তস্য শ্রমফলং হ্যধেনুমিব রক্ষত ইতি। অস্মিন্ বৈদিকে সমাজেঽন্ত্যজাদন্তেবসায়ী নিকৃষ্ট স্ততঃ পশুভাব প্রাপ্ত স্ততশ্চ ম্লেচ্ছস্ততশ্চ নাস্তিক ধর্মধ্বজীত্যেব্য। তথাচোক্তং স্মৃতৌ কপটাৎ পতিতঃ শ্রেষ্ঠ্যো য একঃ পততি স্বয়ং বকাকৃতিঃ স্বয়ং পাপঃ পাতয়ত্যপরাণপীতি। লোমহর্ষণ বধকালে শ্রীবল দেবেনোক্তং শ্রীমদ্ভাগবতে। বধ্যা মে ধর্মধ্বজিন স্তে হি পাতকিনোঽধিকা ইতি। অত্র টীকায়াং শ্রীধরস্বামি-বাক্যং ধর্ম-ধ্বজিন উত্তম লিঙ্গধারিণ ইতি। যে চোত্তমস্য বেশধারণং কুর্ব্বন্তি

নৈব তদুচিত কার্য্য মিত্যর্থঃ। যস্তু দেহাত্মবাদ রহিতো বিষয় বিরক্তঃ স সাংখ্যাষ্টাঙ্গ-ধ্যান জ্ঞান বিজ্ঞান যোগৈঃ শ্রীভগবন্মাহাত্ম্যং জ্ঞাত্বা তন্নিষ্ঠঃ স্যান্ন তস্য শ্রৌত স্মার্ত্ত কর্ম্মসু প্রয়োজনং। সএব পরব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ইতি কথ্যতে। দ্বিবিধোঽয়ং ব্রাহ্মণঃ কুল জন্মাদি দৃষ্ট্বা। শ্রীভগবদ্ভক্তানাং পূজাবর্জ্জনকারী চেত্তদা রাবণ-হিরণ্য-কশিপু প্রভৃতিবৎ শ্রীভগবদ্ভক্তি দ্বেষাৎ ম্লেচ্ছতোঽপ্যধম এব স্যাৎ। তথাচ স্কান্দে নিন্দাং কুর্ব্বন্তি যে মূঢ়াঃ বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাং। পতন্তি পিতৃভিঃ সার্দ্ধং মহারৌরব সংজ্ঞকে। করপত্রৈশ্চ ফাল্যন্তে সুতীব্রে যম-শাসনে। নিন্দাং কুর্ব্বন্তি যে পাপা বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাং। পূজিতো ভগবান্ বিষ্ণু র্জন্মান্তর শতৈরপি। প্রসীদতি ন বিশ্বাত্মা বৈষ্ণব চাপমানিতে। দশমস্কন্ধে। নিন্দাং ভগবতঃ শৃণ্বন্ তৎ পরস্য জনস্য চ। ততো নাপৈতি যঃ সোঽপি যাত্যধঃ সুকৃতাচ্চ্যুতঃ। বৃহন্নারদীয়ে। কিং বেদৈঃ কিমু বা শাস্ত্রৈঃ কিমু তীর্থনিষেবণৈঃ। বিষ্ণুভক্তিবিহীনানাং কিং তপোভিঃ কিমধ্বরৈঃ। গারুড়ে। অন্তঃ গতোঽপি বেদানাং সর্ব্ব শাস্ত্রার্থ বেত্ত্যপি। যেন সর্ব্বেশ্বরে ভক্ত স্তং বিদ্যাৎ পুরুষাধমং। স্কন্দে—প্রায়শ্চিত্তানি চীর্ণানি নারায়ণ পরাঙ্মুখং। ন নিষ্পুনন্তি রাজেন্দ্র সুরা কুম্ভ মিবাপগাঃ ইত্যাদীনি। উক্তরূপ সিদ্ধান্তানুসারেণ কশ্চ ব্রাহ্মণঃ কশ্চ কাপট্যেন তদ্বেশ মাত্রধারী তদিতর ইতি তত্ত্বজ্ঞে নির্ণয়িতুং শক্যং স্যাৎ। বহু-কালতো বৈদিক সমাজে কর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণা দেশ বিশেষ বাসানু-সারেণ কিঞ্চিদাচারভেদ লক্ষিতা দশবিধ নামভিঃ খ্যাতাঃ সন্তি, যথা— সারস্বত কান্যকুব্জ গৌড়, উৎকল মৈথিলাঃ। পঞ্চ গৌড়

সমাখ্যাতা বিন্ধ্যোত্তর নিবাসিনঃ। কার্ণ টকা মহারাষ্ট্রা আন্ধ্রা
দ্রাবিড় গুর্জ্জরাঃ। দ্রাবিড়া পঞ্চবিখ্যাতা বিন্ধ্যা দক্ষিণবাসিন ইতি।
নবশাখ শূদ্র যজাকাস্তু ব্রাহ্মণ সমাজে নিকৃষ্টা এব ভবন্তি। ইতি—

ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়াছে চিত্ত যার তাহাকে ব্রাহ্মণ বলা হয়।
শব্দ ব্রহ্ম পরম ব্রহ্মভেদে ব্রহ্ম দ্বিবিধ হন। বেদাদি শাস্ত্রকে শব্দ
ব্রহ্ম এবং তৎপ্রতিপাদ্য পরমাত্মা শ্রীভগবানকে পরব্রহ্ম বলা হয়।
এই হেতু বক্ষ্যমান প্রকারে ব্রাহ্মণ পরীক্ষা হয়। যে কাল পর্য্যন্ত
কোষ পঞ্চাত্মক দেহত্রয়ে অহংজ্ঞান থাকে, যে কাল পর্য্যন্ত যে
শ্রৌত স্মার্ত্ত যজ্ঞদ্বারা উত্তমাধিকারীরূপে শ্রীভগবদ অর্চ্চন করেন
এবং বেদানুগত সমাজে তৎপূজা জ্ঞাপন করেন, শ্রীভগবদ্ মাহাত্ম্য-
জ্ঞান এবং ভগবদর্চ্চন যার বৃত্তি নির্ব্বাহ হেতু হয়, এই হেতু যে
ব্যক্তি স্বভাবতঃ বৃত্তি নিরপেক্ষ হন, তাহাকে শব্দ ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ
বলা হয়। এই প্রকারে মুখ্য যাজ্ঞিকত্ব যজ্ঞজ্ঞাপকত্ব এবং ব্রহ্ম-
জীবিত্বই শব্দ ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের লক্ষণ হয়। যে ব্যক্তি উক্ত
প্রকারে ব্রহ্মনিষ্ঠ হন না, কেবল জীবিকা নির্ব্বাহার্থে বেদাদি
শাস্ত্রাভ্যাসপর হন, সেই ব্যক্তি নিরর্থক কর্ম্মদ্বারা লোকধ্বংসকারী
হেতু এবং সদ্‌বেশমাত্রধারী হেতু ধর্ম্মধ্বজী নামে খ্যাত হন।
শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে শ্রীভগবদ্বচন যথা—বেদাদি শাস্ত্রের
পারংগত হইয়া যদি পরমেশ্বরের উপাসনাতে রত না হন, তবে
তাহার পরিশ্রম বন্ধ্যা-গোপ্রতিপালনবং নিরর্থন হয়। এই বৈদিক
সমাজে অন্ত্যজ হইতে অন্তেবসায়ী নিকৃষ্ট হন, তাহা হইতে পশু-
ভাব প্রাপ্ত, তাহা হইতে ম্লেচ্ছ, তাহা হইতে নাস্তিক, তাহা

হইতে ধর্ম্মধ্বজীই হীন হইয়া থাকেন। ধর্মশাস্ত্রে সেইরূপ উক্ত হইয়াছে---কপটাচারী হইতে পতিতভাল, যেহেতু পতিত একমাত্রই নষ্ট হয়। বকধর্ম্মী স্বয়ং নষ্ট হইয়া অন্য সকলকেও নষ্ট করে। লোমহর্ষণ বধকালে শ্রীবলদেব বলিয়াছেন, শ্রীভাগবতে - ধর্ম্মধ্বজী সকল আমার অবশ্য বধ্য তাহারাই অধিক পাপী হন। টীকাকার বলিয়াছেন, যাহারা উত্তমের বেশমাত্র ধারক হয়; তদুচিত কার্য্য করে না, তাহারাই ধর্মধ্বজী। যে ব্যক্তি দেহে আত্মজ্ঞানরহিত এবং বিরক্ত, সেই ব্যক্তি সাংখ্যযোগ, অষ্টাঙ্গ ধ্যানযোগ, জ্ঞান যোগ, বিজ্ঞান যোগ, এই সকল দ্বারা শ্রীভগবন্মাহাত্ম্য জানিয়া তন্নিষ্ঠ হন, শ্রৌত স্মার্ত্ত কর্ম্ম সকলে প্রয়োজন হয় না। সেই ব্যক্তি দ্বিবিধ ব্রাহ্মণ, কুলজন্মাদি দৃষ্টি দ্বারা, শ্রীভগবদ্ভক্ত সকলের পূজাবর্জ্জনকারী হইলে শ্রীভগবদ্ভক্তিদ্বেষী হেতু রাবণ হিরণ্য-কশিপু প্রভৃতিবৎ ম্লেচ্ছ হইতেও অধম হন। তথাচ স্কান্দে যে মূঢ় ব্যক্তি সকল মহাত্মা বৈষ্ণব সকলের নিন্দা করে, তাহারা পিতৃগণ সহিত মহারৌরব নরকে পতিত হয়। যে সকল পাপী মহাত্মা বৈষ্ণব সকলের নিন্দা করে, যমশাসনরূপ তীক্ষ্ণ করাত দ্বারা তাহারা ফালিত হয়। বিশ্বাত্মা ভগবান্ বিষ্ণু শত জন্ম পূজিত হইলেও বৈষ্ণবের অপমান দেখিলে প্রসন্ন হন না। দশমস্কন্ধে শ্রীভগবানের এবং তদ্ভক্তজনের নিন্দা শ্রবণ করিয়া সে স্থান হইতে দূরে গমন না করেন, সে ব্যক্তিও সুকৃত হইতে চ্যুত হইয়া অধঃপতিত হন। বৃহন্নারদীয়ে বিষ্ণুভক্তিবর্জিত ব্যক্তিগণের বেদ দ্বারা, শাস্ত্র দ্বারা তীর্থসেবা দ্বারা, তপস্যা দ্বারা এবং যজ্ঞ দ্বারা কিছুই ফল হয় না।

গারুড়ে বেদ সকলের পারংগত হইলেও সর্ব্ব শাস্ত্রের অর্থবিৎ হইলেও যে ব্যক্তি সর্ব্বেশ্বর ভগবানে ভক্ত হয় না, সে প্রায়শ্চিত্ত সকল কৃত হইলেও শ্রীনারায়ণ বহির্মুখব্যক্তিকে পবিত্র করেন না, যে প্রকার নদী সকল মদ্যভাণ্ডকে পবিত্র করিতে পারে না ইত্যাদি। উক্ত সিদ্ধান্তানুসারে কে ব্রাহ্মণ এবং কে কপটাচারী, ভেকবেশমাত্র-ধারী অব্রাহ্মণ, এই বিষয়ে নির্ণয় করিতে তত্ত্বজ্ঞব্যক্তিগণ অবশ্য সমর্থ হইবেন।। বহুকাল হইতে বৈদিক-কর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ সকল দেশের নামানুসারে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভেদ লক্ষিত হইয়া দশ প্রকার নাম দ্বারা খ্যাত হইতেছেন। যথা সারস্বত, কান্যকুব্জ, গৌড়, উৎকল, মৈথিল, এই পঞ্চবিধ ব্রাহ্মণ পঞ্চগৌড় নামে খ্যাত হন, ইহারা বিন্ধ্যাচলের উত্তরে বাস করেন। কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, আন্ধ্র, দ্রাবিড় গুর্জ্জর এই পঞ্চবিধ ব্রাহ্মণ পঞ্চ দ্রাবিড় নামে খ্যাত হন। ইহারা বিন্ধ্যাচলের দক্ষিণে বাস করেন। নবশাখশূদ্র-যাজিক সকল ব্রাহ্মণ সমাজে নিকৃষ্ট রূপে পরিগণিত হইয়া থাকেন।

স্বাঃ— শ্রীবিশ্বম্ভরানন্দ দেব গোস্বামী

একই হিন্দু-সমাজের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর হিংসা দ্বেষ-বিবাদ-বিতর্ক যতই হ্রাস পাইবে, জাতীয় উন্নতির পথ ততই সুগম হইবে। ঐ শুন শ্রুতি জলদ-গম্ভীর-স্বরে ঘোষণা করিয়াছেন—

"সঙ্গচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবো মনাংসি জানতাম্।
দেবা ভাগং যথা পূর্বে সংজ্ঞানানা উপাসতে॥
সামনীব আকুতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানবস্তু যো মন যথা বঃ সুহাসতি॥"

তোমরা একসঙ্গে মিলিত হও, একসঙ্গে আলাপ কর, একসঙ্গে সকলের মন সকলে জান। দেবতারা যেমন একমত হইয়া হবির্ভাগ গ্রহণ করেন, তোমরাও সেইরূপ একমত হও। তোমাদের সঙ্কল্প ও অধ্যবসায় সমান হউক। তোমাদের হৃদয় সমান হউক। তোমাদের মন সমান হউক, যাহাতে তোমাদের মধ্যে সুশোভন সম্মিলন প্রাদুর্ভূত হয়।

নমো ব্রাহ্মণরূপায় নিজভক্তস্বরূপিণে।
নমো পিপ্পলরূপায় গো-রূপায় নমোনমঃ॥
নানাতীর্থ স্বরূপায় নমো নন্দ কিশোরতে।
সর্ব্বা লোকরক্ষার্থ রূপ পঞ্চক ধারিণে॥

হে নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ! এই জগৎ রক্ষার নিমিত্ত সর্ব্বদা তোমার ব্রাহ্মণরূপ, নিজভক্ত স্বরূপ, অশ্বত্থ, গাভী ও নানাতীর্থ স্বরূপ—এই পঞ্চরূপকে প্রণাম করি।

—★—

—হীরক-জয়ন্তী—

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের আবির্ভাব শতাব্দী
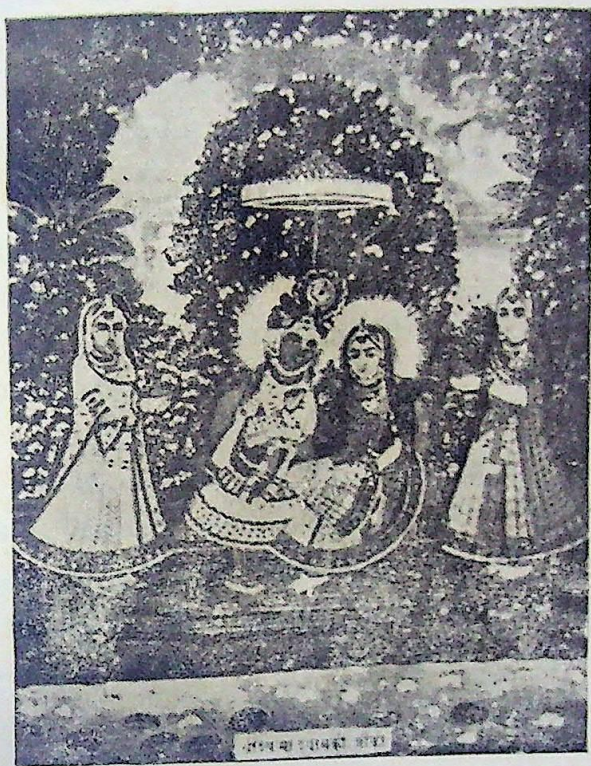
নিকুঞ্জসেবারত—

শ্রীশ্রীবিলাস মঞ্জরী ও শ্রীশ্রীগুণ মঞ্জরী
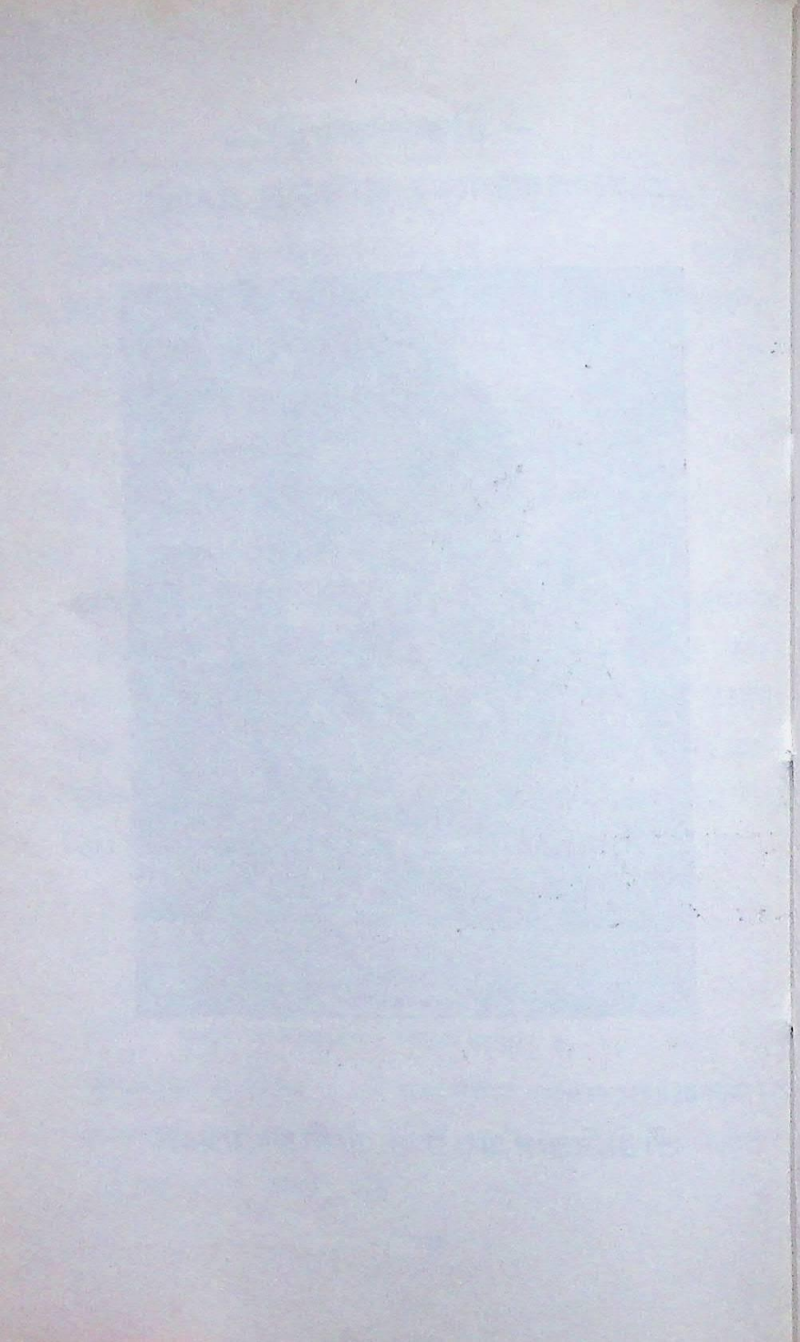
সাধারণ বিধি।

কন্যা পাত্র উভয় পক্ষেই সদ্বংশ, সদ্গুণ, সদাচার প্রভৃতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সম্বন্ধ স্থির করিবে।
বিধবা একাদশী করে কি না, স্ত্রীলোকদের আচার ব্যবহার কেমন, বৈষ্ণবাচার্য্যাদিগের শিষ্য কি না, কোন্ পরিবার, বিদ্যা-চর্চ্চা বা ভাল ব্যবসা আছে কি না, মৎস্য খায় কি না, ইত্যাদি বর্জ্জনীয় বিষয় বিশেষরূপে দেখিবে, তৎপরে রূপ, ধন, আদান প্রদান বিবেচনা করিবে।

শত শত ধন, জন, রূপ থাকিলেও পূর্ব্বোক্ত সদাচার মধ্যে ২।৫টীও না থাকিলে সম্বন্ধ করিবে না।

১। লগ্নপত্র।

পাত্রকর্ত্তা ও কন্যাকর্ত্তা উভয়ে একখানি পত্র লিখিয়া উভয়কে দিবেন। "অমুকের সহিত অমুকের সম্বন্ধ স্থির হইল, রাজক দৈব ব্যতীত প্রভুর কৃপা হইলে ইহার অন্যথা হইবে না। আমি কন্যাদানে প্রস্তুত থাকিব, আপনি অমুক তারিখে অমুক সময়ে পাত্র উপস্থিত করিয়া কন্যা গ্রহণাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন।"

২। অধিবাস।

অধিবাসের পূর্ব্বে ৩।৪টী আত্মীয় লোকের গৃহে কন্যা ও পাত্রের ভোজন করা ব্যবহার। নির্দ্ধারিত দিনের পূর্ব্বে অভাব পক্ষে বিবাহের দিনে অধিবাস কর্ত্তব্য।

একখানি নূতন ডালাতে বা থালের মধ্যস্থল মধ্যে এক গোটা গোময়ের উপর সাতাই প্রদীপ ঝাঁঝরা চাপা দিয়া রাখবে,

তাহার চারিধারে এই দ্রব্যগুলি দিয়া ডালা সাজাইবে।

১ গঙ্গা মৃত্তিকা। ২ চন্দন। ৩ নোড়া। ৪ ধান্য। দূর্ব্বা। ৬ পুষ্প। ৭ কদলী। ৮ দধি। ৯ স্বস্তিক (আতপ চাউল বাটা সিন্দুর দেওয়া)। ১০ সিন্দুর। ১১ জল শঙ্খ। কাজল-লতা। ১৩ হরিদ্রা। ১৪ শ্বেত সর্ষপ। ১৫ স্বর্ণ। ১৬ রৌপ্য। ১৭ তাম্র। ১৮ ঘৃতের প্রদীপ। ১৯ দর্পণ। ২০ দুগ্ধ। ২১ শূকরের দন্তাঘাত মৃত্তিকা।

সংক্ষেপে অধিবাস করিতে হইলে পাত্র বা কন্যাকে আলিপনা-যুক্ত পিঁড়ীতে বসাইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রটী পাঠ করতঃ জয়ধ্বনি সহকারে তিনবার ডালাটি মস্তকে ঠেকাইবে। মন্ত্র যথা—

মহী গন্ধঃ শিলা ধান্যং দূর্ব্বা পুষ্পং ফলং দধি।
ঘৃত স্বস্তিক সিন্দুর শঙ্খ কজ্জল রোচনাঃ।
সিদ্ধার্থং কাঞ্চনং রৌপ্যং তাম্রং দীপশ্চ দর্পণঃ।
পয়ো বরাহদশনঃ সোঽধিবাসে প্রশস্যতে॥

বৃহৎ আকারে অধিবাস করিতে হইলে প্রত্যেক দ্রব্য হাতে লইয়া এক একবার মস্তকে ঠেকাইবে। এবং শেষে ঐ মন্ত্রটী পাঠ করিয়া প্রশস্ত পাত্র (ডালাখানি) মস্তকে ঠেকাইবে। তৎপরে পাত্র ও কন্যা গুরুজনকে প্রণাম করিবে।

বিবাহ

১। পাত্র কন্যা উভয়ের গৃহে মধ্যাহ্নে বিবাহের পূর্ব্বে শ্রীশ্রীপ্রভুদের ভোগরাগ ও খোল করতাল বাজাইয়া ভোজন

আরতি কর্ত্তব্য। অন্য বাদ্য ইচ্ছা ও অবস্থামত। এই ভোগের মালা ও চন্দন নিবেদন করিয়া রাখিতে হইবে। এবং ভোগ নির্জ্জন গৃহে দিবে, ছলঙ্গায় নহে: প্রসাদি ভোগ পিতৃকুল ও মাতৃকুলকে কিছু অর্পণ করিবে।

২। বিবাহের পূর্ব্বে পাত্রপক্ষ উপস্থিত হইলে যথারীতি আদরপূর্ব্বক তাহাদিগকে উপবেশন করাইবে।

বিবাহকালে ছলঙ্গায় দানকালে দাতা পশ্চিম মুখে বসিবে, দাতার দক্ষিণ বা বামভাগে সভ্যগণ, সম্মুখে গুরুজন, নিকটে পুরোহিত বসিবেন। কিছু দূরে সধবা স্ত্রীলোকগণ বসিবেন।

৩। ক্ষারমোচন—

বাটীর বাহিরে পাত্র বা কন্যাকে ১খানি পিঁড়িতে দাঁড় করাইবেন. পায়ের অঙ্গুলির নীচে ক্ষুদ্রশরা ও শুপারী দিবে। রজক পুরাতন তৃণে অগ্নি লইয়া পায়ের মধ্য দিয়া তিনবার ঘুরাইবে। ইহাতে দেহ শুদ্ধ হয়।

৪। সভাতে যে সকল লোক থাকিবে, সর্ব্বপ্রথমে যথাযোগ্য বাতাসা, পান ও পৈতা শুপারী দিয়া বরণ ও তাম্বুল সেবা করাইবে। তৎপরে পাত্র কন্যা মঙ্গল দর্শন করিবে।

মঙ্গল দ্রব্য যথা—দধি, সিন্দুর, বস্ত্র, বাতাসা। কেহ কেহ মৎস্য দেখান। তাহা বৈষ্ণবোচিত নহে।

ইহার পর দাতা নূতন বস্ত্র. পাত্রের নিকট দিলে নাপিত পাত্রকে বস্ত্র পরাইবেন।

৫। পাত্র ছলঙ্গার নিকট সভা সমক্ষে পিঁড়িতে দণ্ডায়মান হইলে পাত্রের কতিপয় বন্ধু অন্ততঃ ৩জন দুই হাতে করিয়া

প্রজ্বলিত সোহাগ বাতী আনিয়া পাত্রকে দক্ষিণে রাখিয়া ৭ বার ঘুরিবে। ঘরে গিয়া বাতী রাখিবে।

৬। তৎপরে কন্যাকে পিঁড়িতে করিয়া আনিয়া পাত্রকে দক্ষিণে রাখিয়া ৭ বার প্রদক্ষিণ করিবে।

৭। পাত্রের মুখের নিকট কন্যাকে তুলিয়া উভয়ের মস্তক হরিদ্রা রঙ্গের নূতন বস্ত্র দ্বারা আবরণ করাইয়া উভয়কে উভয়ের মুখ দেখাইবে। ইহার নাম শুভ দর্শন।

৮। তৎপরে আচ্ছাদন তুলিয়া প্রসাদি মালা উভয়ে ৭ বার বদলাইয়া পরিধান করাইবে। প্রথমে কন্যা পাত্রকে মালা দিবে। কন্যা বাম কনিষ্ঠাঙ্গুলী ও পাত্র দক্ষিণ কনিষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা উভয়ে উভয়ের কপালে চন্দন পরাইবে। ইহার পর কন্যাকে ঘরে লইয়া গিয়া কন্যাদ্বারা গৌরী পূজা করাইবে। যথা—

আম্রশাখাযুক্ত ঘটে মা দুর্গাকে আবাহন ও নৈবেদ্য দান করিয়া প্রণাম করিবে। মন্ত্র যথা—

সর্ব্ব মঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ সাধিকে।
বরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোহস্তু তে॥

৯। পাত্র ছলঞ্চায় বসিলে দাতা প্রথমে গুরুদেবকে বা তাঁহার উদ্দেশ্যে বস্ত্রাদি বরণ করিবে ও প্রণাম করিবে। মন্ত্র যথা,—

অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

১০। পুরোহিতকে বস্ত্রাদি দ্বারা বরণ করতঃ উপস্থিত গান্ধর্ব্ব বিবাহ নির্ব্বাহার্থে প্রার্থনা করিবে, পুরোহিত বরণ লইয়া কার্য্য

নির্বাহ অঙ্গীকার করিবেন।

১১। দাতা প্রথমে পিতা, মাতা, গুরুজন ও সভাকে প্রণাম পূর্ব্বক কন্যাদানের অনুমতি গ্রহণ করিবেন। সকলে অনুমতি দিবেন।

১২। প্রথমে নিজের বা নিকট আত্মীয়ের পূর্ব্ব জামাতা থাকলে তাহাকে নূতন বস্ত্র দিয়া বরণ করিবে।

১৩। পাত্র গলায় তুলসীমালা ও নব উপবীত ধারণ করিবে।

১৪। দাতা ও পাত্র উভয়ে আচমন করিবে। মন্ত্র যথা—

অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা।
যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরে শুচিঃ॥

অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকায়াং তিথৌ অচ্যুত গোত্রঃ অমুকোঽহং ভগবৎ প্রীতি কামনয়া অচ্যুত গোত্রায় অমুক প্রবরায় (১) অমুকায় গান্ধর্ব্ব বিবাহ নিরতায় কন্যাদান কর্ম্ম অহং করিষ্যে। (প্রবর শব্দে পরিবার অর্থাৎ শ্রীনিত্যানন্দ পরিবারায় ইত্যাদি)।

১৫। পাত্রের মস্তকে শোধিত জল বা গঙ্গাজল অঙ্গুলি দ্বারা ছিটাইয়া বলিবে—

"সুপ্রোক্ষিতোঽস্তু।
ইহার পর পাত্রকে পূজা করিবে। যথা—

ক) ক্ষুদ্রহাতা বা কুশীতে জল লইয়া পাত্রের হাতে দিবে—

পাদ্যাঃ পাদ্যাঃ পাদ্যাঃ প্রতিগৃহ্যতাং
পাত্র— পাদ্যং প্রতিগৃহ্নামি।

(খ) দাতা—অর্ঘ্যং প্রতিগৃহ্যতাং।

পাত্র—অর্ঘ্যং প্রতিগৃহ্নামি।

(খ) তিল, সর্ষপ, পুষ্প, চন্দন, দূর্ব্বা, আতপ, যব, কুশ, এই আটটী অর্ঘ্য হয়।

(গ) দাতা—নৈবেদ্যং (মিষ্টং) প্রতিগৃহ্যতাং।

পাত্র নৈবেদ্যং প্রতিগৃহ্নামি।

(ঘ) দাতা—আচমনীয়ং প্রতিগৃহ্যতাং।

পাত্র—আচমনীয়ং প্রতিগৃহ্নামি।

(ঙ) দাতা—গন্ধং (চন্দনং) প্রতিগৃহ্যতাং।

পাত্র—গন্ধং প্রতিগৃহ্নামি।

(চ) দাতা—পুষ্পং প্রতিগৃহ্যতাং।

পাত্র—পুষ্পং প্রতিগৃহ্নামি।

(ছ) দাতা—ধূপঃ প্রতিগৃহ্যতাং।

পাত্র—ধূপঃ প্রতিগৃহ্নামি।

(জ) দাতা—মধুপর্কং প্রতিগৃহ্যতাং।

পাত্র—মধুপর্কং প্রতিগৃহ্নামি।

(ঝ) দাতা—দীপঃ প্রতিগৃহ্যতাং।

পাত্র—দীপঃ প্রতিগৃহ্নামি।

(ঞ) দাতা—তাম্বুলং প্রতিগৃহ্যতাং।

পাত্র—তাম্বুলং প্রতিগৃহ্নামি।

(ট) দাতা—ভূষণং (অঙ্গুরীয়কং) প্রতিগৃহ্যতাং।

পাত্র—ভূষণং প্রতিগৃহ্নামি।

উল্লিখিত পাত্র পূজা সংক্ষেপে ও এতদপেক্ষা বৃহৎ ভাবেও করা যাইতে পারে।

(জ) ঘৃত, দধি, মধু এই তিনটীতে মধুপর্ক হয়। মধুপর্ক একটী বাটীতে লইয়া ঘ্রাণ লইবে। এই বাটি নাপিত পাইবে।

১৯। সোলার মালা কন্যা পাত্রকে পরাইবে। অলঙ্কার ও নূতন বস্ত্র পরিহিতা কন্যাকে দাতা নিজের বামপার্শ্বে বসাইবে এবং কন্যার মস্তকে অঙ্গুলী দ্বারা পবিত্র জল ছিটাইয়া বলিবে— "সুপ্রোক্ষিতাস্তু"।

হাতে পুষ্প লইয়া—এবং

"এতস্যৈ সালঙ্কারায়ৈ কন্যকায়ৈ নমঃ" এই মন্ত্র বলিয়া মস্তকে পুষ্প দিবে।

১৭। ছলঞ্চার মধ্যস্থিত আম্র শাখাযুক্ত ঘটের উপর পাত্রের দক্ষিণ হস্ত রাখিয়া তাহার উপর কন্যার দক্ষিণ হস্ত রাখিবে। এবং পতিপুত্রবতী স্ত্রীলোক অথবা দাতা নিজে কুশদ্বারা কিংবা প্রসাদি মালাদ্বারা দুই হস্ত বন্ধন করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে—

ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ চন্দ্রার্কাবশ্বিনঃ সুতৌ।
তে ভবা গ্রন্থিনিলয়ং দধতাং শাশ্বতঃ সমাঃ॥

১৮। দাতা মিলিত হস্তের উপর পুষ্প, তুলসী, চন্দন ও পাঁচটী হরীতকী দিয়া দান করিবে।

দান বাক্য কন্যার দিকে থাকিয়া কন্যার পুরোহিত, পাত্রের দিকে থাকিয়া পাত্রের পুরোহিত বলিয়া দিবেন। অভাবে এক পুরোহিতই উভয় পক্ষের দান বাক্য বলিয়া দিবেন।

দানবাক্য যথা—

(ক) অমুকস্য পৌত্রায়, অমুকস্য পুত্রায় অচ্যুত গোত্রায় অমুক প্রবরায় বিশিষ্ট বরায় বৈষ্ণবায় অর্চ্চিতায় অমুকায়—

(খ) অমুকস্য পৌত্রীং অমুকস্য পুত্রীং অচ্যুত গোত্রাং অমুক প্রবরাং সালঙ্কারাং অর্চ্চিতাং অমুক নাম্নীং কন্যাকাং প্রজাপতি দেবতাকাং—

(এই দুইটী বাক্য তিনবার করিয়া উচ্চারণ পূর্বক শেষে বলিবে,—

দাতা—অহং সম্প্রদদে।

পাত্র—স্বস্তি অথবা বাঢ়ং প্রজাপতি দেবতাকাং কন্যকাং পত্নীত্বেন প্রতিগৃহ্লামি।

১৯। দাতা—অন্নপাত্র, জলপাত্র, শয্যা, পাদুকা প্রভৃতি যৌতুকদানগুলি পাত্রকে স্পর্শ করাইয়া এবং দ্রব্যের নাম ধরিয়া বলিবে, যথা—

ইদং অন্নপাত্রং, ইদং জলপাত্রং, ইমাং শয্যাং, ইত্যাদি প্রতিগৃহ্যতাং।

পাত্র—বাঢ়ং (প্রতিগৃহ্লামি)।

২০। পূর্বের মত উভয়ের হস্ত পুনশ্চ বন্ধন করিয়া বলিবে—

যথেন্দ্রাণী হরিহরে স্বাহা চৈব বিভাবসৌ।
রোহিণী চ যথা সোমে দময়ন্তী যথা নলে॥
যথা বৈশ্রবণে ভদ্রা বশিষ্ঠে চাপ্যরুন্ধতী।
যথা নারায়ণে লক্ষ্মী স্তথা ত্বং ভব ভর্ত্তরি॥

২১। উভয়ের হস্তের বন্ধন খুলিয়া দিয়া বরের দক্ষিণে কন্যাকে বসাইবে। পাত্র কন্যাকে লৌহ ও শঙ্খবলয় পরাইবে।

পাত্র কন্যা উভয়ে উভয়কে মাল্য ও চন্দন দান করিয়া পাত্র একটী চাউল মাপার পুরাতন কাঠার পার্শ্ব দ্বারা কন্যার সীমন্তে সিন্দুর দিয়া ঘোম্টা টানিয়া দিবে।

২২। দাতা উভয়ের হস্তে হরিদ্রারঞ্জিত সূত্র বাঁধিয়া দিবে এবং নাপিত "গৌর্গৌঃ" এই শব্দ উচ্চারণ করিবে। নাপিত স্থলবিশেষে ইহার একটি ছড়া উচ্চারণ করিয়া থাকে।

২৩। দাতা—একটী স্বর্ণাঙ্গুরীয় বা স্বর্ণমুদ্রা (মোহর) বা রৌপ্যমুদ্রা (টাকা) পাত্রের হস্তে দিয়া বলিবে,—

"কন্যাদানস্য দক্ষিণাত্বেন ইদং অঙ্গুরীয়কং বা মুদ্রাং প্রতিগৃহ্যতাং।"

পাত্র—প্রতিগৃহ্ণামি।

২৪। পাত্র ও কন্যা উভয়ে উভয়ের হস্ত ধরিয়া বলিবে,—

"যদস্তি হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম।
যদস্তি হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব॥"

২৫। পাত্রের ক্রোড়ের সম্মুখে পশ্চাৎ করিয়া কন্যা দাঁড়াইবে, পাত্রের অঞ্জলির উপর কন্যার অঞ্জলি থাকিবে. তাহার উপর খৈ দিবে, নীচে অগ্নি রাখিলে ঐ অগ্নিতে দুই জনের মিলিত অঞ্জলির খৈ অর্পণ করিবে।

এইরূপ তিনবার খৈ অর্পণ কর্ত্তব্য। ইহার নাম লাজ-হোম।

২৬। কন্যা পাত্রের হস্ত ধরিয়া বলিবে—

"দীর্ঘায়ুরস্তু মে পতিঃ শতং বর্ষাণি জীবতু।"

পাত্র—বাঢ়ং।

২৭। দাতা তিনবার বিষ্ণুস্মরণ করিয়া বলিবে,—

অস্মিন্ গান্ধর্ব্ববিবাহে দান কর্ম্মণি—

যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ।

পূর্ণং ভবতু তৎ সর্ব্বং ত্বৎ প্রসাদাজ্জনার্দ্দন॥

২৮। (ক) পাত্রপক্ষ অগ্রে কন্যার পুরোহিতকে দক্ষিণা দিয়া প্রণাম করিলে, কন্যাদাতা তাহার দ্বিগুণ দক্ষিণা পাত্রের পুরোহিতকে দিয়া প্রণাম করিবে।

(খ) নাপিতের দক্ষিণাও ঐরূপ।

২৯। দাতা—এবং কন্যাদান কর্ম্মণি যদ্বৈগুণ্যং জাতং তৎক্ষালনার্থং শ্রীবিষ্ণু স্মরণ মহং করিষ্যে—শ্রীবিষ্ণুঃ শ্রীবিষ্ণুঃ শ্রীবিষ্ণুঃ।

৩০। আপন আপন ক্রমানুসারে গুরুজন ধান্য দূর্ব্বা কন্যা ও পাত্রের মস্তকে দিয়া আশীর্ব্বাদ করিবেন। মন্ত্র যথা—

কৃষ্ণঃ করোতু কল্যাণং কংস-কুঞ্জর-কেশরী।

কালিন্দী জলকল্লোল-কোল্লাহল-কুতূহলী॥

সা তে ভবতু সুপ্রীতা দেবী শিখরবাসিনী।

উগ্রেণ তপসা লব্ধা যয়া পশুপতিঃ পতিঃ॥

ইহার পর পাত্র-কন্যা সকলকে প্রণাম করিবে।

৩১। পরিহার বাক্য—

দাতা পাত্রের পিতা বা পিতৃতুল্য অভিভাবককে বস্ত্রাদি দিয়া কোলাকুলি করতঃ (যোড়হস্তে বিনয় পূর্ব্বক) বলিবে,—

পঞ্চ হরীতকী দিয়া কন্যাদান করিলাম, আপনার ও পাত্রের উপর এই প্রদত্তা কন্যা লজ্জা সম্ভ্রম সমস্ত ন্যস্ত হইল। আমি অদ্য হইতে কন্যার দায় হইতে মুক্ত হইলাম।

৩২। বৈষ্ণবগণ হরিধ্বনি সহকারে খোল করতাল বাজাইবেন। খোলের বাদ্য বিশেষ মঙ্গল। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর বিবাহে খোল বাজিয়াছিল ও যুগল মিলন গান। সধবা স্ত্রীলোক শঙ্খ বাজাইবেন।

৩৩। পাত্র কন্যার বস্ত্রাঞ্চলে পাঁচটী হরীতকী, তুলসীপত্র, গুপারী ও গন্ধপুষ্প হরিদ্রা রঙ্গের ক্ষুদ্র কাপড় দ্বারা বাঁধিয়া দিয়া উভয়ের বস্ত্রে বস্ত্রে গ্রন্থি দিবে।

৩৪। নাপিত পাত্রকে ক্রোড়ে লইয়া কন্যাসহ জলধারা দিয়া বাসর ঘরের দ্বার পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিবে।

৩৫। বসুধারা—বাসর ঘরের ভিত্তিতে ৩টী ঘৃতধারা দিবে ও তাহার উপর সিন্দূর দিবে।

একখান থালে তৈল রাখিয়া কন্যার পা তাহাতে ঠেকাইয়া ঐ পায়ের তৈলচিহ্ন ঐ ঘৃতধারার নীচে দিবে। ইহার পর পাত্র কন্যা উভয়ে ধারার নীচে প্রণাম করিবে, যথা—

যদ্ যদ্ বর্চ্চো হিরণ্যস্য যদ্বা বর্চ্চো গবামৃত।
সত্যস্য ব্রহ্মণো বর্চ্চস্তেন মাং সংসৃজামসি॥

৩৬। দাতা—গুরু ও বৈষ্ণবগণকে প্রণাম করিবে।

(ক) অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

(খ) বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এবচ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

৩৭। ইহার পর কন্যাদাতা পাত্রপক্ষকে যোড়হাতে যথা-রীতি নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করাইবে ও শেষে নিজে বিষ্ণু পাদোদক লইয়া প্রসাদ পাইবে।

ইতি বৈষ্ণববিবাহপদ্ধতিঃ সম্পূর্ণা।

বিবাহের দ্রব্যতালিকা।

অধিবাসে—

১। মালসা ও ভোগের দ্রব্য। ২। বস্ত্র (সম্ভবমত) ৩। গঙ্গামাটি। ৪। চন্দন। ৫। নোড়া। ৬। ধান্য। ৭। দূর্ব্বা। ৮। পুষ্প। ৯। কদলী। ১০। দধি। ১১। ঘৃত। ১২। আতপ চাউল বাটা। ১৩। সিন্দুর। ১৪। জলশঙ্খ। ১৫। কাজললতা। ১৬। হরিদ্রা। ১৭। শ্বেত-সর্ষপ। ১৮। স্বর্ণ। ১৯। রৌপ্য। ২০। তাম্র। ২১। প্রদীপ (সাতাইশ)। ২২। দর্পণ। ২৩। দুগ্ধ। ২৪। বরাহদন্তা-ঘাত মৃত্তিকা। ২৫। ডালা বা নূতন থাল। ২৬। কন্যার দান দ্রব্য। ২৭। পাত্রের দান দ্রব্য। ২৮। পান। ২৯। পিড়ী (৪ খান)। ৩০। হরিদ্রা রঙ্গের বস্ত্র ৪ হাত। ৩১। গুরু-বরণ বস্ত্র। ৩২। পুরোহিত বরণ বস্ত্র। ৩৩। ফুলের মালা অন্ততঃ ৪ গাছা। ৩৪। আম্রশাখা। ৩৫। ঘট। ৩৬। পঞ্চ পাত্র বা কোশাকুশী। ৩৭। তাম্রকুণ্ড। ৩৮। হরীতকী ৫টা। ৩৯। মিষ্টান্ন সন্দেশ। ৪০। তৈয়ারী পান। ৪১। বন্ধন বস্ত্র (হরিদ্রা রঙ্গের)। ৪২। চাউল মাপা কাঠা। ৪৩। কৌটা সিন্দুর সহ। ৪৪। শঙ্খ। ৪৫। খোল করতাল। ৪৬। খৈ। ৪৭। আশীর্ব্বাদ পাত্র, ধান্য দূর্ব্বা সহ। ৪৮। বৈবাহিকের বরণ বস্ত্র। ৪৯। ছলঞ্চা। আম্রপত্রাদি শোভিত ও আলিপনা-যুক্ত। ৫০। আসন ২ খান। ৫১। উপরে চাঁদোয়া। ৫২। সোহাগ বাতী। ক্ষার মোচনের জন্য চালের পুরাণ খড়। ৫৪। ফটো দুই খান। ৫৫। ক্ষার মোচনের পিড়ী ১ খান। ৫৬। মোড় (সোলার মটুক)। ৫৭। দানের চেলী।

স্মার্ত-বৈষ্ণবপ্রশ্নোত্তরমালা

(পূর্বানুবৃত্তি)

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দানন্দ ভাগবত স্বামী-প্রণীতা সানুবাদ

উঃ বৈষ্ণবঃ। ভবদুপকল্পিতস্মার্তশাস্ত্রেঽদৃষ্ট-শ্রুতপূর্বমপি ভগবদ্ভক্তিপরশাস্ত্রবিবিধপুরাণাদি-বচনতঃ সিদ্ধং ভবতি ভাগবতীয়-বিপ্রত্বং।

অনু—মহাশয়দিগের পরিকল্পিত স্মৃতিশাস্ত্রে ইহা (ভাগবতীয়-বিপ্রত্ব) অদৃষ্ট এবং অশ্রুতপূর্ব হইলেও ভগবদ্‌ভক্তিপর বিবিধশাস্ত্রে ও বিবিধপুরাণাদি বচন হইতে ভাগবতীয়-বিপ্রত্ব সিদ্ধ হইতেছে।

১০। প্রশ্নোত্তরং।

প্রঃ স্মার্তঃ। ভোঃ কিং তাবৎ ভাগবতীয়ত্বং, কিং নাম বিপ্রত্বং, কথম্বা স্বীকৃতেঽপি ভাগবতীয়ত্বে বিপ্রত্বং কিমর্থকং, বিপ্রত্বেঽপি কথং ভাগবতীয়ত্বং বা? সুষ্ঠু সমাধৎস্ব।

অনু—হে মহাশয়! ভাগবতীয়ত্বই বা কি, বিপ্রত্বই বা কি? আর ভাগবতীয়ত্ব স্বীকৃত হইলে বিপ্রত্ব স্বীকারে কি প্রয়োজন? পক্ষান্তরে বিপ্রত্ব স্বীকৃত হইলে ভাগবতীয়ত্ব স্বীকারের কি প্রয়োজন আছে ইহার সুষ্ঠু সমাধান করুন।

উঃ বৈষ্ণবঃ। শ্রূয়তাম্! "যথাবিধিগৃহীত ভগবদ্‌বিষ্ণু-দীক্ষাকত্বে সতি ভগবদ্ভক্তিপরায়ণত্বরূপলক্ষণমেব ভাগবতীয়ত্বং, বিপ্রত্বন্তু তদানুসঙ্গিকং ব্যক্তব্যমস্মাভিঃ। বিপ্রত্বমাত্রমিত্যুক্তৌ কর্মকাণ্ডীয়-বিপ্রে অতিপ্রসঙ্গঃ, তন্নিবৃত্ত্যর্থং বিশেষণং, তত্রাপি বিপ্রেতর-কুলজাতানাং বৈষ্ণবদীক্ষাদিনা ভাগবতীয়ত্বসিদ্ধেঽপি তেষাং স্বীয় ভাগবতীয়ত্ব সম্পাদক বিষ্ণ্বর্চনাদি ভজনাঙ্গীভূত-

বৈদিকমন্ত্রোচ্চারণহোমাদি-কর্মাধিকারিত্বাপাদকং বিপ্রত্বমিতি। বস্তুতো বিপ্রত্বং তেষাং ন জাতিঃ। বৈষ্ণবানাং বৈষ্ণবত্বং ভাগবতত্বং বা জাতিরচ্যুতগোত্রতাং প্রাপ্তত্বাৎ। অতো বিপ্রসাম কথনন্তু বিপ্রেতরকুলজাতবৈষ্ণবানাং স্বীয় ভক্তিসাধনাঙ্গস্বরূপভূতবৈদিক-কর্মাধিকারাপাদনপরং, রসামৃতসিন্ধ্বাদেষ্টীকায়াং যত্তু সবনাধি-কারিত্বে বিপ্রকুলে জন্মান্তরনপেক্ষত ইতি তত্তু ভাগবতীয়ত্বে-তরপরকীয়কর্ম্মকাণ্ডীয়সবনাদি বৈদিকক্রিয়াকাণ্ডাপেক্ষয়েতি ভিন্ন-বিষয়কং জ্ঞেয়ং। শুদ্ধভক্তানাং ভক্ত্যাঙ্গেতরকর্ম্মানধিকারাৎ। বস্তুতস্তু ভাগবতীয়ত্বং গুণাতীতং গুণময়বিপ্রত্বাদপি পরমোৎকৃষ্ট-জাতিপরমেব। ভাগবতীয়ত্বং বিপ্রত্বব্যাপকং ন তু বিপ্রত্বং ভাগবতীয়ত্বব্যাপকং” “বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুতাদিত্যাদিনা ভাগবতস্য বিপ্রাদপ্যুৎকৃষ্টত্বং সুস্পষ্টমিতি”

অম্বু—আচ্ছা সমাধান করা যাইতেছে শ্রবণ করুন। এ স্থলে আপনার প্রথম প্রশ্ন হইতেছে ভাগবতীয়ত্ব কি? তদুত্তরে আমরা বলি—যথাবিধিপূর্বক বিষ্ণুদীক্ষা গ্রহণান্তর যে বিষ্ণুভক্তি-পরায়ণতা তাহাই এ স্থলে ভাগবতীয়তা। যথাবিধি বিষ্ণুদীক্ষা গ্রহণের পর যিনি বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ হন তিনি ভাগবতীয় বলিয়া তাঁহাতে ভাগবতীয়ত্ব নামে একটি ধর্ম্ম অবস্থান করে। আপনার দ্বিতীয় প্রশ্ন বিপ্রত্ব কি? তাহার উত্তরে আমরা বলি যে, ভাগবতীয়ত্বের সমনিয়ত ধর্ম্মবিশেষ বিপ্রত্ব। এই ধর্ম্মটি ভাগবতী-য়ত্বের আনুসঙ্গিক ধর্ম্ম। এ স্থলে কেবল বিপ্রতা উৎপন্ন হয় বলিলে কর্মকাণ্ডীয় বিপ্রে অতি-প্রসঙ্গ আপতিত হয়। অতি-প্রসঙ্গ শব্দের অর্থ অলক্ষ্যে লক্ষণের গমন। এখানে কর্ম্মকাণ্ডীয়

বিপ্রত্ব আমাদের লক্ষ্য নহে। ভাগবতের বিপ্রত্ব ধর্ম্ম কর্মকাণ্ডীয় বিপ্রত্ব হইতে অপর বিলক্ষণ বস্তু। কর্মকাণ্ডীয় বিপ্রে অতি-প্রসঙ্গদোষ নিবৃত্ত্যর্থ বিপ্রত্বের ভাগবতীয়ত্ব বিশেষণ দেওয়া হইল। সে স্থলে বৈষ্ণবেতর কুলজাতগণের বৈষ্ণবদীক্ষা প্রভাবে ভাগবতীয়ত্ব সিদ্ধ হইলেও তাহাদের স্বীয় ভাগবতীয়ত্ব সম্পাদক বিষ্ণ্বর্চনাদি অবশ্যই করিতে হয়। তাদৃশ অর্চনাদি ভজনের অঙ্গীভূত বৈদিক মন্ত্রাদি উচ্চারণপূর্বক হোমাদিকর্ম্মও অবশ্যই তাহাদের করিতে হয়। সেই কর্ম্মের সম্পাদক যে বিপ্রত্ব তাহাই তাহাদের হইয়া থাকে। বস্তুতঃ এই বিপ্রত্ব, বিপ্রত্ব জাতি নহে, ইহা কোন বিলক্ষণ ধর্ম বিশেষ। বৈষ্ণবের বৈষ্ণবতা বা ভাগবতত্বই জাতি, যেহেতু বৈষ্ণব অচ্যুতগোত্রত্ব লাভ করেন। বৈষ্ণবের প্রাকৃতবংশ পরিচায়ক গোত্র থাকে না। তাহাদের নির্গুণ ধর্মোপাসনার পরিচায়ক গোত্রই উৎপন্ন হয়। তাহারা বিষ্ণু ব্যতিরিক্ত আর কাহারও অধীন হন না। তাঁহাদের জাতি গোত্র যাহা কিছু সব বিষ্ণু সম্বন্ধ লইয়াই হয়। প্রাকৃতবস্তুর সম্বন্ধ লইয়া হয় না। তাঁহারা অচ্যুতের নিত্য সেবক, অচ্যুত হইতেই প্রকাশ পাইয়াছেন। অতএব তাঁহারা নিজেকে অচ্যুতগোত্রই মনে করেন। পূর্বে যে বিপ্রসাম্যের কথা বলা হইয়াছে তাহার তাৎপর্য বিপ্রেতর কুলজাত বৈষ্ণবের স্বীয় ভক্তিসাধনের অঙ্গীভূত বৈদিক কর্মের অধিকার জ্ঞাপনার্থ। বিপ্রের যেমন বৈদিক কর্মে অধিকার আছে বৈষ্ণবেরও তাদৃশ ভক্তিসাধনের অঙ্গীভূত বৈদিক কর্মে অধিকার আছে। এই অংশেই বিপ্রসাম্য বলা হইয়াছে।

এখন আপত্তি হইতে পারে যে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুগ্রন্থের টীকায় যে সবনযাগের অধিকারিত্ব লাভ করিতে হইলে জন্মান্তরে বিপ্রকুলে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে ইহা বলা হইয়াছে, এই কথা সঙ্গত হইতেছে না। যদি ভাগবতগণের স্বভাবতঃই বিপ্রত্ব হইয়া যায়, তবে আবার জন্মান্তরে বিপ্রকুলে জন্মগ্রহণ করিবার অপেক্ষা থাকে কেন ?

ইহার উত্তরে এইরূপ বলা হয় যে—এই ব্যবস্থা শুদ্ধ বৈষ্ণবের পক্ষে নহে। তবে কিনা যাহাদের ভাগবতীয়ত্ব নাই কিন্তু পরকীয় (কর্ম্মকাণ্ডীয়) কর্ম্মকাণ্ডে আসক্তি আছে, এমন ব্রাহ্মণ হইতে ভিন্ন জাতির পক্ষেই। কাজেই ইহা শুদ্ধ বৈষ্ণব অপেক্ষা ভিন্ন বিষয়ক হইল।

শুদ্ধ ভক্তগণের ভক্তি অঙ্গ হইতে ভিন্ন যে সকল বৈদিক কর্ম্ম তাহাতে তাহাদের অধিকার থাকে না ; অর্থাৎ ভক্তিঅঙ্গ ব্যতীত অন্য কর্ম্মকে তাঁহারা আদর করেন না। বাস্তবিক কথা এই যে, ভাগবতীয়ত্ব একটি গুণাতীত ধর্ম বা জাতি। ইহা গুণময় বিপ্রত্ব অপেক্ষা পরমোৎকৃষ্ট জাতি বিশেষ। ভাগবতীয়ত্ব ধর্ম্মটি বিপ্রত্বের ব্যাপকধর্ম্ম বিপ্রত্বটি ব্যাপ্যধর্ম। কিন্তু বিপ্রত্ব ধর্মটি ভাগবতীয়ত্বে ব্যাপক নহে। "বিপ্রাদ্দ্বিষড়্-গুণযুতাৎ" ইত্যাদি ভাগবতীয় শ্লোকে ভগবদ্বিমুখ দ্বাদশগুণযুত বিপ্র হইতেও ভগবৎপাদপদ্মনিষ্ঠ চণ্ডালও শ্রেষ্ঠ তাহা বলা হইয়াছে। (ক্রমশঃ)

——

চারিবর্ণেরই তুলসী মালাধারণ কর্ত্তব্য

সাধারণের প্রতি মালাধারণের ব্যবস্থা।—

যে ব্রাহ্মণ কণ্ঠে তুলসীকাষ্ঠ-মালা ধারণ না করেন, তিনি কখনই শ্রাদ্ধান্ন প্রভৃতি ভোজনের পাত্র হইতে পারেন না, এবং তুলসীমালা ধারণে যিনি কুতর্ক করিবেন, তাহার নারকীগতি হয়।

শ্রীগৌর্য্যুবাচ—দেবদেব মহাভাগ মহাভাগবতোত্তম।
তুলস্যা বদ মাহাত্ম্যং শ্রোতুমিচ্ছামি বিস্তরাৎ ॥১॥

শ্রীগৌরী বলিলেন, হে দেবদেব মহাভাগ মহাভাগবতোত্তম্! আপনি তুলসীর মাহাত্ম্য বলুন, আমি বিস্তাররূপে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি ॥ ১ ॥

শ্রীমহাদেব— শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি মাহাত্ম্যংতুলসীভবম্।
উবাচ যস্য শ্রবণমাত্রেণ মুচ্যতে পাপকোটিভিঃ ॥২॥

শ্রীমহাদেব বলিলেন, হে দেবি! শ্রবণ কর, আমি তুলসী সম্বন্ধীয় মাহাত্ম্য বলিব, যার শ্রবণমাত্রে লোক পাপকোটি হইতে মুক্ত হয় ॥ ২ ॥

তুলসী শ্রীভাগবতং নাম ধাম তথৈব চ।
সাধবশ্চ মহেশানি বিষ্ণোরঙ্গান্যসংশয়ঃ ॥ ৩ ॥

হে মহেশানি! তুলসী, শ্রীভাগবত, ভগবানের নাম, ধাম এবং সেইরূপ সাধু সকল, বিষ্ণুর অঙ্গ হইতেছেন, ইহাতে সংশয় নাই ॥৩॥

যে তু শ্রীতুলসীসেবাং কুর্ব্বন্তি গিরিসম্ভবে।
নানোপহারৈস্তে যান্তি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥৪॥

হে গিরিসম্ভবে! নানা উপহার দ্বারা যাঁহারা শ্রীতুলসীসেবা করেন, তাঁহারা সেই বিষ্ণুর পরমপদে গমন করেন ॥ ৪ ॥

যে কুর্ব্বন্তি মহাভাগে তুলসীনামকীর্ত্তনম্ ।
তদ্বনং যে চ পশ্যন্তি বিষ্ণুনৈব সমা হি তে ॥ ৫ ॥

হে মহাভাগে ! যাঁহারা তুলসীর নাম কীর্ত্তন করেন এবং তুলসীবনকে দেখেন, তাঁহারা বিষ্ণুর সমান ॥ ৫ ॥

শুক্লাকৃষ্ণাদিভেদঞ্চ যঃ করোতি বিমূঢ়ধীঃ ।
স যাতি নরকং ঘোরং সত্যং সত্যং বরাননে ॥৬॥

হে বরাননে ! যে মূঢ়বুদ্ধি তুলসীর শুক্লা কৃষ্ণাদি ভেদ করেন, সে ব্যক্তি সত্য সত্য ঘোর নরকে গমন করে ॥৬॥

কণ্ঠস্থাং তুলসীমালাং ধারয়েদ্ যঃ শুচিঃ স হি ।
তস্য দর্শনমাত্রেণ দূরতো যাতি পাতকঃ ॥ ৭ ॥

যে ব্যক্তি তুলসীমালাকে কণ্ঠে ধারণ করে, সেই ব্যক্তি শুচি, তাঁর দর্শনমাত্রে পাতক দূরে যায় ॥ ৭ ॥

যজ্ঞোপবীতবদ্ধার্য্যা তুলসী কাষ্ঠমালিকা ।
ক্ষণমাত্র পরিত্যাগাৎ বিষ্ণুদ্রোহী ভবেন্নর ॥ ৮ ॥

তুলসীকাষ্ঠমালাকে, যজ্ঞোপবীতবৎ নিরন্তর ধারণ করিবে, ক্ষণমাত্র পরিত্যাগ দোষে মনুষ্য বিষ্ণুদ্রোহী হয় ॥ ৮ ॥

তুলসীকাষ্ঠসম্ভূতে মালে বিষ্ণুজনপ্রিয়ে ।
বিভর্ম্মি ত্বামহং কণ্ঠে কুরু মাং কৃষ্ণবল্লভাম্ ॥ ৯ ॥
ইমং মন্ত্রং সমুচ্চার্য্য কণ্ঠে বধ্নীত মালিকাম্ ।
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ সম্প্রদায়ং বিনাপি হি ॥১০॥

হে তুলসীকাষ্ঠ সম্ভূতে বিষ্ণুজনপ্রিয়ে মালে ! আমি তোমাকে কণ্ঠে ধারণ করিতেছি আমাকে কৃষ্ণ-বল্লভা কর ॥ ৯ ॥

এই মন্ত্রকে উচ্চারণ করিয়া বৈষ্ণব-সম্প্রদায় ব্যতিরেকেও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য মালাকে কণ্ঠে বন্ধন করিবেন ॥ ১০ ॥

তস্মাৎ প্রযত্নতো ধার্য্যা তুলসীকাষ্ঠ-মালিকা।
তুলসীকাষ্ঠ মালাভি র্যস্তু প্রাণান্ বিমুঞ্চতি ॥ ১১ ॥
স সর্ব্ব পাতকান্মুক্তঃ সদ্যো যাতি হরেঃ পদম্।
অপি পাপসমাযুক্তো নেক্ষতে যম-কিঙ্করৈঃ ॥ ১২ ॥

সেই হেতু যত্ন পূর্ব্বক তুলসীকাষ্ঠমালা ধারণ করিবে, তুলসী কাষ্ঠমালা ধারণ পূর্ব্বক যে প্রাণত্যাগ করে, সে সর্ব্ব-পাতক হইতে মুক্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ হরির স্থানে গমন করে, পাপসমা যুক্ত হইলেও যমকিঙ্করগণ তাহার নিকটে গমন করে না ॥ ১১, ১২ ॥

তুসলীধারিণং বিপ্রং যঃ শ্রাদ্ধে ভোজয়েৎ প্রিয়ে।
পিতরস্তস্য তুষ্যন্তি মন্বন্তর শতাবধি ॥ ১৩ ॥

হে প্রিয়ে! যে ব্যক্তি তুলসীধারী ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধে ভোজন করায় তার পিতৃগণ মন্বন্তর শতাবধি সন্তুষ্ট হয় ॥ ১৩ ॥

তুলসীমালিকাং ধৃত্বা যো ভুঙ্‌ক্তে গিরিনন্দিনি।
সিক্‌থে সিক্‌থে 5 লভতে যজ্ঞ-কোটিফলাধিকম্ ॥ ১৪ ॥

হে গিরিনন্দিনি! তুলসীমালা ধারণ করিয়া যে ভোজন করে, সে গ্রাসে গ্রাসে যজ্ঞ কোটি হইতে অধিক ফল লাভ করে ॥ ১৪ ॥

স্নানকালে তু যস্যাঙ্গে তুলসী দৃশ্যতে শুভা।
গঙ্গাদি সর্ব্বতীর্থেষু স্নাতং তেন ন সংশয়ঃ ॥ ১৫ ॥

স্নানকালে যার অঙ্গে শুভা তুলসী মালা দৃশ্য হয়, তার গঙ্গাদি সর্বতীর্থে স্নান হয়, ইহাতে সংশয় নাই ॥ ১৫ ॥

তুলসীমালিকাং ধৃত্বা যদ্ যদ্ দানং সমাচরেৎ।
তৎপুণ্যং কোটি গুণিতং ভবেৎ কৃষ্ণ-প্রসাদতঃ ॥ ১৬ ॥

তুলসীমালা ধারণ করিয়া যাহা যাহা দান করে, কৃষ্ণের প্রসাদে সেই পুণ্য কোটিগুণিত হয় ॥ ১৬ ॥

অন্তকালেঽপি যস্যাঙ্গে তুলসীমালিকা ভবেৎ।
তস্য দেহোদ্ভবং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি ॥ ১৭ ॥

যার অঙ্গে অন্তকালেও তুলসী মালা থাকে, তার দেহোদ্ভব পাপ তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয় ॥ ১৭ ॥

শোভনাং তুলসীকাষ্ঠমালিকাং সূত্রগুম্ফিতাম্।
নিবেদ্য হরয়ে কণ্ঠে ধারয়েদ্বৈষ্ণবো জনঃ ॥ ১৮ ॥

বৈষ্ণবজন সূত্রগ্রথিতা তুলসীকাষ্ঠমালাকে, শোভাযুক্ত করিয়া, শ্রীহরিকে নিবেদন করিয়া, কণ্ঠে ধারণ করিবেন ॥ ১৮ ॥

অদীক্ষিতস্য বামোরু কৃতং সর্বং নিরর্থকং।
পশুযোনিমবাপ্নোতি দীক্ষাহীনো নরো মৃতঃ ॥ ১৯ ॥
দীক্ষানন্তরমীশানি যো ভুঙ্ক্তে তুলসীং বিনা।
তদন্নং শূকরস্যান্নং তজ্জলং সুরয়া সমম্ ॥ ২০ ॥

হে প্রিয়ে! অদীক্ষিত ব্যক্তির কৃত সর্বকর্ম নিষ্ফল হয়। দীক্ষা-হীন মনুষ্য মৃত হইয়া পশুযোনি প্রাপ্ত হয় ॥ ১৯ ॥

হে ঈশানি! দীক্ষার পরে যে ব্যক্তি তুলসী ব্যতিরেকে ভোজন করে, তার অন্ন শূকরের অন্ন তুল্য, তার জল মদ্যের তুল্য হয় ॥ ২০ ॥

বহুনা কিমিহোক্তেন শৃণু ত্বং বর-বর্ণিনি।
বিড়ুৎসর্গাদি কালেঽপি ন ত্যাজ্যা কণ্ঠমালিকা ॥ ২১ ॥

হে বর-বর্ণিনি! তুমি শ্রবণ কর, আর আমি অধিক কি বলিব, মলত্যাগাদি অশৌচ কালেও কণ্ঠমালা ত্যাগ করিবে না॥ ২১॥

ন দেশ-কাল-নিয়মো ন স্থান নিয়মস্তথা

বিদ্যতে পর্বত-সুতে তুলসীমণি ধারণে॥ ২২॥

হে পার্বতি! তুলসীমালা ধারণে দেশ নিয়ম নাই, কাল নিয়ম নাই, স্থান নিয়মও নাই॥ ২২॥

কণ্ঠে শিরসি বাহ্বোশ্চ কর্ণয়োঃ করয়োস্তথা।

বিভৃয়াৎ তুলসীং যস্তু স জ্ঞেয়ো বিষ্ণুনা সমম্॥ ২৩।

কণ্ঠে, মস্তকে, বাহুদ্বয়ে, কর্ণদ্বয় ও করদ্বয়ে, যে ব্যক্তি তুলসী ধারণ করে, তাহাকে বিষ্ণুর সমান জানিবে॥ ২৩॥

ন ধারয়ন্তি যে দেবি তুলসীকাষ্ঠমালিকাম্।

তে হি বাদরতাঃ পাপাঃ পতন্তি নরকেঽশুচৌ॥ ২৪॥

হে দেবি! যাহারা তুলসীকাষ্ঠমালা ধারণ করে না, সেই বাদরত পাপাত্মা সকল অশুচি নরকে পতিত হয়॥ ২৪॥

তুলসীকাষ্ঠ সম্ভুতাং কণ্ঠস্থাং ন বহেদ্‌যদি।

সর্বদা পর্ব্বত-সুতে স কথং বৈষ্ণবো ভবেৎ॥ ২৫॥

হে পর্বত-সুতে! তুলসীকাষ্ঠ-সম্ভুতা মালাকে যদি কণ্ঠস্থা করিয়া সর্বদা বহন না করে, তবে সে কি প্রকারে বৈষ্ণব হইতে পারে॥ ২৫॥

কর্ম্মবাদরতা যে চ যে চ দুঃসঙ্গ-দূষিতাঃ।

তে নিন্দন্তি বরারোহে তুলসীং কৃষ্ণবল্লভাম্॥ ২৬॥

হে বরারোহে! যাহারা কর্ম্মবাদরত এবং যাহারা দুঃসঙ্গ দূষিত,

তাহারাই কৃষ্ণবল্লভা তুলসীকে নিন্দা করে ॥ ২৬ ॥

কুলীনা ঋত্বিকা ধীরা বেদ-বেদান্ত সংযুতাঃ ।
তুলসী নিন্দনাদ্ যান্তি নরকানতি-দারুণান্ ॥ ২৭ ॥

কুলীন হইলেও, ঋত্বিক হইলেও, পণ্ডিত হইলেও, বেদবেদান্ত সংযুত হইলেও তুলসীনিন্দার দোষে দারুণ নরকে গমন করে ॥২৭॥

যে কুর্ব্বন্তি তুলস্যাশ্চ বিবাহং বিষ্ণুনা সহ ।
সত্যং সত্যং মহেশানি তেষাং পুণ্যমনন্তকম্ ॥ ২৮ ॥

হে মহেশানি ! যাহারা বিষ্ণুর সহিত তুলসীর বিবাহ করান, সত্য সত্য তাহাদের অনন্ত পুণ্য হয় ॥ ২৮ ॥

তুলসীকাষ্ঠ-সম্ভূতং চন্দনং হরিবল্লভম্ ।
যো দদ্যাদ্বিষ্ণবে মর্ত্ত্যো স যাতি হরিমন্দিরম্ ॥ ২৯ ॥

শ্রীহরির বল্লভ তুলসীকাষ্ঠসম্ভূত চন্দন, যে মনুষ্য বিষ্ণুকে প্রদান করে, সে হরিমন্দিরে গমন করে ॥ ২৯ ॥

তুলসীকাননং দৃষ্ট্বা যস্তু প্রাণান্ বিমুঞ্চতি ।
অপি পাপ-সমাযুক্তঃ স বৈ যাতি হরেঃ পদম্ ॥ ৩০ ॥

তুলসীকাননকে দেখিয়া যে ব্যক্তি প্রাণত্যাগ করে, সে পাপসমাযুক্ত হইলেও হরির স্থানে গমন করে ॥ ৩০ ॥

তুলসীপত্র সহিতং জলং পিবতি যো নরঃ ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ পুতো ভবতি ভামিনি ॥ ৩১ ॥

যে ব্যক্তি তুলসীপত্র সহিত জলপান করে, হে ভামিনি ! সে সর্ব্বপাপ বিনির্ম্মুক্ত হইয়া পবিত্র হয় ॥ ৩১ ॥

ইতি তে কথিতং গৌরীমাহাত্ম্যং তুলসী ভবম্ ।
বিস্তরাৎ কথয়েৎ কো বা অপি বর্ষ-শতাযুতৈঃ ॥ ৩২ ॥

হে গৌরি ! এই তোমার সমীপে তুলসীর মাহাত্ম্য কথিত হইল, অযুত শত বৎসরেও বিস্তাররূপে কেহ বলিতে পারে না, ইতি ॥ ৩২॥

ইতি গৌরী তন্ত্রে তুলসীমাহাত্ম্যং সম্পূর্ণম্ ।

পদ্ম-পুরাণে ।—তুলসীকাষ্ঠ সম্ভূতাং মালাং বহতি যো নরঃ ।
প্রায়শ্চিত্তং ন তস্যাস্তি নাশৌচং তস্য বিগ্রহে ॥ ১ ॥

যে ব্যক্তি তুলসীকাষ্ঠ-নির্ম্মিত গলে মালাকে কণ্ঠে বহন করে, তাহার অন্য প্রায়শ্চিত্ত নাই এবং তার শরীরে অশৌচ স্পর্শ হয় না ॥ ১ ॥

মলমূত্রপরিত্যাগে তথা স্নানাসনাদিষু ।
কালাকালে সদা ধার্য্যা তুলসীকাষ্ঠমালিকা ॥ ২ ॥

মল মূত্র পরিত্যাগকালেও, স্নান-ভোজনাদি কালেও, কালাকালেও তুলসীকাষ্ঠমালাকে সর্ব্বদা ধারণ করিবে ॥ ২ ॥

বিশ্বসার তন্ত্রে—ন ধারয়তি যো মর্ত্ত্যঃ তুলসীকাষ্ঠমালিকাম্ ।
তস্য পূজাং ন গৃহ্নামি বিষ্ণুদ্রোহী স সর্ব্বদা ॥ ৩ ॥

বিশ্বসার তন্ত্রে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, যে মনুষ্য তুলসীকাষ্ঠ-মালা ধারণ না করে, তার আমি পূজা গ্রহণ করি না, সে সর্ব্বদা বিষ্ণুদ্রোহী হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

গারুড়ে— নিবেদ্য বিষ্ণবে মালাং তুলসীকাষ্ঠ-সম্ভবাম্ ।
বহতি যো গলে ভক্ত্যা তস্য নৈবাস্তি পাতকম্ ॥ ৪ ॥

শ্রীবিষ্ণুকে নিবেদন করিয়া যে মনুষ্য তুলসীকাষ্ঠ-সম্ভবা মালাকে ভক্তিপূর্ব্বক কণ্ঠে ধারণ করে, তার শরীরে পাতক থাকিতে পারে না।। ৪ ।।

পুনঃ সুরতরু তন্ত্রে –

তুলসীকাষ্ঠসম্ভূতাং যো মালাং বহতে নরঃ।
প্রায়শ্চিত্তং ন তস্যাস্তি নাশৌচং তস্য বিগ্রহে ।। ৫ ।।

যে মনুষ্য তুলসী-কাষ্ঠসম্ভূতা-মালাকে ধারণ করে, তার সম্বন্ধে অন্য প্রায়শ্চিত্ত নাই, তায় শরীরে অশৌচ স্পর্শ হয় না ।। ৫ ।।

তুলসীকাষ্ঠনির্ম্মিত শিরসো যস্য ভূষণম্।
বাহৌ কণ্ঠে চ মর্ত্ত্যস্য দেহে তস্য সদা হরিঃ ।। ৬ ।।

যে মনুষ্যের মস্তকে, বাহুতে ও কণ্ঠে তুলসীকাষ্ঠসম্ভূত ভূষণ থাকে, তার শরীরে সর্ব্বদা হরি থাকেন ।। ৬ ।।

তুলসীকাষ্ঠমালাভিঃ ভূষিতং পুণ্যমাচরেৎ।
পিতৃণাং দেবতানাঞ্চ কৃতং কোটিগুণং কলৌ ।। ৭ ।।

তুলসীকাষ্ঠমালা দ্বারা ভূষিত হইয়া পুণ্য আচরণ করিবে. তদ্দারা কলিযুগে পিতৃ সকলের উদ্দেশ্যে এবং দেবতা সকলের উদ্দেশে কৃতকর্ম্ম কোটি গুণ ফল হয় ।। ৭ ।।

শ্রীবৈষ্ণব-সেবাপর
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যানন্দ দেব গোস্বামী
শ্রীপাট গোপীবল্লভপুর।

বৈষ্ণব-শ্রাদ্ধ-পদ্ধতি।

বা

বিরহ-মহোৎসব

মন্তব্য।—বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত সামান্য-বৈষ্ণবের শ্রাদ্ধ সাধারণ স্মৃতি শাস্ত্রোক্ত মতে হইতে পারে, এজন্য তাহা লিখিত হইল না. যে সকল বিশেষ বৈষ্ণব অর্থাৎ অচ্যুত-গোত্র-বৈষ্ণব, অথবা সামান্য বৈষ্ণব মধ্যে কৃষ্ণৈকনিষ্ঠ, তাঁহাদের জন্য এই শ্রাদ্ধ-পদ্ধতি লিখিত হইল।

ভগবৎ-প্রসাদেই যে পিতৃশ্রাদ্ধ হইতে পারে, তাহার ঋষি লিখিত প্রমাণ শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে ৯ম, ও ১২শ, বিলাসে বর্ণিত আছে। যথা—(ক) প্রাপ্তে শ্রাদ্ধদিনেঽপি প্রাগন্নং ভগবতেঽর্পয়েৎ।

তচ্ছেষেণৈব কুর্ব্বীত শ্রাদ্ধং ভাগবতো নরঃ॥

বিষ্ণোর্নিবেদিতান্নেন যষ্টব্যং দেবতান্তরং।

পিতৃভ্যশ্চাপি তদ্দেয়ং তদনন্তায় কল্পতে॥

সাত্বতং বিধিমাস্থায় প্রাক্‌সূর্য্য-মুখ-নিঃসৃতং।

পূজয়ামাস দেবেশং তচ্ছেষেণ পিতামহান্॥ (৯।২৯৪)

(খ) একাদশীতে শ্রাদ্ধ উপস্থিত হইলে একাদশীর দিন দানাদি সমস্ত কার্য্য করিয়া দ্বাদশীর দিন ভগবৎ-প্রসাদে পিতৃগণের তৃপ্তি সাধন করিবে, কারণ একাদশীতে পিতৃগণও গর্হিত অন্ন ভোগ করিতে পারেন না। এই সকল বিষয়ের প্রমাণ:—(১২।৬৯ ৭২)

"একাদশ্যাং যদা-রাম শ্রাদ্ধং নৈমিত্তিকং ভবেৎ।

তদ্দিনে তু পরিত্যজ্য দ্বাদশ্যাং শ্রাদ্ধমাচরেৎ॥ (পাদ্মে পুষ্করখণ্ডে)

একোদ্দিষ্টং তু যৎ শ্রাদ্ধং তন্নৈমিত্তিকমুচ্যতে॥ (ভবিষ্যে)

"একাদশ্যান্তু প্রাপ্তায়াং মাতা-পিত্রোর্মৃতেঽহনি।
দ্বাদশ্যাং তৎ প্রদাতব্যং নোপবাসদিনে ক্বচিৎ ॥
গর্হিতান্নং ন চাশ্নন্তি পিতরশ্চ দিবৌকসঃ ॥" (পাদ্মে উত্তরখণ্ডে)

"একাদশী যদা নিত্যা শ্রাদ্ধং নৈমিত্তিকং ভবেৎ।
উপবাসং তদা কুর্য্যাৎ দ্বাদশ্যাং শ্রাদ্ধমাচরেৎ ॥" (স্কন্দ পুরাণে)

"যে কুর্ব্বন্তি মহীপাল শ্রাদ্ধং ত্বেকাদশী দিনে।
ত্রয়স্তে নরকং যান্তি দাতা ভোক্তা পরেতকঃ ॥" (ব্রহ্মবৈঃ-পুঃ)

হে রাম! যখন একাদশী দিনে নৈমিত্তিক (একোদ্দিষ্ট) শ্রাদ্ধ হইবে, সেইদিনে শ্রাদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া দ্বাদশীদিনে শ্রাদ্ধ করা উচিত। আর একাদশীতে মাতাপিতার মৃততিথি পড়িলে সেই বাৎসরিক শ্রাদ্ধ দ্বাদশীতে প্রদান করা উচিত। কোন উপবাসদিনে শ্রাদ্ধ হইবে না। কারণ, পিতৃপুরুষগণ ও দেবগণ একাদশীর নিন্দিত অন্ন ভোজন করেন না। হে মহারাজ! যাহারা একাদশী দিনে শ্রাদ্ধ করে, সেই শ্রাদ্ধের দাতা, ভোক্তা ও পরলোক গমনকারী— এই তিন জনই নরকে যায়।

দ্বাদশীতে শ্রাদ্ধ বিধান

যতীনাং চ বনস্থানাং বৈষ্ণবানাং বিশেষতঃ।
দ্বাদশ্যাং বিহিতং শ্রাদ্ধং কৃষ্ণপক্ষে বিশেষতঃ ॥
বৈষ্ণবঃ পরমং পাত্রং দেশ আয়তনং হরেঃ।
দ্বাদশী সর্বকালানামুত্তমা পরিকীর্তিতা ॥
দেশে কালে তথা পাত্রে শ্রদ্ধাপূতং তু কিং পুনঃ ॥

শ্রীপঞ্চরাত্র জয়াখ্য সংহিতা ২২।১৫৫

সন্ন্যাসীগণের ও বানপ্রস্থ ব্যক্তিগণের, বিশেষতঃ বৈষ্ণবগণের দ্বাদশীতে শ্রাদ্ধ বিহিত আছে, বিশেষ করিয়া কৃষ্ণপক্ষের দ্বাদশীতে ॥ বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ পাত্র, শ্রীহরির মন্দির শ্রেষ্ঠস্থান এবং দ্বাদশী সর্ব্বকালের মধ্যে উত্তম। উত্তম দেশ, কাল ও পাত্রে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ করিলে ইহা হইতে পবিত্র কার্য আর কি হইতে পারে।

যঃ শ্রাদ্ধকালে হরিভুক্ত শেষং,
দদাতি ভক্ত্যা পিতৃদেবতানাম্।
তেনৈব পিণ্ডান্ তুলসী বিমিশ্রান্
আকল্পকোটিং পিতরঃ সুতৃপ্তাঃ ॥ (ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ)

১। বৈষ্ণব দশ দিনে ক্ষৌর করিয়া স্নান ও শোক-চিহ্ন (কাচা প্রভৃতি) ত্যাগ করতঃ বিষ্ণু-পাদোদক পান করিবে এবং সেই দিনও সংযম করিয়া একাহারী হইয়া কম্বলে শয়ন করিবে।

২। একাদশ দিনে স্নান ও নিত্যকার্য্যের পর গুরুজনের নিকট অনুমতি লইয়া ভোগমালার পদ্ধতি অনুসারে পংক্তিক্রমে আসন সাজাইয়া শক্তি অনুসারে শ্রীশ্রীপঞ্চতত্ত্ব শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ অথবা স-পার্ষদ শ্রীশ্রীগৌরগণ ও কৃষ্ণগণের বিবিধ উপচারে ৬৪ মহান্তের ১০৮ বা ২২৫ মহান্তের মালসা ভোগ দিবে।

(ক) স্নানান্তে নিজ আসনে বসিয়া যাঁহাকে দিয়া কার্য্য করাইতে হইবে, সেই পুরোহিতকে আসনে বসাইয়া আচমন করতঃ তাঁহার হস্তে পুষ্প দিয়া বলিবে—"মমৈতৎ পিতৃকৃত্যাদিকং কারয়িতুং ভবন্ত-মহং বৃণে।" তিনি পুষ্প লইয়া বলিবেন—"বৃতোঽস্মি, যথা জ্ঞানং করবাণি ॥" ইহার পর বস্ত্র দিয়া প্রণাম করিবে।

৩। রাসপঞ্চাধ্যায়ী, বিষ্ণুসহস্র নাম, ভগবদ্গীতা, অথবা—

'গোপাল সহস্র নাম' শ্রীমদ্ভাগবত-সপ্তাহ—পাঠ করাইবার ব্যবস্থা করিবেন এবং শ্রীহরি সংকীর্ত্তন করিবেন, সমস্ত পাঠ করাইতে অসমর্থ হইলে কেবল শ্রীরাস লীলা ও সহস্র নাম পাঠ করাইবেন।

(ক) কৃতী ব্যক্তি সুপরী পৈতা বস্ত্র দিয়া পাঠককে বরণ করিবেন।

(খ) পাঠক আসনে উপবেশন ও আচমন করিয়া যে গ্রন্থ পাঠ করিবেন, তাহার আদ্যন্ত উচ্চারণ পূর্বক সঙ্কল্প করিয়া পাঠ আরম্ভ করিবেন, সঙ্কল্পিত পাঠ একদিনে শেষ না হইলে পরদিনেও করিতে পারেন, কিন্তু আহারের পূর্বে সন্ধ্যাবন্দনা শেষ করিয়া শুদ্ধভাবে পাঠ করিবেন।

(গ) সঙ্কল্প মন্ত্র যথা—"অদ্য অমুকমাসে অমুকপক্ষে অমুক-তিথৌ অমুক গোত্র অহং অমুক গোত্রস্য নিত্যধামগতস্য অমুকস্য শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীভগবৎ-পাদপদ্ম সেবা-লাভ-কামনয়া "শ্রীবাদরায়ণি রুবাচ,—ভগবানপি তা রাত্রীঃ" ইত্যারভ্য "হৃদ্রোগ মাশ্বপহিনোত্য-চিরেণ ধীর" ইত্যন্তং শ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়ী পাঠ কর্ম্ম করিষ্যামি" (কৃতী নিজে করিলে "করিষ্যে" বলিবে)। এইরূপে সকল গ্রন্থের সঙ্কল্প বুঝিয়া লইতে হইবে।

পাঠ শেষকালে অন্ত্য শ্লোকটি তিনবার পাঠ করিবে এবং নিম্নলিখিত মন্ত্রে অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে। যথা—

"যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ।
পূর্ণং ভবতু তৎসর্বং ত্বৎ প্রসাদাজ্জনার্দ্দন॥"
"কৃতস্য কর্ম্মণঃ ফলং শ্রীকৃষ্ণায় সমর্পিতমস্তু।"

ইহার পর কৃতীর নিকট দক্ষিণা লইয়া কৃতীর মস্তকে গ্রন্থস্পর্শ করাইবেন।

৪। ষোড়শ প্রভৃতি দান করিতে হইলে তাহার দ্রব্য তালিকা যথাঃ—ভূমি ১ আসন ২ জলাধার ৩ বস্ত্র ৪ দীপাধার (পিলসুজ) ৫ অন্নপাত্র ৬ তাম্বুলাধার ৭ ছত্র ৮ গন্ধাধার ৯ মাল্যাধার ১০ ফলাধার ১১ শয্যা ১২ পাদুকা ১৩ ধেনু মূল্য ১৪ কাঞ্চনাধার ১৫ রজতাধার ১৬ (ধেনুমূল্য এবং আধার গুলি একত্র একখানি রেকাবী দিলেই চলে) কলস প্রভৃতি দ্রব্যে ফুলের মালা দেওয়া প্রথা।

ষোড়শ দানের ক্রম যথা—গঙ্গাজল সমস্ত দ্রব্যের উপর ছিটাইয়া শোধন করিতে হয়, তৎপরে সমস্ত দ্রব্যে তুলসী ও পুষ্প দিয়া "এতৎ ভগবতে শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ" এই বলিয়া অর্পণ করতঃ তাহা উৎসর্গ করিবে, উৎসর্গের প্রণালী, যথা :—

সুপ্রোক্ষিতমস্তু বিষ্ণুঃ প্রীণাতুঃ—এতে গন্ধ পুষ্পে ভূমিখণ্ডায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সংপ্রদানেভ্যো এতদধিপতিভ্যো গুরু ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবাদিজনেভ্যো নমঃ।

আসন—"সুপ্রোক্ষিতমস্তু. বিষ্ণুঃ প্রীণাতু এতে গন্ধপুষ্পে আসনায় নমঃ এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতিভ্যো গুরু-ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবাদিজনেভ্যো নমঃ।

(ক) শ্রীগুরুদেবের জন্য যে দান (জল চৌকি, পাদুকা, বস্ত্র-অন্নপাত্রাদি যাহা দিবে, তাহাও ঐরূপে "শ্রীগুরবে নমঃ" বলিয়া অর্পণ করিবে। এইরূপে সমস্ত দ্রব্যের নিকট ক্রমে ক্রমে আসন সরাইয়া বসিবে এবং সেই সেই দ্রব্যের উপর জল ছিটাইয়া, গন্ধ

পুষ্প দিয়া উল্লিখিত প্রকারে অর্পণ করিবে।

(খ) ষোড়শদানে অসমর্থ হইলে ষড়ঙ্গদান দ্রব্য যথা—

১। অন্ন (চাউল সহ থাল) জল (জল সহ কলশ) ৩ দীপ (পিলসুজ) ৪ ছত্র। ৫ পীড়ি । ৬ পাদুকা, ইহার উৎসর্গ বাক্যও পূর্ব্বের মত জানিবে।

গ) ষড়ঙ্গ দানে অসমর্থ হইলে 'তিল-কাঞ্চন' দান করিবে। তিল কাঞ্চন দানের প্রণালী এইরূপ। যথা ১ খানি রেকাবীতে তিল সাজাইয়া উহার উপর ১ খণ্ড সোণা অথবা সোনার মূল্য রাখিয়া পূর্ব প্রথামত উৎসর্গ করিবে।

৫। যতগুলি প্রভুদের আসন হইবে তাহার নিকট আসনে বসিয়া প্রত্যকের ধ্যান করত পাদ্য, অর্ঘা, ধূপ দীপ দিয়া পূজা করিবে এবং প্রত্যেককে ভোগ অর্পণ করিয়া ভোজন আরতি গান করিবে। "এতৎ পাদ্যং অমুকায় নমঃ (যথা শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ শ্রীগৌরায় নমঃ ইত্যাদি) ধ্যান করতঃ সচন্দন তুলসী ও পুষ্প চরণ উদ্দেশে অর্পণ করিবে। এইরূপে পূজা হইলে ভোগ দিবে। প্রধানতঃ ২টী ধ্যান লিখিত হইল।

(ক) শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান—

"ফুল্লেন্দীবর-কান্তি মিন্দু বদনং বর্হাবতংসপ্রিয়ং
শ্রীবৎসাঙ্কমুদার কৌস্তুভধরং পীতাম্বরং সুন্দরং।
গোপীনাং নয়নোৎপলার্চ্চিত তনুং গোগোপ সঙ্ঘাবৃতং
গোবিন্দং কলবেণুবাদনপরং দিব্যাঙ্গভূষং ভজে॥"

খ) শ্রীমহাপ্রভুর ধ্যান—

"শ্রীমন্ মৌক্তিকদাম বদ্ধ-চিকুরং সুস্মের-চন্দ্রাননং
শ্রীখণ্ডাগুরু-চারু চিত্র বসনং স্রগ্‌দিব্য ভূষাঙ্কিতম্।
নৃত্যাবেশ-রসানুমোদ মধুরং কন্দর্প বেশোজ্জ্বলং.
গৌরাঙ্গং কনক-দ্যুতিং নিজজনৈঃ সংসেব্যমানং ভজে॥

খ) ইহার পর নূতন পাত্রে পায়স পাক করিয়া প্রভুদিগের ভোগ দিবে এবং মালসা ভোগের প্রসাদ ও পায়স-প্রসাদ পৃথক পাত্রে (সমস্ত প্রসাদ কিঞ্চিৎ লইয়া একত্র করত) লইয়া গোগৃহে, গঙ্গাতীরে অথবা তুলসীতলায় গিয়া পূজার সমস্ত দ্রব্য পুরোহিত কৃতীকে লইয়া উপস্থিত হইবে। স্থানটী নির্জ্জন হওয়া উচিত।

(গ) উভয়ে আসনে উপবেসন করত পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে আসন শুদ্ধি এবং আচমন করিবে এবং একখানি রেকাবে পুষ্প রাখিয়া কৃতী সঙ্কল্প এবং আহ্বান করিবে। যথা—

"অদ্য অমুকমাসে অমুকপক্ষে অমুক তিথৌ অচ্যুতগোত্রঃ অমুকঃ অহং অচ্যুত-গোত্রস্য নিত্যধামগতস্য অমুকস্য শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীভগবৎ পাদপদ্ম-সেবালাভ-কামনয়া অমুকায় শ্রীভগবৎ-প্রসাদ দানংকরিষ্যে।"

অচ্যুত গোত্র অমুক (স্ত্রীলোক হইলে অচ্যুতগোত্রে অমুকাকে) ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজ্যাং গৃহাণ।*

---

* কৃতী স্ত্রীলোক হইলে সর্ব্বত্র দেবী অহং বলিবে। পরলোকগত ব্যক্তি স্ত্রীলোক হইলেও দেবী অচ্যুত গোত্রা ইত্যাদি বলিবে। বরণের কালেও পুরোহিত ও পাঠক অমুকস্য না বলিয়া "অমুকায়াঃ নিত্যধাম প্রাপ্তায়াঃ" ইত্যাদি বলিবেন, যেখানে অমুক বলিয়া বরাত দেওয়া আছে সেইখানেই সেই অমুক বলিতে পুরুষ বা স্ত্রীলোক কাহাকে লক্ষ্য করিতেছে ইহা ভাবিয়া লইলেই বাক্য ঠিক্ হইবে।

(ঘ) এতং পাদ্যং অমুকায় নমঃ (এইরূপ অর্ঘ্য, ধূপ, দীপ, স্নানীয় জল ও গন্ধপুষ্প অর্পণ করিবে)। ইহাই পিতৃপূজা।

(ঙ) সমস্ত প্রসাদে ও পানীয় জলে বিষ্ণু-পাদোদক সংযুক্ত করিয়া তাহাতে পুষ্প দিয়া ও জল ছিটাইয়া দিয়া বলিবে—

"সুপ্রোক্ষিতমস্তু বিষ্ণুঃ প্রীণাতু, এতে গন্ধপুষ্পে ভগবৎ প্রসাদায় নমঃ। (যোড়হাতে বসিবে) এতৎ বিষ্ণু-পাদোদক যুক্ত পূজিতং ভগবৎ-প্রসাদান্নং অমুক গোত্রায় নিত্যধাম প্রাপ্তায় অমুকায় নমঃ।"

(চ) এই মন্ত্রে নিবেদন করতঃ লোকান্তরি ব্যক্তি যেন দিব্য দেহ ধারণ করত আসিয়া আমার পূজা গ্রহণ করিলেন ও আনন্দ সহকারে প্রসাদ পাইলেন এবং আমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া পুনশ্চ নিত্যধামে গিয়া ভগবৎ-সেবা কার্য্যে (হয় দাস-দেহে কিম্বা দাসী-দেহে) নিযুক্ত হইলেন। (পুত্র, কন্যা, স্ত্রী বা কনিষ্ঠ ব্যক্তি হইলে আশীর্ব্বাদ চিন্তা করিবে না) এইরূপ মনে মনে চিন্তা করিয়া ১০৮ বার ইষ্টমন্ত্র বা হরিনাম (১৬ নাম ৩২ অক্ষর অথবা হরয়ে নমঃ ইত্যাদি) জপ করিবে। তৎপরে আচমন ও তাম্বূল নিবেদন করিবে; (কৃতীর হরিনাম মুখস্থ না থাকিলে পুরোহিত নিজে জপিবেন অথবা ১খানা কাগজে লিখিয়া কৃতীকে দিবেন, তিনি পাঠ করিবেন, কৃতী পড়িতে না পারিলে অগত্যা নিজেই জপিবেন।) আচমন দিবার সময় এই মন্ত্র বলিবেন—

"ইদং আচমনীয়ং অমুকায় নমঃ। ইদং তাম্বুলং অমুকায় নমঃ।"

(ছ) ইহার পর অষ্টাঙ্গে প্রণাম করিবে। প্রণামমন্ত্র যথা—

পিতৃপ্রণাম—

"পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্ম পিতা হি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্ব দেবতা॥

মাতৃ প্রণাম—

"যদ্‌গর্ভে জায়তে লোকো যস্যা স্নেহেন জীবতি।
সা সাক্ষাৎ ঈশ্বরী মাতা নাস্তি মাতৃ সমো গুরুঃ॥

৬। তৎপরে গো পূজা করিয়া গোরুকে প্রসাদ দিবে। গরু প্রসাস খাইলে শ্রাদ্ধ সিদ্ধ হয়, এজন্য যে দ্রব্য বেশ খাইতে পারে এমত বিবেচনা করত কল মূল ও দূর্ব্বাঘাস দিবে।

গো-পূজা—"এতৎ পাদ্যঃ—এতে গন্ধপুষ্পে গোভ্যো নমঃ।" এইমন্ত্রে পূজা করিবে এবং নিম্নের মন্ত্রে প্রসাদ দিবে। যথা—

সৌরভেয্যঃ সর্ব্বহিতাঃ পবিত্রাঃ পুণ্যরাশয়ঃ।
প্রতিগৃহ্নন্তু মে গ্রাসং গাব স্ত্রৈলোক্যমাতরঃ॥"

(খ) ইহার পর নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রণাম করিবে।—

"নমো গোভ্যঃ শ্রীমতীভ্যঃ সৌরভেয়ীভ্য এবচ।
নমো ব্রহ্মসুতাভ্যশ্চ পবিত্রাভ্যো নমো নমঃ॥"

গ) গরু প্রসাদ ভোজন করিলে তাহার গা চুলকাইয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা—

"গবাং কণ্ডূয়নং কুর্য্যাৎ গোগ্রাসং গো প্রদক্ষিণম্।
নিত্যং গোষু প্রসন্নাসু গোপালোঽপি প্রসীদতি॥"

(ঘ) ইহার পর গো-শালা হইতে আসিয়া অবশিষ্ট পাত্রাদি জলে নিক্ষেপ করতঃ স্নান ও তিলকাদি করিয়া পুরোহিতকে দক্ষিণা দিয়া প্রণাম করিবে এবং সমস্ত বৈষ্ণবগণকে প্রণাম করিবে। যথা—

"বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥"

(ঙ) অনন্তর পুরোহিত কৃতীকে বলাইবেন—

"মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং জনার্দ্দন।
যৎ পূজিতং ময়া দেব তৎসর্ব্বং ক্ষন্তুমর্হসি ॥"

(কৃতী চিন্তা করিবেন, আমার সমস্তই ভক্তিহীন, ভগবান দয়া করিয়া প্রসন্ন হউন) উপস্থিত গুরুজনের এখানে বলা উচিত— "তোমার কার্য্য সফল হইল।"

(চ) পুরোহিত বলিবেন ও বলাইবেন—"কৃতস্য কর্ম্মণঃ ফলং শ্রীকৃষ্ণ চরণে সমর্পিতমস্তু" অর্থাৎ কৃত কর্ম্মের ফল শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে অর্পিত হইল, আমরা ফলভোগী নহি।

৭। ইহার পর গুরু পুরোহিত, বৈষ্ণবাদি জনগণকে স্বহস্তে কিঞ্চিৎ প্রসাদ দিবে। তাঁহারা ভোজন করিলে পর নিজে সকলের শেষে প্রসাদ পাইবে।

মন্তব্য।

(ক) মাতা বা পিতা অথবা গতাসু ব্যক্তি জীবৎকালে বিশেষ ভক্ত ও বৈষ্ণবাদির প্রসাদভোজী ছিলেন এমন জ্ঞান হইলে, গুরু

বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট কিঞ্চিৎ প্রসাদে দিয়া তাহা অর্পণ করা প্রথাও আছে। কিন্তু ইহা স্বতন্ত্র মত। যে মাতা পিতা সিদ্ধদেহে ভগবানের পার্ষদের শ্রেণীভুক্ত. তাঁহাকে ভগবৎ প্রসাদ দেওয়া চলে, বিষ্ণুভক্ত বলিয়া বৈষ্ণব-প্রসাদ দেওয়া চলে না।

(খ) জীবিত কালে তিনি যে যে বস্তু অধিক প্রীতিসহকারে ভোজন করিতেন সেই সেই বস্তু ভোগ দিয়া অর্পণ করা এবং গুরু বৈষ্ণবদিগকে ভোজন করাইতে হয়।

(গ) এই শ্রাদ্ধে বা বিরহ-মহোৎসবে ৫।১০।১২ জন বিশিষ্ট বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণকে নিজে যত্ন সহকারে ভোজন করাইয়া দক্ষিণা দিবে। এই নিয়মিত ভোজনের মধ্যে কদাচ খ্যাত নামা দুষ্ট প্রকৃতি ব্যক্তিকে ভোজন করাইবে না। কিন্তু সাধারণ ভোজন ও কাঙ্গালী ভোজনে কোন বাছাবাছি বিচার নাই।

৮। বিরহ-মহোৎসবের ষোড়শাদি দান দ্রব্য বিতরণে তালিকা। যথা—(ক) জলপাত্র (কলস)—গুরুদেব পাইবেন।

(খ) দীপ, ছত্র, পাদুকা, স্বর্ণ, শয্যা ও গো, এই ছয়টী দ্রব্য অগ্রদানী ব্রাহ্মণ পাইবেন।

(গ) হস্তী, নৌকা, অশ্ব প্রভৃতি মহাদান অগ্রদানীর প্রাপ্য।

(ঘ) উল্লিখিত প্রকারে গুরুর এক ৬ অগ্রদানীর ও ব্যতীত অবশিষ্ট ৯টী পুরোহিত পাইবেন।

(ঙ অধিক স্বর্ণ রৌপ্য অর্থাৎ স্বর্ণ থাল রৌপ্য কলস ইত্যাদি সম্ভব হইলে ঐ সকল দ্রব্য গীতা, রাস, সহস্রনাম পাঠকগণকে যথাযোগ্য বন্টন করিয়া দিবেন। ইহা ভিন্ন অত্যধিক স্বর্ণ রৌপ্য হইলে বিশিষ্ট বিশিষ্ট বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণকে বিভাগ করিয়া দেওয়া

বিধি এবং বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণগণকে যথাযোগ্য মর্য্যাদা দিয়া বিদায় করা কর্ত্তব্য।

৯। শ্রাদ্ধীয় দ্রব্যের তালিকা, যথা—

(ক) ভোগের দ্রব্য সাধারণ—মালসা, ভাণ্ড, আসন, বস্ত্র, চিঁড়া, খৈ, মুড়কী, দধি, কদলী, লুচি, মিষ্টান্ন, ক্ষীর ও ফলমূলাদি।

(গ) পূজার দ্রব্য—গুরুপুরোহিত ও বৈষ্ণবগণের বরণ সরা, গুপারী, পান, পৈতা, বকুল পত্র, আসন, ঘণ্টা, শঙ্খ, পঞ্চপাত্র, পুষ্প, তুলসী, মালা, মধু, আতপ চাউল, ভূরি-ভোজ্যের চাউল প্রভৃতি।

১০। যতটুকু সাধ্য দরিদ্রগণকে প্রচুর ভোজন করান বিশেষ ফলপ্রদ।

১১। ইহা ভিন্ন অন্যান্য দান ধ্যান শক্তিসাপেক্ষ।

১২। দরিদ্রাদি যে কোন ব্যক্তিকে যাহা কিছু দিবে, তৎসমস্তই মনে মনে ভগবান্‌কে অর্পণ করিয়া দিবে এবং যাহার জন্য সেই যেন গ্রহণ করিতেছে, আমি কেবল একজন রক্ষকমাত্র এই চিন্তা করিবে। কদাচ আমি দাতা দিতেছি এমত ভাব হৃদয়ে পোষণ করিবেন না। এই বিনয় ও ভক্তিই সমস্ত ক্রিয়া-সাফল্যের মূল।

ইতি শ্রীরাসবিহারী সাংখ্যতীর্থ-সংগৃহীত-বৈষ্ণব-শ্রাদ্ধ-পদ্ধতি সম্পূর্ণ

প্রকাশক—শ্রীশ্রীগোপাল কৃষ্ণানন্দ দেব গোস্বামী।
শ্রীপাট গোপীবল্লভপুর।

—★—